Directorate of Audit and Inspection Reports (DIA)

রেজিঃ এ/ডি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
শিক্ষা ভবন, ২য় ব্লক, ২য় তলা, ১৬ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০।
www.dia.gov.bd

নং-ডিআইএ/সিটি/১৫০৫-সি/খন্ড-২/ঢাকা ঃ   তারিখ ঃ

বিষয় ঃ ঢাকাস্থ মিরপুর থানাধীন হযরত শাহ্ আলী মহিলা কলেজ এর পরিদর্শন ও নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসংগেঁ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাইতেছে যে, অত্র অধিদপ্তরের শিক্ষা পরিদর্শক জনাব মোঃ আব্দুস সালাম এবং অডিট অফিসার জনাব মোঃ ফরিদ উদ্দিন গত ০১/০৯/২০১৫ ইং তারিখে ঢাকা জেলার মিরপুর থানাধীন হযরত শাহ্ আলী মহিলা কলেজটি পরিদর্শন ও নিরীক্ষা করেন। তাঁহাদের দাখিলকৃত পরিদর্শন ও নিরীক্ষা প্রতিবেদন সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে এতদ্সংগে প্রেরণ করা হইল।

সংযুক্তি ঃ বর্ণনা মোতাবেক।

স্বা/ঃ-
(প্রফেসর মোঃ মফিজ উদ্দিন আহমদ ভুঁইয়া)
পরিচালক
ফোন-৯৫৫২৮৫৮

সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
{দৃষ্টি আকর্ষণ ঃ অতিরিক্ত সচিব, অডিট ও আইন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

নং-ডিআইএ/সিটি/১৫০৫-সি/খন্ড-২/ঢাকা ঃ ৪১২০/৫   তারিখ ঃ ৩/১২/১৫

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরণ করা হইল ঃ

১। মহা-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা-১০০০।
{দৃষ্টি আকষর্ণ ঃ পরিচালক(কলেজ)}
২। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৩। রেজিষ্ট্রার, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।
৪। সভাপতি, গভর্ণিং বডি, হযরত শাহ্ আলী মহিলা কলেজ, ডাক-মিরপুর, থানা-মিরপুর, জেলা-ঢাকা।
৫। অধ্যক্ষ, হযরত শাহ্ আলী মহিলা কলেজ, ডাক-মিরপুর, থানা-মিরপুর, জেলা-ঢাকা(রেজিঃ এ/ডি)।
৬। অফিস কপি।

উপ-পরিচালক
ফোন-৯৫৫২৮৬৪

২/১২/১৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়,
শিক্ষা ভবন, ২য় ব্লক, ২য় তলা, ১৬ আবদুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০।

বিষয় ঃ পরিদর্শন ও নিরীক্ষা প্রতিবেদন।

১। প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা ঃ **হযরত শাহ আলী মহিলা কলেজ,**
ডাকঘর-বিডি শরীফ, থানা-শাহ আলী, জেলা- ঢাকা।

২। পরিদর্শন কর্মকর্তাগনের নাম ও পদবী ঃ ১. মোঃ আব্দুস সালাম, শিক্ষা পরিদর্শক ।
২. মোঃ ফরিদ উদ্দিন, অডিট অফিসার।

৩। পরিদর্শনের তারিখ ঃ ০১/০৯/২০১৫ খ্রিঃ।

৪। ক) প্রতিষ্ঠার তারিখ ঃ ০১/০৭/১৯৯১ খ্রিঃ।
খ) প্রথম স্বীকৃতির তারিখ ঃ উচ্চ মাধ্যমিক- ০১/০৭/৯২, উচ্চ মাধ্যমিক (বি.এম) ০১/০৭/৯৭,। স্নাতক (পাস)-০১/০৭/২০০০ এবং স্নাতক (সম্মান)০১/০৭/০৬ খিঃ
গ) শেষ স্বীকৃতির মেয়াদ ঃ উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক (পাস) ৩০/০৬/১৭, উচ্চ মাধ্যমিক (বি.এম)-৩০/০৬/১৫, স্নাতক (সম্মান)-৩০/০৬/১৮ খ্রিঃ
ঘ) কমিটির মেয়াদ ঃ ২৬/১১/২০১৭ খ্রিঃ।

৫। প্রচলিত কোর্স ঃ উচ্চ মাধ্যমিক-মানবিক, বিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষা ও ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা(বি.এম)।
স্নাতক (পাস)-বি.এ, বি.বি.এস।
স্নাতক (সম্মান)-হিসাববিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা, মার্কেটিং,ইংরেজী ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান।

৬। নিজস্ব জমির পরিমাণ ঃ ১.৬৭ একর।

৭। শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীর সংখ্যা ঃ

ক্রমিক নং	পদবী	মোট কর্মরত	এমপিও ভুক্ত	এমপিও ভুক্ত নয়	প্যাটার্ণ বহির্ভূত	উদ্বৃত্ত	মন্তব্য
০১	অধ্যক্ষ	০১	০১	-	-	-	-
০২	উপাধাক্ষ	০১	০১	-	-	-	-
০৩	সহঃ অধ্যাপক	০৯	০৯	-	-	-	-
০৪	প্রভাষক	৩১	২৬	০৫	০১	-	-
০৫	গ্রন্থাগারিক	০১	০১	-	-	-	-
০৬	শরীরচর্চা শিক্ষক	০১	০১	-	-	-	-
০৭	প্রদর্শক	০২	০২	-	-	-	-
০৮	৩য় শ্রেণির কর্মচারী	০৩	০৩	-	-	-	-
১০	৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী	১২	০৯	০৩	০২	-	-
১১	প্রভাষক (বি.এম)	০২	০২				
১২	প্রদর্শক (কম্পিউটার (বি.এম)	০১	-	০১	-	-	-
১৩	ল্যাব এসিস্ট্যান্ট (বি.এম)	০১	-	০১	-	-	-

৮। ক) রেকর্ড মোতাবেক ছাত্রী সংখ্যা ঃ ৬৯৩ জন।

খ) পরিদর্শনের দিন উপস্থিত ছাত্রী সংখ্যা ঃ ৫৫০ জন।

৯। পরীক্ষার ফলাফল (বিগত ৩ বছরের) ঃ

পরীক্ষার সন	পরীক্ষার নাম	গ্রুপ	মোট শিক্ষার্থী	মোট পরীক্ষার্থী	উত্তীর্ণ ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা						
					এ+	এ	এ-	বি	সি	ডি	মোট
২০১৩	এইচ.এস.সি	মানবিক	৬৬	৫১	-	০৪	৩০	০৩	০৫	-	৪২
২০১৩	এইচ.এস.সি	বিজ্ঞান	১০	১০	-	০৪	০৫	-	-	-	০৯
২০১৩	এইচ.এস.সি	ব্যবঃ শিক্ষা	১১৬	১০০	-	১২	৪২	০৫	৩২	-	৯১
২০১৪	এইচ.এস.সি	মানবিক	৯৯	৭৬	০১	২০	৩৮	০২	১৩	-	৭৪
২০১৪	এইচ.এস.সি	বিজ্ঞান	৩০	২৬	-	০৩	১৬	-	-	-	১৯
২০১৪	এইচ.এস.সি	ব্যবঃ শিক্ষা	১৮১	১৫৯	০২	২৫	৭৩	১০	৩২	০৮	১৫০
২০১৫	এইচ.এস.সি	মানবিক	৯১	৬৫	-	০৫	০৭	০৩	২০	-	৩৫
২০১৫	এইচ.এস.সি	বিজ্ঞান	১৫	১৪	-	০৩	০৮	-	-	-	১১
২০১৫	এইচ.এস.সি	ব্যবঃ শিক্ষা	১১৫	১০৩	০১	০৯	৩৭	০৩	১৬	-	৬৬
					১ম		২য়		৩য়		
২০১০	ডিগ্রী	বি.এ	২৫	২২							২০
২০১০	ডিগ্রী	বি.বি.এস	০৮	০৮							০৮
২০১১	ডিগ্রী	বি.এ	২৮	২২	-		১৫		০২		১৭
২০১১	ডিগ্রী	বি.বি.এস	১২	০৬	-		০৪		-		০৪
২০১২	ডিগ্রী	বি.এ	৩৪	১৮	০১		১৪		০২		১৭
২০১২	ডিগ্রী	বি.বি.এস	১৫	১০	-		০৬		০১		০৭,

(বিঃ দ্রঃ উচ্চ মাধ্যমিক বি.এম) কোর্সের ফলাফলের তথ্য প্রদান করা হয়নি।

১০। ক) সংরক্ষিত তহবিল ঃ ২,৮৮,৭২১/- টাকা জমা আছে।

খ) সাধারণ তহবিল ঃ ৭৪,৭৪,৪৮৩/৭৩ টাকা জমা আছে।

গ) ভবিষ্য তহবিল ঃ ২৩,৪৬,৯৬৪/২৯ টাকা জমা আছে।

১১। নিজস্ব গৃহের বিবরণ ঃ ০৪টি ভবনে-৩৯ টি কক্ষ ।

১২। আসবাবপত্রের বিবরণ ঃ বেঞ্চ-৩৫৪ জোড়া, চেয়ার-১৯৫টি, টেবিল-৬৫টি, আলমারী-২২টিসহ অন্যান্য আসবাবপত্র আছে।

১৩। পাঠাগার সম্পর্কিত তথ্যাবলী ঃ পৃথক পাঠাগার নেই। রক্ষিত বই ৩৫০০ খানা ।

১৪। সরকারী অনুদান ঃ

অনুদান	অর্থ বছর					
	২০১২-২০১৩		২০১৩-১৪		২০১৪-১৫	
	প্রাপ্ত	উদ্বৃত্ত	প্রাপ্ত	উদ্বৃত্ত	প্রাপ্ত	উদ্বৃত্ত
বেতন বাবদ	৮৭,৯৬,৭২৫.০০	-	১,০৯,৪০,৪৬৬.০০	-	১০৯,৮২,৩৯১.০০	-
ভর্তুকী	০০	-	০০	-	০০	-
অন্যান্য	০০	-	০০	-	০০	-

১৫। মন্তব্য ও সুপারিশ ঃ

১. প্রশাসনিক মন্তব্য ও সুপারিশ ঃ

(ক) প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত তথ্যঃ হযরত শাহ আলী মহিলা কলেজটি ঢাকা মহানগরীর শাহ আলী থানা উত্তর বিশিল-এ অবস্থিত ০১টি স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। নারী শিক্ষা প্রসারে প্রতিষ্ঠানটি ০১/০৭/১৯৯১ খ্রিঃ তারিখে উচ্চ মাধ্যমিক হিসেবে প্রতিষ্ঠান করা হয়। পরে তা স্নাতক স্তরে উন্নীত করা হয়।

(খ) নামকরণ সম্পর্কিত তথ্য ঃ প্রতিষ্ঠানটি বিখ্যাত বুজুর্গ হযরত শাহ আলী বোগদাদী (রঃ) এর নামে নামকরণ করা হয়।

গ) স্বীকৃতি সম্পর্কিত তথ্য ও মন্তব্য ঃ প্রতিষ্ঠানটি ০১/০৭/১৯৯২ তারিখ হতে উচ্চ মাধ্যমিক, ০১/০৭/১৯৯৭ হতে উচ্চ মাধ্যমিক (বি.এম), ০১/০৭/২০০০ হতে স্নাতক (পাস) এবং ০১/০৭/০৬ হতে স্নাতক (সম্মান) কোর্স চালুর প্রথম একাডেমিক স্বীকৃতি/অধিভুক্তি লাভ করে । শেষ স্বীকৃতি-উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক (পাস)-৩০/০৬/১৭ তারিখে উত্তীর্ণ হবে। উচ্চ মাধ্যমিক বি.এম কোর্সের অধিভুক্তি ৩০/০৬/১৫ তারিখের উত্তীর্ণ হয়েছে। বি.এম কোর্সের অধিভুক্তি নবায়ন প্রক্রিয়াধীন। অবিলম্বে বি.এম কোর্সের অধিভুক্তি নবায়নের কাজে সম্পন্ন করতে হবে। ভবিষ্যতে স্বীকৃতি/অধিভুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই স্বীকৃতি/অধিভুক্তি নবায়ন করতে হবে।

(ঘ) পরিচালনা কমিটি সংক্রান্ত তথ্য ও মন্তব্য ঃ ১৩ সদস্য বিশিষ্ট নিয়মিত গভর্নিং বডির মেয়াদ ২৬/১১/১৭ তারিখে উত্তীর্ণ হবে। বর্তমান গভর্নিং বডির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই পববর্তী পর্যায়ের জন্য নিয়মিত গভর্নি বডি গঠনের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করতে হবে। বিগত শিক্ষাবর্ষে কমিটির ০৬টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সর্বশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ২৩/০৫/১৫ তারিখে। সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবিধি অনুযায়ী নিয়মিতভাবে কমিটির সভা অনুষ্ঠান করে সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা পূর্বক প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নসহ লেখাপড়ার মান উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

(ঙ) এম.পি.ওভুক্তি সংক্রান্ত তথ্য ঃ ১) প্রতিষ্ঠানটি ০১/০৭/৯৪ হতে উচ্চ মাধ্যমিক , ০১/০৪/০১ হতে স্নাতক (পাস) এবং ০১/০৫/১০ হতে বি. এম কোর্স প্রথম এমপিওভুক্ত হয়। পরিদর্শনকালে সাধারণ শাখায় (উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক (পাস)) সর্বশেষ জুলাই/১৫ মাসের এমপিওতে ৫৪ জন শিক্ষক-কর্মচারীর নামে মাসিক মোট বরাদ্দ ৮,৭১,৫৭৯/-টাকা এবং জুলাই/১৫ মাসে কর্মরত ও এমপিওভুক্ত ৫২ জন শিক্ষক-কর্মচারীর নামে বিল করে মোট ৮,৪৬,৩৫৩/- উত্তোলন করে বন্টন করা হয়। অন্যদিকে জুলাই/১৫ মাসে বি.এম শাখার কর্মরত ০২ জন শিক্ষক এর নামে মাসিক মোট বরাদ্দ ২৬,৬৮০/- টাকা এবং জুলাই/১৪ মাসে বিল করে কর্মরত ও এমপিওভুক্ত উক্ত ০২ জনের নামে বিল করে মোট ২৬,৬৮০/- টাকা উত্তোলন করে বন্টন করা হয়।

২) এমপিও থেকে নাম কর্তনঃ প্রভাষক জনাব কাজী মোর্শেদা আক্তার (ইনঃ৮৩১৪৭৩) ০১/০৩/১৩ তারিখে পদত্যাগ করেন এবং ৩য় শ্রেণির কর্মচারী জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম ১৬/০১/১১ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। শেষ এমপিওতে তাঁদের নাম রয়েছে। অবিলম্বে এমপিও হতে তাঁদের নাম কর্তন করতে হবে।

(চ) স্টক রেজিস্টার ও স্টক টেকিং সংক্রান্ত তথ্য ও মন্তব্য ঃ স্টক রেজিস্টার চালু আছে। নিয়মিতভাবে মালামালের স্টক যাচাই করা হয় না। প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় মালামাল স্টক রেজিস্টারে এন্ট্রি করতে হবে এবং বৎসরান্তে শিক্ষক সমন্বয়ে ৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করে প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় মালামাল ও অস্থাবর সম্পত্তির বার্ষিক স্টক যাচাই করে নিয়মিতভাবে আপডেট হিসাব সংরক্ষণ করতে হবে।

(ছ) রেজিস্টার সংক্রান্ত তথ্য ও মন্তব্যঃ ডিমান্ড ও রিসিপ্ট রেজিস্টার, সাবসিডিয়ারী রেজিস্টার, পরিদর্শন বহি, চাঁদা/দান আদায়ের রশিদ বহির রেজিস্টার চালু নেই। অবিলম্বে উক্ত রেজিস্টারসমূহ চালু করে সকল রেজিস্টারের যথাযথভাবে ব্যবহার ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

(জ) শাখা/শিফট সংক্রান্ত তথ্য ঃ প্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত শ্রেণি শাখা বা শিফট্ চালু নেই।

(ঝ) নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য ঃ ১। প্রতিষ্ঠান প্রধান শিক্ষক-কর্মচারীদের নিয়োগ রেকর্ড প্রদর্শন করেছেন। প্রতিষ্ঠানটিতে সম্মান কোর্স চালু করা হয়েছে। শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কোর্স ও স্তরের উল্লেখ করে নিয়োগ দিতে এবং পরিচিতি কোর্স ও স্তর ভিত্তিক উল্লেখ করতে হবে। নিম্নে নিয়োগে অনিয়মের বিষয়ে উল্লেখ করা হলোঃ

১) জনাব মোঃ কছিম উদ্দিন প্রভাষক ইংরেজী(ইনঃ ৩৮০৫৩২) পদে ২৭/০৫/০৪ তারিখে যোগদান করেন। তিনি ইংরেজী বিষয়ে ৩য় শিক্ষক। অর্থাৎ নিয়োগকালে পদ শূন্য ছিল না। অন্য দিকে গৃহীত নিয়োগ পরীক্ষায় তিনি ৩য় স্থান অধিকারী ছিলেন। নিয়োগ কমিটি কর্তৃক কোন প্যানেল তৈরী করা হয়নি। প্রথম স্থান অধিকারীকে নিয়াগ প্রদানের জন্য সুপারিশ করে। ১ম স্থান অধিকারী যোগদান না করলে ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীকে নিয়োগের কোন সুপারিশ ছিল না। তথাপি গভর্নিং বডি কর্তৃক তাকে নিয়োগ প্রদান করা হয়। নিয়োগ কমিটির সুপারিশ না থাকায় প্রক্রিয়া ত্রুটিপূর্ণ হিসেবে গণ্য। এ অনিয়মের বিষয়ের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে।

২) জনাব মোঃ আমিনুল হক ০১/০২/১১ তারিখে উপাধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। তাঁর নিয়োগের ক্ষেত্রে ১৮/১০/১০ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় পুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। আবেদনের শেষ তারিখ ছিল ০১/১১/১০। আবেদনের জন্য ন্যূনতম ১৫ দিন সময় দেওয়া হয়নি। ১৮/০১/১১ তারিখে অনুষ্ঠিত নিয়োগ পরীক্ষায় ১২ প্রার্থীর মধ্যে মাত্র ০৫ জন প্রার্থীর উপস্থিতিতে ১৩ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতে প্রার্থী বাছাই করা হয়। লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়নি। নিয়োগ পরীক্ষার বেশীরভাগ প্রার্থী অনুপস্থিত ছিল। প্রার্থীদের আবেদন গ্রহণ ও বাছাই কমিটির স্বাক্ষর নেই। প্রার্থীদের উপস্থিতির তালিকা তৈরী করা হয়নি। উল্লিখিত কারণে নিয়োগ প্রক্রিয়াটি ত্রটিপূর্ণ ও অস্বচ্ছ হিসেবে গণ্য। এ ধরণের নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা আবশ্যক ছিল। এ বিষয়ে ভবিষ্যতে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

৩) প্রভাষক মার্কেটিং জনাব মালিহা পারভীন ০১/০৯/০২ তারিখে যোগদান করেন। নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ১৯/০৭/০২ তারিখে। ০৬ জন প্রার্থীর মধ্যে নিয়োগ পরীক্ষায় ০৩ জন প্রার্থী উপস্থিত ছিল। জনাব মালিহা পারভীন ২য় স্থান অধিকারী ছিলেন। উপস্থিত ০৩ জন প্রার্থীকেই নিয়োগ প্রদান করা হয়। তন্মধ্যে জনাব মালিহা পারভীনই যোগদান করেন। উপস্থিত ০৩ জন প্রার্থীর মধ্যে ০৩ জনকেই নিয়োগ প্রদান করায় একক প্রার্থী হিসেবে গণ্য। একক প্রার্থী নিয়োগ প্রদান বিধি সম্মত নয়। এ অনিয়মের বিষয়ের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে।

৪) জনাব কোহিনুর খাতুন প্রভাষক দর্শন পদে ০৩/০৪/২০০০ তারিখে যোগদান করেন। ১০/০৩/২০০০ তারিখে অনুষ্ঠিত শুধু মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ প্রদান করা হয়। নিয়োগ পরীক্ষায় ২৪ জন প্রার্থীর মধ্যে ২২ জন উপস্থিত ছিল। মৌখিক পরীক্ষায় ও একাডেমিকে ৩৭ নম্বর প্রাপ্ত ১ম স্থান, ৩৬ নম্বর প্রাপ্ত ২য় স্থান এবং ৩০ নম্বর প্রাপ্ত ৩য় স্থান অধিকারী ছিলেন। জনাব কোহিনুর খাতুন ২৬ নম্বর পান। ১ম স্থান অধিকারীকে নিয়োগ পত্র প্রদান করা হলে তিনি যোগদান করেননি। জনাব কোহিনুর খাতুনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়।অথচ তাঁর চেয়ে বেশী নম্বর প্রাপ্ত প্রার্থী ছিল ০৬ জন। তাঁকে নিয়োগের বিষয়ে নিয়োগ কমিটির কোন সুপারিশও ছিল না। উল্লিখিত কারণে তাঁর নিয়োগ বিধি সম্মত হিসেবে গণ্য নয় এবং ১/৬/০১ হতে ৩১/৭/১৫ পর্যন্ত গৃহীত সরকারি বেতন ভাতা বাবদ ১৭,২১,৩৮১/- টাকা ফেরতযোগ্য। এর পরে গৃহীত বেতন ভাতাও ফেরৎযোগ্য হবে।

৫) জনাব রেখা পারভীন প্রভাষক বাংলা পদে ০৩/০৪/২০০০ তারিখে যোগদান করেন। ১০/০৩/২০০০ তারিখে অনুষ্ঠিত পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ প্রদান করা হয়। নিয়োগ পরীক্ষায় ১৩ জন প্রার্থীর মধ্যে ১১ জন উপস্থিত ছিল। পরীক্ষায় ৮২ নম্বর প্রাপ্ত ১ম স্থান, ৭৫ নম্বর প্রাপ্ত ২য় স্থান এবং ৭১ নম্বর প্রাপ্ত ৩য় স্থান অধিকারী ছিলেন। জনাব রেখা পারভীন ৫৬ নম্বর পান। ১ম স্থান অধিকারীকে নিয়োগ পত্র প্রদান করা হলে তিনি যোগদান করেননি। জনাব রেখা পারভীনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়। অথচ তাঁর চেয়ে বেশী নম্বর প্রাপ্ত প্রার্থী ছিল ০৮ জন। তাঁকে নিয়োগের বিষয়ে নিয়োগ কমিটির কোন সুপারিশও ছিল না। উল্লিখিত কারণে তাঁর নিয়োগ বিধি সম্মত হিসেবে গণ্য নয় এবং ১/৩/০২ হতে ৩১/৭/১৫ পর্যন্ত গৃহীত সরকারি বেতন ভাতা বাবদ ১৫,৯৮,৯৫০/- টাকা ফেরতযোগ্য। এর পরে গৃহীত বেতন-ভাতাও ফেরৎযোগ্য হবে।

২। **মহিলা কোটা পূরণ সংক্রান্তঃ** প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ৪৯ জন শিক্ষক(প্রদর্শকসহ) এর মধ্যে ২৬ মহিলা শিক্ষক কর্মরত আছেন। প্রাপ্যতা অনুযায়ী ৪০% মহিলা কোটা পূরণকৃত। ভবিষ্যতে নিয়োগের ক্ষেত্রেও ৪০% প্রাপ্যতা অনুযায়ী মহিলা কোটা পূরণ করতে হবে।

(ঞ) স্টাফিং প্যাটার্ণ সংক্রান্ত তথ্য ঃ ১) প্রতিষ্ঠানের স্টাফিং প্যাটার্ণ যাচাই করা হয়েছে। ০৪/০২/১০ ও ২৪/০৩/১৩ এর জনবল কাঠামো সম্পর্কিত নির্দেশিকা অনুযায়ী স্নাতক কলেজ হিসেবে ইংরেজী বিষয়ে ০২ জন প্রভাষক সরকারি বেতন-ভাতা প্রাপ্য। কিন্তু ০৩ জন এমপিওভুক্ত থাকায় ০১ জন প্রভাষক ইংরেজী প্যাটার্ণ অতিরিক্ত হিসেবে গণ্য। কোন কারণে ইংরেজী প্রভাষকের পদ শূন্য হলে ০২ জনের অতিরিক্ত ইংরেজী প্রভাষক এমপিওভুক্ত করা যাবে না।

২) স্নাতক কলেজ হিসাবে প্রাপ্য ১০ জন ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী সরকারি বেতন-ভাতা প্রাপ্য । ১২ জন ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী কর্মরত আছেন। এমপিওভুক্ত আছেন ০৯ জন। প্রাপ্যতার অতিরিক্ত ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী এমপিওভুক্ত করা যাবে না।

(ট) শিক্ষাগত ও কারিগরি যোগ্যতা সংক্রান্ত তথ্যঃ প্রতিষ্ঠান প্রধান শিক্ষক-কর্মচারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ প্রদর্শন করেছেন। তবে, প্রভাষক(মার্কেটিং) জনাব শিরিন সামসাদ এর নিবন্ধন/অভিজ্ঞতা সনদ প্রদর্শন করা হয়নি। তিনি এমপিওভুক্ত নন। তাঁর নিবন্ধন/অভিজ্ঞতা সনদ প্রদর্শন করতে হবে। ব্যর্থতায় সরকারি বেতন-ভাতা লাভের যোগ্য হবেন না।

(ঠ) শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত তথ্য ঃ নিম্নোক্ত শিক্ষকগণ অন্য প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকার পুর্ব অভিজ্ঞতা দাবী দাবী করেছেনঃ

ক্রমিক	নাম ও বর্তমান পদবী	অভিজ্ঞতাকাল	
		হতে	পর্যন্ত
১।	জনাব মোঃ ময়েজ উদ্দিন, অধ্যক্ষ	০১/০১/৯৫	৩১/০৮/৯৫
		০২/০৯/৯৫	০৫/০৫/০১
		০৭/০৫/০১	১৩/১১/১১
		১৫/১১/১১	০৭/০৯/১২
২।	জনাব মোঃ আমিনুল হক, উপাধ্যক্ষ	১৭/০৯/৯৭	৩১/০১/১১
৩।	জনাব খানম শিউলি শিরিন,সহঃ অধ্যাপক	২১/০৬/৮৬	১৯/১১/৯১
৪।	জনাব সুরাইয়া আক্তার, সহঃ অধ্যাপক	০১/০৩/৮৯	৩০/০৪/৯৫
৫।	জনাব মোঃ শেরে আলম, সহঃ অধ্যাপক	০৭/০৯/৮৬	১৯/১১/৯১
৬।	জনাব খাদিজা ইয়াসমিন, প্রভাষক	৩০/০১/৯৭	৩০/০৯/৯৯
৭।	জনাব কোহিনুর আক্তার, প্রভাষক	০৭/১০/৯৭	৩০/০৪/২০০০
৮।	জনাব মোঃ কছিম উদ্দিন, প্রভাষক	০১/০৩/০১	২৬/০৫/০৪
৯।	মোসাঃ সুফিয়া বেগম, প্রভাষক	০৫/১১/৯০	০৮/০৮/০৪
১০।	জনাব এনাক্ষী রাণী সরকার, শরীরচর্চা শিক্ষক	১০/০৮/৯৬	১৮/০৩/০৫

ড) বেতন স্কেল সংক্রান্ত তথ্য ঃ কর্মরত শিক্ষক-কর্মচারীগণের গৃহীত স্কেল যাচাই করা হয়েছে।

(ঢ) উপবৃত্তি সংক্রান্ত তথ্য ঃ ঢাকা মহানগরীতে উপবৃত্তি পায় না।

২. ভৌত অবকাঠামোগত মন্তব্য ও সুপারিশ ঃ

ক) জমি সংক্রান্ত তথ্য ও মন্তব্য ঃ দাবীকৃত মোট জমির পরিমান ১.৬৭ একর। জমি খারিজকৃত এবং ১৪২১ বাংলা সন পর্যন্ত খাজনা পরিশোধিত। সমুদয় জমির হালসন নাগাদ নিয়মিতভাবে খাজনা পরিশোধ করতো হবে।

(খ) গৃহ, কক্ষ, স্যানিটেশন ও অবস্থান সংক্রান্ত তথ্য ও মন্তব্য ঃ ০৪টি পাকা ভবনে ৩৯টি কক্ষ রয়েছে। পৃথক পাঠাগার, উপাধ্যক্ষের কক্ষ ও অডিটরিয়াম নেই। পৃথক পাঠাগার ও অডিটরিয়াম ও উপাধ্যক্ষের কক্ষের সংস্থান করতে হবে। কলেজের সার্বিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার মান সন্তোষজনক ।

(গ) আসবাবপত্র সংক্রান্ত তথ্য ও মন্তব্যঃ বেঞ্চ-৩৫৪ জোড়া, চেয়ার-১৯৫টি, টেবিল-৬৫টি,আলমারী-২২টিসহ অন্যান্য আসবাবপত্র আছে। আসবাবপত্রসমূহ প্রয়োজনীয় মেরামত/সংস্কার ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে ব্যবহার করতে হবে। আসবাবপত্রের জন্য পৃথক বন্টন রেজিস্টার ব্যবহার করতে হবে।

৩. একাডেমিক মন্তব্য ও সুপারিশ ঃ

(ক) শিক্ষার্থী সংক্রান্ত তথ্য ও মন্তব্য ঃ

(১) প্রতিষ্ঠানের মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ৬৯৩ জন। পরিদর্শনের দিন ৫৫০ জন শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিল। সার্বিকভাবে প্রয়োজনীয় শিক্ষার্থী রয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিক বিজ্ঞান ও স্নাতক পর্যায়ে গ্রুপ ও বিষয় ভিত্তিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের শতভাগ নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।

(২) প্রতিষ্ঠানের শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষার্থীদের তথ্য নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

শ্রেণি	রেকর্ড মোতাবেক ছাত্র/ছাত্রী			পরিদর্শনের দিন উপস্থিত ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা
	ছাত্র	ছাত্রী	মোট	
একাদশ	০০	২৪৮	২৪৮	২১০
দ্বাদশ	০০	২১৪	২১৪	১৮০
ডিগ্রী ১ম বর্ষ	০০	৯৩	৯৩	৬০
ডিগ্রী ২য় বর্ষ	০০	১০৭	১০৭	৮০
ডিগ্রী ৩য় বর্ষ	০০	৩১	৩১	২০
সর্বমোট	**০০**	**৬৯৩**	**৬৯৩**	**৫৫০**

(খ) একাডেমিক সুপারভিশন সংক্রান্ত তথ্য ও মন্তব্য ঃ ১) শিক্ষা বছরের শুরুতেই পাঠ পরিকল্পনা তৈরী করে শিক্ষার্থীর নিকট বিতরণ করে পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী নিয়মিতভাবে শ্রেণিকক্ষে পাঠ উপস্থাপন করতে হবে।

(২) শ্রেণিকক্ষে পাঠ্য পুস্তক ছাড়া শিক্ষা সহায়ক উপকরণ(যেমন, ম্যাপ, বিভিন্ন চার্ট, গ্লোব ইত্যাদি) নিয়মিতভাবে ব্যবহার করতে হবে।

(৩) দুর্বল ও অমনোযোগী শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে তাদের পাঠোন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৪) ইংরেজী ভাষা ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারে গুরুত্বারোপসহ ইংরেজী ভাষা ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়মিতভাবে অনুশীলন নিশ্চিত করতে হবে।

(৫) শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে পাঠদানকালে অংশগ্রহণ পদ্ধতি (Participatory Method) বাস্তবায়ন করতে হবে।

(গ) পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য ও মন্তব্য ঃ

(১) **অভ্যন্তরীণ পরীক্ষাঃ** প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ফলাফল মান সন্তোষজনক নয়। অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ফলাফলের মান আরো উন্নত করতে হবে। এ বিষয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়কে আরো যত্নবান হতে হবে।

(২) **বোর্ড পরীক্ষাঃ** বিগত ৩ বছরের এইচ.এস.সি বোর্ড পরীক্ষার ফলাফলের তথ্য চিত্র নিম্নোক্ত ছকে উল্লেখ করা হলোঃ

পরীক্ষার সন	পরীক্ষার নাম	গ্রুপ	মোট শিক্ষার্থী	মোট পরীক্ষার্থী	উত্তীর্ণ ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা						
					এ+	এ	এ-	বি	সি	ডি	মোট
২০১৩	এইচ.এস.সি	মানবিক	৬৬	৫১	-	০৪	৩০	০৩	০৫	-	৪২
২০১৩	এইচ.এস.সি	বিজ্ঞান	১০	১০	-	০৪	০৫	-	-	-	০৯
২০১৩	এইচ.এস.সি	ব্যবঃ শিক্ষা	১১৬	১০০	-	১২	৪২	০৫	৩২	-	৯১
২০১৪	এইচ.এস.সি	মানবিক	৯৯	৭৬	০১	২০	৩৮	০২	১৩	-	৭৪
২০১৪	এইচ.এস.সি	বিজ্ঞান	৩০	২৬	-	০৩	১৬	-	-	-	১৯
২০১৪	এইচ.এস.সি	ব্যবঃ শিক্ষা	১৮১	১৫৯	০২	২৫	৭৩	১০	৩২	০৮	১৫০
২০১৫	এইচ.এস.সি	মানবিক	৯১	৬৫	-	০৫	০৭	০৩	২০	-	৩৫
২০১৫	এইচ.এস.সি	বিজ্ঞান	১৫	১৪	-	০৩	০৮	-	-	-	১১
২০১৫	এইচ.এস.সি	ব্যবঃ শিক্ষা	১১৫	১০৩	০১	০৯	৩৭	০৩	১৬	-	৬৬

(বিঃ দ্রঃ উচ্চ মাধ্যমিক বি.এম) কোর্সের ফলাফলের তথ্য প্রদান করা হয়নি।

এইচ.এস.সি পরীক্ষায় এ+প্রাপ্তি কম। এইচ.এস.সি বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী ও পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। শ্রেণিকক্ষে আন্তরিকভাবে পাঠদান করে প্রতিবছর এইচ.এস.সি পরীক্ষায় অধিকহারে এ+ প্রাপ্তিসহ পরীক্ষার ফলাফলের মান আরো উন্নয়ন করতে হবে

(৩) বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষাঃ বিগত ৩ বছরের স্নাতক পরীক্ষার ফলাফলের তথ্য নিম্নোক্ত ছকে উল্লেখ করা হলোঃ

পরীক্ষার সন	পরীক্ষার নাম	গ্রুপ	মোট শিক্ষার্থী	মোট পরীক্ষার্থী	উত্তীর্ণ ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা			
					১ম	২য়	৩য়	মোট
২০১০	ডিগ্রী	বি.এ	২৫	২২				২০
২০১০	ডিগ্রী	বি.বি.এস	০৮	০৮				০৮
২০১১	ডিগ্রী	বি.এ	২৮	২২	-	১৫	০২	১৭
২০১১	ডিগ্রী	বি.বি.এস	১২	০৬	-	০৪	-	০৪
২০১২	ডিগ্রী	বি.এ	৩৪	১৮	০১	১৪	০২	১৭
২০১২	ডিগ্রী	বি.বি.এস	১৫	১০	-	০৬	০১	০৭

স্নাতক শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের উন্নত করে স্নাতক পরীক্ষার ফলাফলের মান উন্নয়ন করতে হবে।

(ঘ) পাঠাগার, পুস্তক ও পাঠাভ্যাস সংক্রান্ত তথ্য ও মন্তব্য ঃ

(১) আলাদা পাঠাগার নেই। ৩৫০০ খানা বই রক্ষিত আছে। শিক্ষার্থীর তুলনায় বইয়ের সংখ্যা কম। অবিলম্বে একটি পৃথক পাঠাগারের ব্যবস্থাসহ বইয়ের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করতে হবে। প্রতি বছরই কিছু কিছু শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, বিনোদন মূলক ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বই ক্রয়/সংগ্রহ করে বইয়ের সম্ভার আরো বৃদ্ধি করতে হবে।

(২) শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিয়মিতভাবে পুস্তক ইস্যুর মাধ্যমে পাঠাভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

(ঙ) বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি সংক্রান্ত তথ্য ও মন্তব্যঃ প্রতিষ্ঠানটিতে বিজ্ঞান বিভাগ চালু আছে। প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানাগার ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও দ্রব্যাদির সংস্থান আছে। বিজ্ঞান বিষয়ে নিয়মিতভাবে ব্যবহারিক ক্লাস অনুষ্ঠান করতে হবে।

(চ) সহপাঠ কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য ও মন্তব্য ঃ সহপাঠ কার্যক্রম চালু আছে। শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে বার্ষিক ম্যাগাজিন, দেয়াল পত্রিকা ইত্যাদি প্রকাশে গুরুত্বারোপ করতে হবে। শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য খেলাধুলা, সাংস্কৃতিকচর্চা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে। জাতীয় দিবস যেমন স্বাধীনতা দিবস, শহীদ দিবস (আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস), জাতীয় শোক দিবস ও বিজয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. আর্থিক মন্তব্য ও সুপারিশ ঃ

ক) আয়-ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য ও মন্তব্য ঃ

(১) প্রতিবছর আয় ও ব্যয়ের উপর ভিত্তি করে বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন করতে হবে। আয়সমূহ ব্যাংকে জমা করা হয়। সমস্ত আয় ও ব্যয়ের কার্যক্রম ব্যাংকের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে। কোন অবস্থায়ই হাতে অর্থ রেখে নগদে ব্যয় করা যাবেনা।

(২) প্রতি ৩ মাস অন্তর অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিটি গঠন করে নিয়মিতভাবে যাবতীয় আয় ও ব্যয়ের হিসাব যাচাই করে খাতওয়ারী টাকার পরিমাণ উল্লেখ করে প্রতিবেদন কমিটির সভায় উপস্থাপন করতে হবে। পর্যায়ক্রমে সকল শিক্ষককে এ কমিটির অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

(৩) ব্যয়ের ভাউচারসমূহ গার্ড ফাইলে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

(৪) আয় ও ব্যয় তাৎক্ষণিকভাবে ক্যাশ বহিতে এন্ট্রিসহ আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠান প্রধানকে ক্যাশ বহিতে অনুস্বাক্ষর করতে হবে এবং ক্যাশ বহি সবসময় আপ-টু-ডেট রাখতে হবে।

(৫) ক্রয় কমিটি গঠন করে কমিটির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সকল প্রকার ক্রয় সম্পন্ন করতে হবে। ক্রয়কৃত মালামাল অবশ্যই যথাসময়ে স্টক রেজিস্টারে তালিকাভুক্ত করতে হবে।

(৬) পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের খাতওয়ারী আয় ও ব্যয়ের হিসাব নিম্নরূপঃ

২০১৪-২০১৫

আয়		ব্যয়	
খাতের নাম	টাকার পরিমাণ	খাতের নাম	টাকার পরিমাণ
সরকারি		সরকারি	
বেতন বোনাস বাবদ	১০৯৮২৩৯১.০০	বেতন বাবদ	১০৯৮২৩৯১.০০
বেসরকারি		বেসরকারি	
মোট আয়	১৮৪২৩৯২৮.৭৬	মোট ব্যয়	১৭৬৬৮৭০২.৯৯
বিগত বছরের উদ্বৃত্ত	৫৮২০৭৯০.৪৬	বর্তমান বছরের উদ্বৃত্ত	৬৫৭৬০১৬.২৩
সর্বমোট	**৩৫২২৭৯১০.২২**	**সর্বমোট**	**৩৫২২৭৯১০.২২**

(খ) তহবিল সংক্রান্ত তথ্য ও মন্তব্য ঃ

(১) সংরক্ষিত তহবিলে ২,৮৮,৭২১/- টাকা জমা আছে। সংরক্ষিত তহবিলে কাম্য পরিমাণ টাকা জমা আছে। সংরক্ষিত তহবিলে সবসময় কাম্য পরিমাণ টাকা জমা রাখতে হবে।

(২) সাধারণ তহবিলে ৭৪,৭৪,৪৮৩/৭৩ টাকা জমা আছে। সাধারণ তহবিলে কাম্য পরিমাণ টাকা জমা অছে। সাধারণ তহবিলে সবসময় কাম্য পরিমাণ টাকা জমা রাখতে হবে।

(৩) শিক্ষক-কর্মচারীদের নামে ভবিষ্য তহবিল চালু আছে। ভবিষ্য তহবিলে নিয়মিতভাবে টাকা জমা রাখতে হবে।

৫. বিগত পরিদর্শন ঃ প্রতিষ্ঠানটি অত্র অধিদপ্তর কর্তৃক বিগত ০৩/১১/০৯, ০৪/১১/০৯ ও ০৫/১১/০৯ তারিখে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা করা হয়। বিগত পরির্শন প্রতিবেদনের অবাস্তবায়িত সুপারিশের বিষয়ে নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

১) প্রাপ্য হওয়ার পূর্বে উচ্চতর স্কেল গ্রহণ করায় নিম্নোক্ত শিক্ষক ও কর্মচারীগণের নামে পার্শ্বে বর্ণিত টাকা ফেরতের সুপারিশ ছিলঃ

ক্রমিক	নাম ও পদবী	ফেরতযোগ্য টাকা	মন্তব্য
১।	জনাব বেগম ফাতেমা ফেরদৌস, সহঃ অধ্যাপক	৪৭,৯৫০/-	
২।	মিসেস শিরিন আক্তার, সহঃ অধ্যাপক	৪৭,৯৫০/-	
৩।	জনাব সৈয়দা কানিজ ফাতেমা, সহঃ অধ্যাপক	৪৭,৯৫০/-	
৪।	জনাব গুলশান আরা, সহঃ অধ্যাপক	৪৭,৯৫০/-	
৫।	জনাব মোঃ ফকরুল ইসলাম, সহঃ অধ্যাপক	৪৭,৯৫০/-	
৬।	জনাব আরাফাত বানু, সহঃ অধ্যাপক	৪৭,৯৫০/-	
৭।	জনাব লুৎফুন্নেসা, সহঃ অধ্যাপক	৪৭,৯৫০/-	
৮।	জনাব মোঃ আবদুস সালাম, সহঃ অধ্যাপক	৪৭,৯৫০/-	
৯।	জনাব আমেনা বেগম, প্রভাষক	১৫,৯২৫/-	
১০।	জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা, প্রভাষক	১৫,৯২৫/-	
১১।	জনাব ইসমত জাহান শ্যামা, প্রভাষক	১৫,৯২৫/-	
১২।	জনাব মোঃ আবুল বাশার, সহঃ অধ্যাপক	৩,৬৭৫/-	
১৩।	জনাব রোকসানা লাইজু, প্রভাষক	৩,৬৭৫/-	
১৪।	জনাব মোঃ আফসার হোসেন, প্রভাষক	৩,৬৭৫/-	
১৫।	জনাব খাদিজা ইয়াসমিন, প্রভাষক	৬,০৪৫/-	
১৬।	জনাব কোহিনুর খাতুন, প্রভাষক	১০,৬৯৫/-	
১৭।	জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম, ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী	১,৪৬৯/-	
১৮।	জনাব মোঃ শুক্কুর আলী, ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী	১,৪৬৯/-	
১৯।	জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক, ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী	১,৪৬৯/-	
২০।	জনাব পারুল আক্তার, ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী	১,৪৬৯/-	
২১।	জনাব দুখু মিয়া, ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী	১,৪৬৯/-	

২) গ্রন্থাগারিক জনাব শ্যামা নাসরিন এর ৩৯,৫১৬/- টাকা ফেরতের সুপারিশ।
৩) পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলের মান উন্নয়নের সুপারিশ ছিল।
৪) ডিমান্ড ও রিসিপ্ট রেজিস্টার, সাবসিডিয়ারী রেজিস্টার, চালুর সুপারিশ ।
৫) সমাজকল্যাণ বিষয়ের ১ জন অতিরিক্ত প্রভাষকের ০১/০৪/০১ হতে ২৯/০৪/০৩ পর্যন্ত মোট ১,০৫,৮৪১/৬৭ টাকা এবং প্যাটার্ন অতিরিক্ত ০১ জন প্রদর্শকের ৯১,৩২৩/৬৭ টাকা ফেরতের সুপারিশ ছিল।

৬. বিবিধঃ ১) মামলা ঃ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বা বিপক্ষে আলাদালতে মামলা চালু থাকার তথ্য প্রদান করা হয়নি।

২) ইভটিজিংঃ ইভটিজিং একটি সামাজিক ব্যাধি। এর কুফল সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতনতা বৃদ্ধিসহ ইভটিজিং প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

৩) শিক্ষানীতির বাস্তবায়নঃ ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে শিক্ষার ভূমিকা অনস্বীকার্য। আধুনিক ও বাস্তব সম্মত বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা লাভের জন্য প্রণীত শিক্ষানীতির সফল বাস্তবায়নে শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষার্থীসহ সবাইকে আরো যত্নবান হতে হবে।

০৩/২/১৬
(মোঃ ফরিদ উদ্দিন)
অডিট অফিসার
পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর
শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

০১/০২/১৬
(মোঃ আব্দুস সালাম)
শিক্ষা পরিদর্শক
পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর
শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-শিম/শাঃ৫/প্রতিবেদন-০২/২০১২/১৩৫, তারিখ ঃ ১৭/০৪/২০১২ মোতাবেক প্রতিবেদন প্রপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে নিম্নবর্ণিত ছকে ব্রডশীট জবাব দাখিল করতে হবে। যথাযথ কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ জেলা শিক্ষা অফিসার (নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও দাখিল স্ত্ররের ক্ষেত্রে)/সভাপতি, গভর্ণিং বডি (কলেজ, আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসার ক্ষেত্রে) এর মাধ্যমে মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা এর বরাবরে ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করতে হবে।

ব্রডশীট জবাব

১। প্রতিষ্ঠনের নাম ও ঠিকানা ঃ

....।

২। পরিদর্শনের তারিখ ঃ

....।

ক্রমিক নং	পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের আপত্তিসমূহ	প্রতিষ্ঠান প্রধানের জবাব	জেলা শিক্ষা অফিসার/সভাপতির মন্তব্য	মহাপরিচালকের মন্তব্য	মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত
১	২	৩	৪	৫	৬

Directorate of Local & Revenue Audit Report

স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর
অডিট কমপ্লেক্স(৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা)
সেগুন বাগিচা,ঢাকা-১০০০।

স্মারক নংএলএএস-১/সেসিপ/সিএজি/অডিট/এডিবি/ ৪ /০৩/২০১৭খ্রি. তারিখঃ ২৯/৩/২০১৭

বরাবর,

অধ্যক্ষ,

ইবরাহিম খান মেমোরিয়াল গার্লস কলেজ
ঢাকা।

বিষয়ঃ ২০১৫-১৬ অর্থ বৎসরের নিরীক্ষা পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসংগে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে আপনার সদয় দৃষ্টি আকর্ষন করা যাচ্ছে।

সম্প্রতি আপনাদের প্রতিষ্ঠানের ২০১৫-১৬ সনের হিসাব নিরীক্ষা কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পাদিত হয়েছে উক্ত নিরীক্ষার উপর প্রনীত নিরীক্ষা পরিদর্শন প্রতিবেদন এতদ্‌সংগে প্রেরন করা হলো। আগামী ৬(ছয়) সাপ্তাহের মধ্যে উল্লেখিত আপত্তির বিষয়ে ব্রডশীট জবাব প্রেরনের জন্য আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

২৯/৩/২০১৭

(মোঃ আসলাম হোসেন
তালকদার)
অডিট এন্ড একাউন্স অফিসার
স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট
অধিদপ্তর,ঢাকা-১০০০।

স্মারক নংএলএএস-১/সেসিপ/সিএজি/অডিট/এডিবি/ /০৩/২০১৭খ্রি. তারিখঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রেরিত হলো-

১। উপ-পরিচালক,এলএএস সেক্টর,স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর ,ঢাকা।
২। অফিস নথি।

(মোঃ আসলাম হোসেন
তালকদার)
অডিট এন্ড একাউন্স অফিসার
স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট
অধিদপ্তর,ঢাকা-১০০০।

অনু নংঃ	০১.	
শিরোনামঃ		মৃত্যুবরন করা সত্বেও এমপিও বন্ধ না করায় সরকারের ৬,১১,৭৯১/- টাকা অলস মানিতে রুপান্তকরা।
বিবরণঃ		অধ্যক্ষ, হযরত শাহ আলী মহিলা কলেজ,ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৫-১৬ সনের হিসাব স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। এমপিও বরাদ্দ এবং বরাদ্দের বিপরীতে বিলের মাধ্যমে উত্তোলনকৃত অর্থের বিল/ভাউচারসহ অন্যান্য রেতর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়। পরিশিষ্ট--তে বনির্ত ব্যক্তি দীর্ঘ দিন পূর্বে মৃত্যুবরন করা সত্বেও তাঁর নামের বিপরীতে এমপিও বরাদ্দ অব্যাহত আছে। প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উক্ত টাকা উত্তোলন না করলেও মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নামে এমপিও বাতিল না করে অদ্যাবধি এমপিও এর মাধ্যমে অর্থ ছাড় করায় ৬,১১,৭৯১/-টাকা অলস মানিতে রুপান্তরিত হয়েছে। পরিশিষ্ট ক দ্রষ্টব্য।
ফলাফলঃ		দায়িত্বে অবহেলার কারনে সরকারি অর্থ আটক।
স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মন্তব্যঃ		এ বিষয়ে মহাপরিচালক মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর,ঢাকা কে এমপিও থেকে নাম কর্তনের জন্য পত্রের মাধ্যমে অবহিত করা হয়েছিল। যা অদ্যাবধি কার্যকর হয়নি।
নিরীক্ষার মন্তব্যঃ		জবাব অন্তবর্তীকালীন বিধায় গ্রহনযোগ্য বলে বিবেচনা করা যায় না।
নিরীক্ষার সুপারিশঃ		অতিসত্বর এমপিও বন্ধকরনসহ অলস মানিতে রুপান্তরিত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে প্রমানক অডিট অফিসে প্রেরণ করা আবশ্যক।

অনু নংঃ	০২.	
শিরোনামঃ		বিল পরিশোধকালে উৎস ভ্যাট কর্তন করে সরকারি কোষাগারে জমা না দেয়ায় সরকার ২৯৬৮৪/- টাকা রাজস্ব প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত।
বিবরন ঃ		অধ্যক্ষ, হযরত শাহ্ আলী মহিলা কলেজ,মিরপুর-১ ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৫-১৬ সনের হিসাব স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। বিভিন্ন খাত সমূহের খরচের বিধি-বিধান ও ব্যয়ের হিসাব বিশ্লেষন করে দেখা যায় যে, মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা ১৯৯১ এর বিধি ১৮ ক এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড,ঢাকার সাধারন আদেশ নং-০৩/মূসক/২০১৪ তারিখঃ ৫/৬/২০১৪ খ্রিঃ ও এস আর ও নং-১২৩/আইন/২০১৫/৭২৯-মূসক তারিখ: ৪/৬/২০১৫খ্রিঃ এর নির্দেশনা অনুযায়ী বিল পরিশোধ কালে উৎসে ভ্যাট কর্তন করে সরকারি কোষাগারে জমা না দেয়ায় সরকার ২৯৬৮৪/- টাকা রাজস্ব প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছে। বিস্তারিত বিবরন পরিশিষ্ট.....০১....তে দ্রষ্টব্য।
ফলাফলঃ		রাজস্ব ক্ষতি।
স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মন্তব্যঃ..		বেসরকারী কলেজে উৎসে ভ্যাট কর্তন বিষয়ে কোন নির্দেশনা শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ছিল না। তবে বর্তমান অর্থ বৎসরে এ বিষয় সিদ্ধান্ত রয়েছে বিধায় গভার্নিং বডির সভায় তা উপস্থাপন পূর্বক অনুমোদন করা হয়েছে। তাই বর্তমান বৎসর থেকে উৎসে ভ্যাট কর্তন পূর্বক জমা করা হবে। তাছাড়া বিগত অর্থ বৎসরের বিষয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পত্র আদিষ্ট হলে পরিশোধের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।
নিরীক্ষার মন্তব্যঃ ।		জবাব অন্তবর্তীকালীন বিধায় গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করা যায় না।
নিরীক্ষার সুপারিশঃ		অতিসত্ত্বর আপত্তিকৃত টাকা ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে প্রমাণক অডিট অফিসে প্রেরণ করা আবশ্যক।

অনুঃ নং ঃ	০৩	
শিরোনাম:		রেভিনিউ ষ্ট্যাম্প না লাগানোয় সরকার ২৪১৯০/- টাকা রাজস্ব প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত।
বিবরণ:		অধ্যক্ষ,হযরত শাহআলী মহিলা কলেজ,ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৫-১৬ সনের হিসাব স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। বিভিন্ন খাত সমূহের খরচের বিধি বিধান ও ব্যয়ের হিসাব বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, শিক্ষক ও কর্মচারীগন ৮০০/- টাকার উপরে বেতন, সম্মানী ইত্যাদি গ্রহনকালে ১০/- টাকা মূল্যের রেভিনিউ ষ্ট্যাম্প লাগান নাই। ফলে সরকার ২৪১৯০/- টাকা রাজস্ব প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট...১৭তে দ্রষ্টব্য।
ফলাফল:		রাজস্ব ক্ষতি
স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মন্তব্য :		যথাযথ কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা পেলে উক্ত অর্থ আদায় করে জমা করতে আমি বদ্ধ পরিকর।
নিরীক্ষার মন্তব্য :		জবাব অন্তর্বর্তীকালীন বিধায় গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করা যায় না।
নিরীক্ষার সুপারিশ :		অতিসত্বর আপত্তিকৃত টাকা ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে প্রমাণক অডিট অফিসে প্রেরণ করা আবশ্যক।

হযরত শাহ আলী মহিলা কলেজ, ঢাকা

অর্থ বছর: ২০২২-২৩

অনু: নং ০১

আপত্তিকৃত: ৫০

নাম ও পদবী	যোগদানের তারিখ	সময়কাল	মাসিক বেতন স্কেল অনুযায়ী উত্তোলিত প্রাপ্য অর্থ	বেতন অনুমোদিত টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
মোঃ নুরুল ইসলাম, প্রভাষক হিসাব বিজ্ঞান	১৬/৭/২০১১	১৬/৭/১১ হতে ফেব্রু:/২৩ পর্যন্ত = ১৩১ মাস ১৫ দিন	৭১৭৬.০০	৪,৯১,৪০৬/৪৪	বেতন বাবদ কম প্রদান
		মার্চ/২৩ হতে ফেব্রু:/২৪ পর্যন্ত = ১২ মাস	৯৯২৮.০০	১,১৯,১৩৬/-	-ঐ-
		জুলাই/২৪ হতে ফেব্রু:/২৫ পর্যন্ত = ৮ মাস	—	~~২৯,৪০০/-~~ ২১,৯৩৬/-	বেতনস্কেল/২৫ এর বকেয়া-
		২০১১ সাল হতে ২০১৬ সাল পর্যন্ত ২৬ বছর প্রতি বছর ২টি হিসেবে মোট ১২টি উৎসব	৪৯০০÷২ = ২৪৫০×১২	২৯,৪০০/-	উৎসবভাতা বাবদ কম প্রদান
				৬,১১,৭৯৭/৪	

[signature]

অনুচ্ছেদ নং: ২
অনিয়মিত: [illegible]

হযরত শাহ্ আলী মহিলা কলেজ

মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬।

অর্থ বৎসর: ২০১৫-২০১৬

উৎসে ভ্যাট কর্তন না করার বিবরণী:

ভাউচার নং ও তারিখ	সাব ভাউচার নং	সরবরাহকারী/বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের নাম	খরচের বিবরণ	পরিশোধিত টাকার পরিমান	উৎসে ভ্যাট কর্তনের হার	সরকারি কোষাগারে জমা যোগ্য ভ্যাটের পরিমান
৪৫৬ / ১৭।২।১৬	১	[illegible] লাইব্রেরী ও স্টেশনারী	[illegible] ক্রয়	৩৯০০/-	৫%	১৯৫/-
	১৭	প্রিন্ট (লেখা) এন্ড [illegible]	আপ্যায়ন	১০০০০/-	৭.৫%	৭৫০/-
৫৭০ / ৬।৩।১৬	৩-৯	বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান	বিভিন্ন খরচ	১৪০০০/-	৫%	৭০০/-
৫৪২ / ১৭।৩।১৬	১-৯	ঐ	ঐ	৪৮০০/-	৫%	২৪০/-
৬৪৮ / ৭।৬।১৬	২-১৬	ঐ	ঐ	১৪৬০৫/-	৫%	৭৩০/-
৬৯০ / ২৭।৬।১৬	২-২৬	ঐ	ঐ	১৫,৯৭৭/-	৫%	৭৯৯/-
৬৯৪ / ২৮।৬।১৬	—	হযরত এন্টারপ্রাইজ	স্টেশনারী	৬৮২০/-	৫%	৩৪১/-
"	—	[illegible] মনিহারি	মনিহারি	৪৯৪২/-	৫%	২৪৭/-
৬০৭ / [illegible]	৬	[illegible] স্টেশনারী	স্টেশনারী	৬৭০০/-	৫%	৩৩৫/-
৬৩৫ / [illegible]	২	ঐ	"	৭৭০০/-	৫%	৩৮৫/-
"	১০-১৮	[illegible]	মনিহারি	১০,২৪৫/-	৫%	৫১২/-
৩২৪ / ২৬।১।১৫	১	[illegible] স্টেশনারী	[illegible] ক্রয়	৬৩০০/-	৫%	৩১৫/-

৪৮৫৯/-

হযরত শাহ্ আলী মহিলা কলেজ

মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬।

অর্থ বৎসর: ২০১৫-২০১৬

ভাউচার নং ও তারিখ	সাব ভাউচার নং	সরবরাহকারী/বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের নাম	খরচের বিবরণ	পরিশোধিত টাকার পরিমান	উৎসে ভ্যাট কর্তনের হার	সরকারি কোষাগারে জমা যোগ্য ভ্যাটের পরিমান
৩২৪/১৫ ২৪/৭/১৫	১	ইমপ্যাক্ট ইলেক্ট্রো এন্টারপ্রাইজ	মালামাল ক্রয়	৬০০০/-	৫%	৩০০/-
	২	সিটি মিল্লাত ইলেকট্রিক	ইলেকট্রিক	৫৫৪৭/-	৫%	২৭৭/-
৩৮৬ ৮/১০/১৫	২	শাহ আলী পেপার হাউজ এন্ড স্টেশনারী	স্টেশনারী —	৬৮৭০/-	৫%	৩৪৪/-
২০৫ ১১/১১/১৫	১	— ঐ —	— ঐ —	১০০৩/-	৫%	৫০/-
২২৬ ৩/১২/১৫	২	রানা কেবলস এন্ড স্টেশনারী	মালামাল ক্রয়	৯৭৫০/-	৫%	৪৮৮/-
"	১৬	সিটি মিল্লাত ইলেকট্রিক	ইলেকট্রিক	১১৯১৭/-	৫%	৫৯৬/-
"	৩	অনলাইন এন্টারপ্রাইজ	প্রশ্নপত্র ছাপার	৩৮৮০/-	৫%	১৯৪/-
"	৪	"	"	১০০০/-	৫%	৫০/-
২৬৫ ১৩/১/১৬	৪	রানা কেবলস এন্ড স্টেশনারী	মালামাল ক্রয়	৩২৫০/-	৫%	১৬৩/-
"	৫	"	"	২৫০০/-	৫%	১২৫/-
"	১৪-২২	ডিজিটাল ইলেকট্রনিক	ইলেকট্রিক	৯৩৪২/-	৫%	৪৬৭/-

৩০৪৯/-

হযরত শাহ্ আলী মহিলা কলেজ

মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬।

অর্থ বৎসর: ২০১৫-২০১৬

ভাউচার নং ও তারিখ	সাব ভাউচার নং	সরবরাহকারী/বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের নাম	খরচের বিবরণ	পরিশোধিত টাকার পরিমান	উৎসে ভ্যাট কর্তনের হার	সরকারি কোষাগারে জমা যোগ্য ভ্যাটের পরিমান
৪২২ / ১১/২/১৬	১-২	প্রিন্স সুইটস এন্ড বেকারী	আপ্যায়ন খরচ	৩৭০/-	৭.৫%	২৮/-
৪৬৩ / ১৫/২/১৬	১	-ঐ-	-ঐ-	৩৪০/-	৭.৫%	২৬/-
৪৬৪ / ১৫/২/১৬	১	সমসের ভেন্ডার	-ঐ-	৭০০/-	৭.৫%	৫৩/-
৪৬৭ / ১৫/২/১৬	১-২	প্রিন্স সুইটস এন্ড বেকারি, ঢাকা মুসলিম সুইটস এন্ড বেকারী	-ঐ-	২৩৫/-	৭.৫%	১৮/-
৪৪৮,৪৫০ / ১৫/২/১৬	১	সাগর ভেন্ডার	-ঐ-	৩০০/-	৭.৫%	২৩/-
৪৬০,৪৬২ / ১৭/২/১৬	১	রসের ভেন্ডার-৩	-ঐ-	৩৬০/-	৭.৫%	২৭/-
৪৭০ / ১৭/২/১৬	১	প্রিন্স সুইটস এন্ড বেকারী	-ঐ-	২৯০/-	৭.৫%	২২/-
৪৭৩ / ২৪/২/১৬	১-৫	কাফি ভ্যারাইটিজ স্টোর, মো: জামাল এন্টারপ্রাইজ, কাফি জেনারেল স্টোর, মোস্তফা এন্টারপ্রাইজ	-ঐ-	১,৬২৫/-	৭.৫%	১২২/-
৪৭৪ / ২৪/২/১৬	১	সমসের ভেন্ডার	-ঐ-	২০০/-	৭.৫%	১৫/-
৪৬০ / ১৫/২/১৬	১	-ঐ-	-ঐ-	৯০০/-	৭.৫%	৬৮/-
৪২৮ / ১৫/২/১৬	১	মো: হযরত এন্টারপ্রাইজ	[illegible]	৪৬০/-	৫%	২৩/-
৪৬৮ / ১৫/২/১৬	১	মা-প্রিয়া প্রিন্টার্স	[illegible]	২৪৫/-	৫%	১২/-
৪৬৭ / ১৭/২/১৬	১	কাজী অফসেট কলেজ লাইব্রেরী এন্ড ফটোস্ট্যাট	[illegible]	৭২০/-	৫%	৩৬/-

৪৭৩/-

হযরত শাহ্ আলী মহিলা কলেজ

মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬।

অর্থ বৎসরঃ ২০১৫-২০১৬

ভাউচার নং ও তারিখ	সাব ভাউচার নং	সরবরাহকারী/বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের নাম	খরচের বিবরণ	পরিশোধিত টাকার পরিমান	উৎসে ভ্যাট কর্তনের হার	সরকারি কোষাগারে জমা যোগ্য ভ্যাটের পরিমান
৪৪৪ / ১৫/২/১৬	১	মেডিরোলেক্স মার্চেন্ডাইজিং লিমিটেড	অফিসের মটর মেরামত	৯৮০/-	৫%	৪৯/-
৪৭১/ক / ২১/২/১৬		প্রিন্স হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট	মাতৃভাষা ও শহীদ দিবস উদযাপন	১,৯০০/-	৭.৫%	৮৩/-
		মোজাফফর সরকার ও সবুজে ইলিশা রেস্টুরেন্ট	— ঐ —	১,৪৯৫/-	৭.৫%	১১২/-
		প্রিন্স সুইটমিট এন্ড বেকারী	— ঐ —	৪,৪০০/-	৭.৫%	৩৩০/-
		সততা মিষ্টান্ন ভান্ডার	— ঐ —	৩০০/-	৭.৫%	২৩/-
		সাদাত ডেকোরেটর ভাই ভাই হার্ড-ওয়্যার স্টোর	— ঐ — স্টেশনারী ক্রয়	১,৩৯০/-	৫%	৭০/-
		রিনা ইলেকট্রিক এন্ড সার্ভিসিং	সাউন্ড সেট ভাড়া	৩,৫০০/-	১৫%	৫২৫/-
		শাহ্ আলম ডেকোরেটর	ডেকোরেশন ভাড়া	২,৯০০/-	১৫%	৪৩৫/-
৩১৮ / ১৭/১২/১৫	১-২	নিউ সাগর ও ভাই ভাই রেস্টুরেন্ট, প্রিন্স সুইটমিট এন্ড বেকারী	উচ্চ মাধ্যমিক ফরম পূরণ আপ্যায়ন	১,৪৭০/-	৭.৫%	১১০/-
৩১৯ / ১৯/১২/১৫	১	[illegible]	উচ্চ মাধ্যমিক ও অনার্স ১ম বর্ষ ফরম পূরণ আপ্যায়ন	১,২৯৫/-	৭.৫%	৯৭/-
৩২০ / ২০/১২/১৫	১	মোজাফফর সরকার ও সবুজে ইলিশা রেস্টুরেন্ট	— ঐ —	১,৩৭০/-	৭.৫%	১০৩/-
৩২৬ / ২৭/১২/১৫	১	— ঐ —	উচ্চ মাধ্যমিক ফরম পূরণ আপ্যায়ন	১,১৮৫/-	৭.৫%	৮৯/-

২০২৬/-

হযরত শাহ্ আলী মহিলা কলেজ

মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬।

অর্থ বৎসর: ২০১৫-২০১৬

ভাউচার নং ও তারিখ	সাব ভাউচার নং	সরবরাহকারী/বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের নাম	খরচের বিবরণ	পরিশোধিত টাকার পরিমান	উৎসে ভ্যাট কর্তনের হার	সরকারি কোষাগারে জমা যোগ্য ভ্যাটের পরিমান
৩৬০ ২৮/১২/১৫	১	কিরন প্রিন্টিং	উচ্চ মাধ্যমিক ফরম পূরণকারীদের আপ্যায়ন	১,৫৬০/-	৭.৫%	১১৭/-
৩৬৫ ৩১/১২/১৫	১	সততা ভেরাইটিজ	— ঐ —	৬০০/-	৭.৫%	৪৫/-
৩৯২ ১৩/১২/১৫	১-২	প্রিন্স হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট নিউ মিয়ামার হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট	ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি প্রতিযোগিতায় আপ্যায়ন	১,০৯৬/-	৭.৫%	৮২/-
৩১৬ ১৪/১২/১৫	১	সততা ভেরাইটিজ	জাতীয় বুদ্ধিজীবি দিবসে আপ্যায়ন	১,৪৫০/-	৭.৫%	১০৯/-
২৪০ ৮/১১/১৫	১-২	প্রিন্স সুইটস এন্ড বেকারী সততা ভেরাইটিজ	পরিদর্শক মহোদয় আগমন আপ্যায়ন	৫১০/-	৭.৫%	৩৮/-
২৬২ ১৫/১১/১৫	১-৬	প্রিন্স হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট প্রথম রেস্তোরাঁ মারিয়া সুইটস হাসিম স্টোর্স	[illegible] প্রতি সদস্য আপ্যায়ন	৫,৫৩৭/-	৭.৫%	৪১৫/-
২৬৭ ২২/১১/১৫	১	সততা ভেরাইটিজ	অনার্স ১ম বর্ষ প্রতি আপ্যায়ন খরচ	৩৫০/-	৭.৫%	২৬/-
২৬৯ ২৩/১১/১৫	১	কিরন প্রিন্টিং	আপ্যায়ন খরচ	৩৩০/-	৭.৫%	২৫/-
২২৭ ২/১১/১৫	১-২	মামুন ইলেকট্রিক মিরপুর এন্ড কম্পিউটার হক কম্পিউটার এন্ড ফটোস্ট্যাট	১টি পেন ড্রাইভ ও কম্পিউটারের টোনার ক্রয়	২,০৫০/-	৫%	১০৩/-
২৫৩ ১১/১০/১৫	১	বিসমিল্লাহ স্টেশনারি	কাগজ ক্রয়	১,১৪৫/-	৫%	৫৭/-
২৫৬ ১১/১১/১৫	১	হযরত শাহ আলী কলেজ লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী	স্টেশনারী ক্রয়	৩০৫/-	৫%	১৫/-
						১০৩০/-

হযরত শাহ্ আলী মহিলা কলেজ

মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬।

অর্থ বৎসর: ২০১৫-২০১৬

ভাউচার নং ও তারিখ	সাব ভাউচার নং	সরবরাহকারী/বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের নাম	খরচের বিবরণ	পরিশোধিত টাকার পরিমান	উৎসে ভ্যাট কর্তনের হার	সরকারি কোষাগারে জমা যোগ্য ভ্যাটের পরিমান
২৬১ / ১৪/১১/১৫	১	শাহ আলী কলেজ লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী	বোর্ড সার্টিফিকেট রেজিস্টার ক্রয়	১৫০০/-	৫%	৭৫/-
২৭৫ / ২৮/১১/১৫	১	মো: হযরত এন্টারপ্রাইজ	কাগজপত্র ক্রয়	১,১১০/-	৫%	৫৬/-
২৯২ / ১৬/১০/১৫	১	টিএসসি মুসলিম সুইটমিট এন্ড বেকারী	আপ্যায়ন খরচ	৪২০/-	৭.৫%	৩২/-
২২৯ / ৩১/১০/১৫	১	ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড	অডিটরের আপ্যায়ন	১,২৬০/-	৭.৫%	৯৫/-
২০০ / ১০/১০/১৫	১	শাহ আলী কলেজ লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী	কাগজপত্র ক্রয়	১,৬১৫/-	৫%	৮১/-
২০২ / ১১/১০/১৫	১	নকশা আর্ট	১টি ডিজিটাল ব্যানার তৈরী	১,৫০০/-	১৫%	২২৫/-
৩৪ / ১৫/৭/১৫	১	দৈনিক ইত্তেফাক	ভর্তি বিজ্ঞপ্তি	১২,৪৮০/-	১৫%	১৮৭২/-
১৬ / [illegible]/৭/১৫	১	সাগর রেস্টুরেন্ট	১৫-১৬ উচ্চ মাধ্যমিকের ভর্তির আপ্যায়ন খরচ	১,৩০০/-	৭.৫%	৯৮/-
২৪ / ১০/৭/১৫	১	-ঐ-	-ঐ- আপ্যায়ন	৯০০/-	৭.৫%	৬৮/-
৪৪ / ২৮/৭/১৫	১	ফারহান ইলেকট্রিক	ইলেকট্রিক মালামাল ক্রয়	১,০২০/-	৫%	৫১/-
২০ / ৮/৭/১৫	১	শাহ আলী কলেজ লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী	স্টেশনারী মালামাল ক্রয়	১,১২৫/-	৫%	৫৬/-

২৭০৯/-

হযরত শাহ্ আলী মহিলা কলেজ
মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬।
অর্থ বৎসর: ২০১৫....--২০১৬....

ভাউচার নং ও তারিখ	সাব ভাউচার নং	সরবরাহকারী/বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের নাম	খরচের বিবরণ	পরিশোধিত টাকার পরিমান	উৎসে ভ্যাট কর্তনের হার	সরকারি কোষাগারে জমা যোগ্য ভ্যাটের পরিমান
৪০৩ ০১/১/২০১৬	৩।	Paradise tiles & Sanitary	টাইলস ক্রয়	১০,২৪০/-	৫%	৫১২/-
	৬।	আলহাজ্ব ট্রেডার্স	সিমেন্ট ও ইট ক্রয়	২৫০০/-	৫%	১২৫/-
	১০।	কে আর্ট	গেটের হাইলেভেল সাইনবোর্ড তৈরী	৩০,০০০/-	৫%	১৫০০/-
	৪২।	বিসমিল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ	লাইব্রেরির স্ট্যান্ড তৈরী	৩,১২০/-	৫%	১৫৬/-
৩৫৫-৩৫৭ ৭২.১৬-২৯.১.১৬	—	—	আপ্যায়ন খরচ	২১১০/-	৭.৫%	১৫৮/-
৩৯৪ ২৬/১/১৬	২০ ২৬/১/১৬	বিনয় ইলেকট্রিক এন্ড সার্ভিস	সাউন্ড সিস্টেম ভাড়া	১২,০০০/-	১৫%	১৮৭৫/-
	৬২ ২৫/১/১৬	অভিজিৎ ট্রেডলাইন	[illegible]	১১,৪০০/-	১৫%	১৭১০/-
	৮২ ২৪/১/১৬	Monno Ceramics	~~[illegible]~~ মগ	১১,৩২০/-	৫%	৫৬৬/-
	৮৩ "	ঢাকা প্রিন্টার্স [illegible]	[illegible]	১,৮০০/-	৫%	৯০/-
৫৫৮ ২০/৩/১৬	১ ২০/৩/১৬	মুসলিম সুইটস এন্ড বেকারী	আপ্যায়ন	১৬,৪১৬/-	৭.৫%	১২৩১/-
	৪ "	স্মার্ট কম্পিউটার্স এন্ড স্টেশনারি	প্রিন্টার [illegible] ক্রয়	৫৫২০/-	৫%	২৭৬/-
৫৩৪ ১৩/৩/১৬	—	নিউ ভাই ভাই [illegible]	[illegible] ক্রয়	১,৪০০/-	১৫%	২১০/-
৯৫৯ ২৯/৩/১৬	—	শাহ আলম ডেকোরেটর	ডেকোরেশন	৪৭,৫০০/-	১৫%	৭১২৫/-

যোগফল = ৪৮৫৩ + ৬০৪৩ + ৪৭৬ + ২০২৬ + ৯০৬০ = ১৫,৫৩৮/-
+ ২৭০৩ + ৭৫৫৮
= ২২৬৮৪/-

হযরত শাহ আলী মহিলা কলেজ
মিরপুর, ঢাকা। অনু: নং: ৩
অর্থবছর: ২০১৮-১৯ কাগজিদের: [illegible]

মাসের নাম	পত্রের বিবরণ	শিক্ষার্থী ও পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	রেভিনিউ স্ট্যাম্পের মূল্য (প্রতিটি)	আদায়যোগ্য রেভিনিউ স্ট্যাম্প মূল্য	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	
জুলাই/১৮	জুনিয়র সনদের রেজিঃ	৪৩ জন	১০/-	৪৩০/-	চা.নং-১৩ / ৩/৭/১৮
"	"	১৬ "	১০/-	১৬০/-	১৪ / ৩/৭/১৮
"	ডিগ্রি-১ম বর্ষ রেজি/১৮	৪৮ "	১০/-	৪৮০/-	১৩ / ৩/৭/১৮
"	"	১৬ "	১০/-	১৬০/-	১৪ / ৩/৭/১৮
"	জুনিয়র সনদের সাময়িক রেজিঃ	৫২ "	১০/-	৫২০/-	৩৯ / ১১/৭/১৮
"	"	৫২ "	১০/-	৫২০/-	"
"	"	২ "	১০/-	২০/-	৪০ / ১১/৭/১৮
~~আগস্ট/১৮~~ সেপ্টেম্বর/১৮	আগস্ট/১৮ (সাময়িক সনদ)	৫২ "	১০/-	৫২০/-	১৪৩ / ৯/৯/১৮
"	ডিগ্রি-১ম বর্ষ রেজিঃ	৫২ "	১০/-	৫২০/-	১৪০ / ৯/৯/১৮
ফেব্রুয়ারি/১৯	মাধ্যমিক সার্টিফিকেট	২২ "	১০/-	২২০/-	৪৮৮ / ৯/২/১৯
মার্চ/১৯	"	২৪ "	১০/-	২৪০/-	৫৩০ / ১০/৩/১৯
জুন/১৯	"	৬৭ "	১০/-	৬৭০/-	৭০৩/১৯ / ২৭/৬/১৯
"	"	৬৭ "	১০/-	৬৭০/-	৭০৪ / ২৭/৬/১৯
ডিসেম্বর/১৮	"	১৫ "	১০/-	১৫০/-	৩০৭ / ১১/১২/১৮
"	"	৩৩ "	১০/-	৩৩০/-	৩২৪ / ২৩/১২/১৮
"	"	৬৪ "	১০/-	৬৪০/-	৩৩১ / ২৪/১২/১৮
"	"	৬৬ "	১০/-	৬৬০/-	-ঐ-

ফেব্রু/১৮	আন্তঃশ্রেণীর ক্রীড়া	৬৮ জন	১০/-	৬৮০/-	
মে/১৮	"	২৫ "	১০/-	২৫০/-	
"	"	৩২ "	১০/-	৩২০/-	
জুলাই/১৮	"	৬৪ "	১০/-	৬৪০/-	
"	বেসরকারী বেতন	৪৮ "	১০/-	৪৮০/-	
		১৬ "	১০/-	১৬০/-	
"	সরকারী বেতন	৫৩ "	১০/-	৫৩০/-	
		২ "	১০/-	২০/-	
আগস্ট/১৮	বেসরকারী বেতন	৪৮ "	১০/-	৪৮০/-	
	"	১৬ "	১০/-	১৬০/-	
"	সরকারী বেতন	৫৩ "	১০/-	৫৩০/-	
		২ "	১০/-	২০/-	
সেপ্টেম্বর/১৮	বেসরকারী বেতন	৪৮ "	১০/-	৪৮০/-	
	"	১৬ "	১০/-	১৬০/-	
"	সরকারী বেতন	৫২ "	১০/-	৫২০/-	
	"	২ "	১০/-	২০/-	
অক্টোবর/১৮	বেসরকারী বেতন	৪৮ "	১০/-	৪৮০/-	
	"	১৬ "	১০/-	১৬০/-	
"	সরকারী বেতন	৫২ "	১০/-	৫২০/-	
	"	২ "	১০/-	২০/-	
				৬,৬৩০/-	

নভেম্বর/২০২৫	বেসরকারী বেতন	৪৮ জন	১০/-	৪৮০/-	
	"	১৬ "	১০/-	১৬০/-	
"	সরকারি অংশ	৫২ "	১০/-	৫২০/-	
		২ "	১০/-	২০/-	
ডিসেম্বর/২০২৫	বেসরকারী বেতন	৪৮ "	১০/-	৪৮০/=	
	"	১৬ "	১০/-	১৬০/=	
	সরকারী বেতন	৫২ "	১০/-	৫২০/-	
	"	২ "	১০/-	২০/-	
জানুয়ারী/২০২৬	বেসরকারী বেতন	৪৮ "	১০/-	৪৮০/=	
		১৬ "	১০/-	১৬০/=	
	সরকারী বেতন	৫২ "	১০/-	৫২০/-	
		২ "	১০/-	২০/-	
ফেব্রুয়ারী/২০২৬	বেসরকারী বেতন	৫৩ "	১০/-	৫৩০/-	
		১৬ "	১০/-	১৬০/-	
"	সরকারী বেতন	৫২ "	১০/-	৫২০/-	
		২ "	১০/-	২০/-	
মার্চ/২০২৬	বেসরকারী বেতন	৫৩ "	১০/-	৫৩০/-	
		১৬ "	১০/-	১৬০/-	
	সরকারী বেতন	৫২ "	১০/-	৫২০/-	
		২ "	১০/-	২০/-	
এপ্রিল/২০২৬	বেসরকারী বেতন	৪২ "	১০/-	৪২০/-	
	"	১৬ "	১০/-	১৬০/-	
		৬ "	১০/-	৬০/-	
	সরকারী বেতন	৫২ "	১০/-	৫২০/-	
		২ "	১০/-	২০/=	
				৭.১৪০/=	

১	২	৩	৪	৫	৬
		২+২+২+২+২+২=			
			৯০/=	৯২০/-	
মে/২০২৩	বাবুর্চি বেতন	১২জন		৫৯০/-	
	হেফজখানী বেতন	৫১ "	৯০/=	২৬৮০/-	
		২৬ "	৭০/-		
				৫২০/-	
	সাহায্যী বেতন	৫২ "	৭০/-	৬০০/=	
	মক্তব বেতন	৩০ "	৭০/-		
				৫৯০/-	
জুন/২০২৩	হেফজখানী-বেতন	৫২ "	৯০/-	২৬৮০/-	
		২৬ "	৭০/-		
	সাহায্যী-বেতন	৫২ "	৭০/-	৫২০/-	
				৫৯০/-	
"	নিচ-উলা-মিশকাত/দাওরা	৫৩ "	৯০/-	২৬৮০/-	
		২৬ "	৭০/-		
				৬,৪৭০/-	
				২৪,১৯০/-	

চন্দ্রনাথ ডিগ্রি কলেজ, নেত্রকোনা
অর্থবৎসর: ২০১৫-১৬

অনু: নং ৯
পরিশিষ্ট 'ক'

অর্থ বৎসর: ২০১.৫...--২০১.৬...

ভাউচার নং ও তারিখ	সাব ভাউচার নং	সরবরাহকারী/বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের নাম	খরচের বিবরণ	পরিশোধিত টাকার পরিমান	উৎসে ভ্যাট কর্তনের হার	সরকারি কোষাগারে জমা যোগ্য ভ্যাটের পরিমান
জানু:/১৬	৩৬টি ভাউচার	সাদা কাগজ ও	অন্যান্য	৭৬৫৬/-	৭.৫%	৫৭৪.০০
ফেব্রু:/১৬	১১টি ভাউচার	-ঐ-	-ঐ-	৫৪৪৭/-	৭.৫%	৪০৯.০০
২৬২ / ২৭/৩/১৬	৩	ভূঁইয়া কম্পিউটার মার্ট	স্টীলের চেয়ার ক্রয়	৩৬,০০০/-	৪%	১৪৪০.০০
এপ্রিল/১৬	২৫টি ভাউচার	সাদা কাগজ ও	অন্যান্য	৩৫৭৯/-	৭.৫%	২৬৪.০০
৩২৯ / ২৭/৫/১৬	-	ইউ এস এ ইলেকট্রিক এন্ড ইলেকট্রনিক্স	বৈদ্যুতিক মালামাল ক্রয়	১২০০০/-	৫%	৬০০.০০
৩৭২ / ২৭/৬/১৬	২	জুয়েল কম্পিউটার সেলস সার্ভিসেস এন্ড ইলেকট্রনিক্স	অটোমেটিক সিস্টেম	৪০০০/-	১৫%	৬০০.০০
	৩	দুই ভাই স্যানিটারী মার্ট	বৈদ্যুতিক মালামাল ও স্যানিটারী মালামাল	৪২,১১৭/-	৫%	২১০৬.০০
২৫৭ / ২৮/৩/১৬	৩	মেসার্স ভদ্র ট্রেডার্স	স্বাস্থ্য বিধান সামগ্রী সরবরাহ	৯৪০০০/-	৫%	৪৭০০.০০
৩৭৯ / ১৯/৬/১৬	৫	-ঐ-	বিভিন্ন সামগ্রী সরবরাহ	৩২,০৮০/-	৫%	১৬০৪.০০
						= ১২,২৯৭/-

মোঃ আসলাম হোসেন তালুকদার
অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার
স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর
অডিট কমপ্লেক্স (৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা)
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

Directorate of Audit and Inspection (DIA)

Investigation Report-2023

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রণালয়ের নাম লিখুন
পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর
ঢাকা জেলা
১৬, আব্দুল গণি রোড, শিক্ষা ভবন, ২য় ব্লক, ২য় তলা,
ঢাকা-১০০০।
directordia81@gmail.com

স্মারক নম্বর: ৩৭.১৯.০০০০.০০৬.১৬.০১০.২০.১২৯

তারিখ: ১১ আষাঢ় ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
২৫ জুন ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: **ঢাকা মহানগরীর শাহ্ আলী থানাধীন হযরত শাহ আলী মহিলা কলেজের** অধ্যক্ষের **বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের তদন্ত প্রতিবেদন প্রেরণ।**

সূত্র: মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের স্মারক নং ৩৭.০০.০০০০.০৭০.৭৭.০০১.১৮.১৯৬ তারিখঃ ০৪/১১/২১ খ্রি:।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সূত্রোক্ত স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, এ অধিদপ্তরের উপপরিচালক জনাব আবুল কালাম আজাদ, শিক্ষা পরিদর্শক জনাব কে এম শফিকুল ইসলাম ও সহকারী শিক্ষা পরিদর্শক জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন গত ০৮/০৫/২০২২ ও ০৯/০৫/২০২২ তারিখ ঢাকা মহানগরের শাহ্ আলী থানাধীন হযরত শাহ আলী মহিলা কলেজ এর অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে প্রাপ্ত অভিযোগ সরেজমিনে তদন্ত করেন। তাঁহাদের দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক ৩০ (ত্রিশ) পাতা।

২৫-০৬-২০২৩
প্রফেসর অলিউল্লাহ মোঃ আজমতগীর
পরিচালক
০২-২২৩৩৫৫২৬৩ (ফোন)

সচিব, সচিবের দপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ।

স্মারক নম্বর: ৩৭.১৯.০০০০.০০৬.১৬.০১০.২০.১২৯/১ (৬)

তারিখ: ১১ আষাঢ় ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
২৫ জুন ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মহাপরিচালক, মহাপরিচালকের দপ্তর , মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর;
২। চেয়ারম্যান , চেয়ারম্যানের দপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা;
৩। রেজিস্ট্রার, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর;
৪। জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, জেলা শিক্ষা অফিস, জেলা শিক্ষা অফিস, ঢাকা;
৫। সভাপতি, হযরত শাহ্ আলী মহিলা কলেজ, ডাকঘর: বিডি শরীফ, থানা: শাহ্ আলী, জেলা: ঢাকা এবং
৬। অধ্যক্ষ, হযরত শাহ্ আলী মহিলা কলেজ, ডাকঘর: বিডি শরীফ, থানা: শাহ্ আলী, জেলা: ঢাকা। সংযুক্ত ছকে ব্রডশীট জবাব নির্ধারিত সময়ের মধ্যে (যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে) কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

২৫-০৬-২০২৩
প্রফেসর অলিউল্লাহ মোঃ আজমতগীর
পরিচালক

সকল সংযুক্তিসমূহ:

(১) হযরত শাহ আলী মহিলা কলেজ মিরপুর এর তদন্ত প্রতিবেদন
(২) ব্রডশীট জবাবের ছক।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়,
শিক্ষা ভবন, ২য় ব্লক, ২য় তলা, ১৬ আব্দুল গণি রোড,ঢাকা-১০০০।

তদন্ত প্রতিবেদন

১। **প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা:** হযরত শাহ আলী মহিলা কলেজ, মিরপুর-১, ঢাকা।

২। **তদন্তের মূল বিষয়:** হযরত শাহ্ আলী মহিলা কলেজ, মিরপুর-১, ঢাকা এর চরিত্রহীন অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন এর বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার করে হযরত শাহ্ আলী মহিলা কলেজ মার্কেট দোকান বিক্রি, অবৈধ ভাড়া, ভাড়াটিয়াদের জিম্মি করে অতিরিক্ত টাকা আদায় ও কলেজ ফান্ডের কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ এর তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে।

৩। **অভিযোগকারী:**

১) জনাব মো: শাহাদাৎ হোসেন, সহকারী অধ্যাপক-হিসাববিজ্ঞান, মিরপুর-১,ঢাকা।

৪। **তদন্তের আদেশ/ সূত্র:**
(১) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের স্মারক নং৩৭.০০.০০০০.০৭০.৭৭.০০১.১৮-১৯৬, তারিখ: ০৪/১০/২০২১ খ্রি.।
(২) পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের অফিস আদেশ নং-৩৭.১৯.০০০০.০০৬.১৬.০১০.২০.৪৮ তারিখ: ২১/০৪/২০২২ খ্রি.।

৫। **তদন্ত কর্মকর্তাগণের নাম:** ১. আবুল কালাম আজাদ, উপ-পরিচালক
২. কে.এম. শফিকুল ইসলাম, শিক্ষা পরিদর্শক
৩. মো: আব্দুল্লাহ-আল মামুন, সহকারী শিক্ষা পরিদর্শক

৬। **তদন্ত প্রক্রিয়া:** উপর্যুক্ত আদেশ অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ ০৮/০৫/২০২২ হতে ০৯/০৫/২০২২ তারিখে প্রতিষ্ঠানে সরেজমিনে উপস্থিত হয়ে অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন এর বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার করে হযরত শাহ্ আলী মহিলা কলেজ মার্কেট দোকান বিক্রি, অবৈধ ভাড়া, ভাড়াটিয়াদের জিম্মি করে অতিরিক্ত টাকা আদায় ও কলেজ ফান্ডের কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ এর অভিযোগের তদন্ত কার্যক্রম সম্পাদন করি। তদন্তকালে অভিযোগের বিষয়ে কলেজের অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন, হযরত শাহ আলী গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ শপিং কমপ্লেক্সের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মো: আলাউদ্দিন আল আজাদ, অভিযোগকারী সহকারী অধ্যাপক হিসাব বিজ্ঞান, জনাব মো: শাহাদাৎ হোসেন, বিভিন্ন পদবীর ৪৮ জন শিক্ষক ও ০৩ জন কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। তদন্তকালে প্রশ্নাকারে অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন, হযরত শাহ আলী গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ শপিং কমপ্লেক্সের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মো: আলাউদ্দিন আল আজাদ, অভিযোগকারী সহকারী অধ্যাপক হিসাব বিজ্ঞান, জনাব মো: শাহাদাৎ হোসেন, বিভিন্ন পদবীর ৪৮ জন শিক্ষক ও ০৩ জন কর্মচারীর নিকট হতে অভিযোগের বিষয়ে লিখিত বক্তব্য/মতামত গ্রহণ করা হয়। উক্ত বক্তব্য/মতামত এবং প্রাপ্ত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে অত্র তদন্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়।

অভিযোগের সুচনা বক্তব্য: বিনীত নিবেদন এই যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী আপনার সদয় অবগতি ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অভিযোগ জানাচ্ছি যে, হযরত শাহ আলী মহিলা কলেজ এর অধ্যক্ষ ময়েজ উদ্দিন ভূয়া

ভাউচার তৈরী করে (ভাউচারে স্বাক্ষর করেন মনোবিজ্ঞানের শিক্ষক রুবিনা আক্তার দিনা। রুবিনা আক্তার দিনা ডিগ্রী কোঠায় নিয়োগ প্রাপ্ত হলেও গত ৫-৬ বছর ধরে মনোবিজ্ঞানের ডিগ্রীতে কোন ছাত্রী ভর্তি হয় নাই।) ইসলাম শিক্ষার শিক্ষক ড. মো: আব্দুল মকিম) ইংরেজী প্রভাষক মো: কছিম উদ্দিন,) স্বাক্ষর জালিয়াতি করে হযরত শাহ আলী মার্কেটের দোকান বিক্রয়, অবৈধভাবে দশের অধিক দোকান ভাড়া (ও গ্যারেজ ভাড়া, ব্যবসায়ীদেরকে বল প্রয়োগ করে অতিরিক্ত টাকা আদায় , শিক্ষকদের নামে চেক কেটে ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলন করে নিজে নিয়ে নেওয়া, বিনা বিজ্ঞপ্তিতে কলেজের নামে গাড়ী ক্রয় করে নিজে ব্যবহার করাসহ নানাভাবে দুর্নীতি করে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করে টাকার পাহাড় গড়েছেন। এইচএসসি (এবারের এক বিষয়ের পরীক্ষার্থী ছিলেন) মানবিক শাখার শাহারা জেরিন, রোল নং-১২৯ এর মায়ের সাথে পরকিয়ায় লিপ্ত হয়েছেন অধ্যক্ষ ময়েজ উদ্দিন।

২০০৮ সালে নারায়নগঞ্জ সোনারগাঁও জি আর কলেজে থাকাকালীন শিক্ষার্থীদের ও গ্রামীন টাওয়ারের টাকা আত্মসাৎ করায় কলেজ কমিটি মারধর করে কলেজ থেকে অধ্যক্ষ ময়েজ উদ্দিনকে বের করে দেন। গত ০২/১১/২০১৯ইং তারিখে চ্যানেল আই হযরত শাহ্ আলী মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ ময়েজ উদ্দিনের আর্থিক দুর্নীতি ও অনিয়মের সংবাদ প্রচার করেন। বীরমুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলাউদ্দিন আল আজাদ সভাপতি হযরত শাহ্ আলী মহিলা কলেজ শপিং কমপ্লেক্স দোকান মালিক সমিতি। উনার ক্রয়কৃত দোকান দখল করতে কলেজের অধ্যক্ষ তার সহকারী মোতালেবকে পাঠাদন যার পরিপ্রেক্ষিতে আলাউদ্দিন আল আজাদ ০৩/১০/২০২০ ইং তারিখে শাহআলী থানা মিরপুর-১ সাধারণ ডায়েরী করেন এবং কলেজের অধ্যক্ষ ময়েজ উদ্দিনের মার্কেটের দুর্নীতি, অনিয়ম নিয়ে ভিডিও বার্তা দেন। গত ১২/০১/২০১৮ইং তারিখে বিভিন্ন ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার পদে এমসিকিউ পরীক্ষার জন্য হযরত শাহ্ আলী মহিলা কলেজ ভেন্যু হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কলেজের মোট বেঞ্চ সংখ্যা ৭৯৪টি কিন্তু অধ্যক্ষ ময়েজ উদ্দিন অর্থ আত্মসাৎ এর জন্য ১৬০০টি আসনের বিপরীতে ৫৬০০ জনের আসন ব্যবস্থা করেন। সীমিত আসনে বিপরীতে অধিক পরীক্ষার্থী বসতে না পারায় হট্টোগোল শুরু হয়, পরীক্ষার্থীরা হল থেকে বেড়িয়ে প্রশ্নপত্র ও উত্তরপত্রের ভিডিওসহ ছবি পাঠাতে থাকে ফলে নিমিষেই সোস্যাল মিডিয়া ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় ছড়িয়ে যায় । ফলে হযরত শাহ্ আলী মহিলা কলেজের কারণে বাংলাদেশ ব্যাংক সকল কেন্দ্রে পরিক্ষা বাতিল করতে বাধ্য হয়। পরীক্ষা বাতিল হলেও অধ্যক্ষ ময়েজ উদ্দিন এই অনিয়মের মাধ্যমে ঐ তারিখের ৩,৬৪,০০০/-টাকাসহ মোট ২১,৫৬,০০০/- আত্মসাৎ করেন। অধ্যক্ষ ময়েজ উদ্দিনের দুর্নীতি কার্যকলাপের জন্য ২০১৭ইং সালের হযরত শাহ আলী কলেজ এর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার কেন্দ্র ঢাকা শিক্ষা বোর্ড বাতিল করে। এবং বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বিএ/বিএসএস প্রোগাম কেন্দ্রও বাতিল করা হয়। অনেক দিন ধরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রও বাতিল আছে।

অধ্যক্ষ ময়েজ উদ্দিনের দুর্নীতির বিরুদ্ধে দফাওয়ারী অভিযোগ

১। হযরত শাহ্ আলী মার্কেটের ৩য় তলায় ডেভেলাপারের ১০টি দোকান মাসিক ৬ হাজার টাকায় ভাড়া দিয়ে সেই টাকা কলেজ ফান্ডে জমা না দিয়ে নিজের একাউন্টে জমা করেন। দোকান ভাড়ার দায়িত্বে ৮নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি শেখ আব্দুল হামিদ।

২। মার্কেটের আন্ডার গ্রাউন্ড ভাড়া দিয়ে টাকা নিজের ফান্ডে জমা করেন।

৩। কলেজ ক্যাম্পাসে ৬০টি পেপে গাছের চারা রোপনের খরচ দেখানো হয়েছে ১,৫০,০০০/- টাকা।

৪। দোকান বিক্রয় মার্কেটের ৩য় তলা হোল্ডিং নং- বি-২১/এ নাম আমিন ফ্যাশন মোবাইল - ০১৯৪৭৮৯৪১২৮ দোকান মূল্য ২৮,৫০,০০০/- টাকা কলেজ ফান্ডে জমা হয়নি।

৫। ১৭/১২/২০১৬ইং হইতে ১৪/০৬/২০১৯ইং তারিখ পর্যন্ত বহিরাগত পরীক্ষায় আত্মসাৎকৃত টাকার পরিমাণ ২১,৫৬,০০০/- টাকা।

৬। মার্চ ২০১৯ মাসে আত্মসাতের পরিমাণ=৪,৫১,৯৬৯ টাকা।

৭। এপ্রিল ২০১৯ মাসে আত্মসাতের পরিমাণ=১,৪৭,৮৭০ টাকা।

৮। মে ২০১৯ মাসে আত্মসাতের পরিমাণ=৩,৫৬,৬৯৩ টাকা।

৯। জুন ২০১৯ মাসে আত্মসাতের পরিমাণ=৯৫,০৯০ টাকা।

১০। জুলাই ২০১৯ মাসে আত্মসাতের পরিমাণ=৪,৩০,৩৩৫ টাকা।

১১। আগস্ট ২০১৯ মাসে আত্মসাতের পরিমাণ=১,৮৩,৪৪০ টাকা।

১২। সেপ্টেম্বর ২০১৯ মাসে আত্মসাতের পরিমাণ=২,৪২,৭৮৫ টাকা।

১৩। অক্টোবর ২০১৯ মাসে আত্মসাতের পরিমাণ=৭৫,৮১০ টাকা।

১৪। নভেম্বর ২০১৯ মাসে আত্মসাতের পরিমাণ=৫,৬০,১৩৮ টাকা।

১৫। ডিসেম্বর ২০১৯ মাসে আত্মসাতের পরিমাণ=২,১৫,২০০ টাকা।

১৬। জানুয়ারী ২০২০ মাসে আত্মসাতের পরিমাণ=১,৯৩,৪৬৪ টাকা।

১৭। ফেব্রুয়ারী ২০২০ মাসে আত্মসাতের পরিমাণ=৩,৪৪,০২৩ টাকা।

১৮। মার্চ ২০২০ মাসে আত্মসাতের পরিমাণ= ৩,৭৮,৩৩১ টাকা।

১৯। এপ্রিল ২০২০ মাসে আত্মসাতের পরিমাণ=৭,৮৬,৩৭৫ টাকা।

২০। মে ২০২০ মাসে আত্মসাতের পরিমাণ=৭৬,১৭০ টাকা।

২১। জুন ২০২০ মাসে আত্মসাতের পরিমাণ=২,২৫,২৯২ টাকা।

সব শেষ অডিট ফার্ম

আতা করিম এন্ড কোং, পল্টন টাওয়ার, ৩য় তলা, সুইট ২০৫, ৮৭ পুরানা পল্টন লাইন,ঢাকা।

''অডিটর'' আজাদুর রহমান আজাদ (নিজের ইচ্ছা মতো অডিট করে নিয়েছেন)

''অধ্যক্ষের ব্যাংক হিসাব ও অবৈধ সম্পদ''

সোনালী ব্যাংক , লক্ষর হাট ফেনী, হিসাব নং-১০০০৫২৮২৪। অগ্রনী ব্যাংক, মিরপুর-১, হিসাব নং-৩৪১৪৩৫৪১

ন্যাশনাল ব্যাংক , মাজার মিরপুর-১ হিসাব নং-১২০৩০০৩২০১৫৭৭

- গত এক বছরের ব্যাংক স্টেমেন্ট উত্তোলন করলে দেখা যাবে লক্ষ লক্ষ টাকা একাউন্টে জমা হয়েছে। এত টাকা তার একাউন্টে কোথা থেকে আসলো।
- অধ্যক্ষ ময়েজ উদ্দিন মুরাদ নাম জিপিওতে ১ কোটির সঞ্চয়পত্র ক্রয় করেছেন নমিনী ছোট বোন রুনু।
- ফেনী শহরের হোপ প্লাস মাকের্টে ৬৫ লক্ষ টাকা দিয়ে ১টি শেয়ার ক্রয় করেছিলেন। গত সেপ্টেম্বর ২০২০ ইং সালে উক্ত শেয়ার বিক্রি করে কিছু টাকা তাহার বড় ভাইয়ের একাউন্টে এবং কিছু টাকা ছোট বোনের একাউন্টে জমা করেছেন।
- ময়েজ উদ্দিন, ৭০-৮০ লক্ষ টাকা দিয়ে দক্ষিণ বিশিলে জায়গা ক্রয় করেছেন।

অতএব মহোদয় সমীপে বিনীত নিবেদন, চরিত্রহীন, লম্পট ও দুর্নীতিবাজ অধ্যক্ষ ময়েজ উদ্দিনের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত অভিযোগ সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে ব্যবস্থা নিতে আপনার মর্জি হয়।

(ক) উল্লিখিত অভিযোগ ছাড়া তদন্তকালে যে সকল অনিয়ম পরিলক্ষিত নিম্নে তার তদন্তের উল্লেখ করা হলো:-

১। **জুলাই,২০২১ থেকে ০৮/০৫/২০২২ পর্যন্ত ক্যাশ বইয়ে অধ্যক্ষের স্বাক্ষর পাওয়া যায়নি।** এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে অধ্যক্ষ জনাব অধ্যক্ষ ময়েজ উদ্দিন জানান, '' জুলাই/২০২১ থেকে সেপ্টেম্বর/২০২১ পর্যন্ত ক্যাশ বইতে স্বাক্ষর রয়েছে। অক্টোবর/২০২১ থেকে কোভিড-১৯ এ আমি আক্রান্ত হওয়ায় কলেজ গভর্নিং বডির সভাপতি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশোধিত সংবিধি-২০১৯ এবং কোভিড -১৯ এর ক্ষেত্রে সার্বজনিন বিধিমালা উপেক্ষা করে আমাকে জোর পূর্বক ছুটি প্রদান করে। আমার বিপরীতে অত্র কলেজের ভূগোল বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব মোঃ ফকরুল ইসলামকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধি-২০১৯ (সংশোধিত) এর নীতিমালা উপেক্ষা করে দায়িত্ব প্রদান করেন। তাই অক্টোবর/২০২১ থেকে ০৮/০৫/২০২২ পর্যন্ত সময়কালে ক্যাশ বইতে আমি স্বাক্ষর করি নাই। ইতোমধ্যে কলেজ গভর্নিং বডির সভাপতি ১৯/০৩/২০২২ তারিখে দায়িত্ব কাল সময়ের চার্জ বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য বললেও তিনি অদ্যাবধি বিধি সম্মতভাবে তা বুঝিয়ের দেন নাই। তাছাড়া এ বিষয়ে জনাব মো: ফকরুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক ভূগোল এর পক্ষে অভিযোগকারী জনাব মো: শাহাদৎ হোসেন পাওয়ার অব এটর্নি নিয়ে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের সিভিল অ্যাপিলিয়ট ডিভিশনে মামলা করেছেন। যার নং-৫০৭ অফ ২০২২ তারিখ ১০/০২/২০২২ খ্রি. যা মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের পুর্ণাঙ্গ বেঞ্চে শুনানির জনা প্রক্রিয়াধীন। তাই অক্টোবর/২০২১ থেকে ০৮/০৫/২০২২ পর্যন্ত ক্যাশ বই লিখা হয়নি''।

মতামত: অক্টোবর,২০২১ থেকে ০৮/০৫/২০২২ পর্যন্ত ক্যাশ বইয়ে অধ্যক্ষের স্বাক্ষর নাকার বিষয় সত্য। এ বিষয়ে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের আপীল বিভাগে মামলা নং -৫০৭/২০২২ চলমান থাকায় বিস্তারিত তদন্তসহ মতামত প্রদান করা সমীচীন নয়। মহামান্য আদালতের নির্দেশনা মোতাবকে বিষয়টি নিস্পত্তি করতে হবে।

২। **অক্টোবর ২০২১ থেকে ০৮/০৫/২০২২ পর্যন্ত ক্যাশ বইয়ে হিসাব সংরক্ষণ করা হয়নি**। এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন জানান, '' অক্টোবর/২০২১ থেকে ফেব্রুয়ারী/২০২২ পর্যন্ত ক্যাশ বহি এন্ট্রি করা হয়েছে। তবে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত করা যায়নি। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ কর্তৃক তাঁর সময়কালের হিসাব জমা না করার কারণে ইতোমধ্যে সভাপতি কলেজ গভর্নিং বডি জনাব এ কে এম আফতাব হোসেন প্রমানিক

অতিরিক্ত সচিব মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক হিসাব বুঝিয়ে দেয়ার নির্দেশনা রয়েছে। তারপরও ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ তা বুঝিয়ে দেন নাই। যেহেতু অর্থ বছরের মাঝামাঝি সময়কাল এর হিসাব ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ এর নিকট তাই পরবর্তী সময়ের মাসগুলোর হিসাব ক্যাশ বইতে পরিপূর্ণভাবে এন্ট্রি করা যাচ্ছে না। ভাউচার নম্বর ও প্রারম্ভিক মূলধন ও মাসের শেষে মূলধন তথ্য না থাকায় হিসাব বই পরিপূর্ণ ভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে না। উক্ত মাস সমূহের হিসাবসমূহ প্রাপ্তির পর ক্যাশ বই যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হবে''।

অধ্যক্ষের উক্ত বক্তব্য হতে দেখা যায় কলেজে অধ্যক্ষে দায়িত্ব প্রদান, দায়িত্ব পালন এবং দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া সংক্রান্ত জটিলতা রয়েছে। বিধি মোতাবেক প্রতিষ্ঠানের ক্যাশ বই নিয়মিত না লিখার কারণে অথবা সাময়িকভাবে বিকল্প ক্যাশ বই ব্যবহার করে কলেজের অর্থ আয় ও ব্যয়ের হিসাবে চরম আর্থিক বিশৃঙ্খলা হিসেবে গণ্য। দায়িত্বকালীন সময়ে ক্যাশ বহি আপডেট না করা এবং কলেজ কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মোতাবেক কলেজ অধ্যক্ষকে দায়িত্ব বুঝিয়ে না দেয়া ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ভূগোল বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব মোঃ ফকরুল ইসলাম দায়ী । অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন এ জন্য দায়ী তিনি দায়িত্ব পাওয়ার পরও বিকল্প ক্যাশ বই চালু করে আয় ও ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করেন নাই। তিনি দায়িত্ব না বুঝিয়ে না দেওয়ার অজুহাতকে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। বিকল্প ক্যাশ বই ব্যবহার না করে কলেজের আয় ও ব্যয়ের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছেন। তাঁর অধীনস্থ শিক্ষক এর নিকট হতে অধ্যক্ষের দায়িত্ব বুঝিয়ে নিতে না পারা এবং বিকল্প ক্যাশ বই ব্যবাহার না করে কলেজের আয় ও ব্যয়ের হিসাব পরিচালনা করা তাঁর প্রশাসনিক ও আর্থিক বিধি বিধান অনুসরণে দুর্বলতা হিসেবে গণ্য।

মতামত: অক্টোবর ২০২১ থেকে ০৮/০৫/২০২২ পর্যন্ত ক্যাশ বইয়ে হিসাব সংরক্ষণ না করা অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন এর দায়িত্বে গাফিলতি হিসেবে গণ্য।

৩। **খরচের ভাউচারে কলেজ গভর্নিং বডির সভাপতির অনুমোদন নেই।** এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন জানান, '' খরচ ভাউচারে সভাপতির অনুমোদন নাই কথাটি সঠিক নয় ২০১২ থেকে ২০১৭ খ্রি. পর্যন্ত ভাউচার হেডে সভাপতি মহোদয়ের ভাউচারে স্বাক্ষরসহ অনুমোদন রয়েছে। তাছাড়া প্রতিটি ভাউচারে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক-কর্মচারী, অভ্যন্তরীণ অডিট কমিটি ও বহুকর্মকর্তার স্বাক্ষর রয়েছে। তাছাড়া ২০১৮-২০২১ পর্যন্ত প্রতিটি ভাউচারের হেড উল্লেখ পূর্বক কলেজ গভর্নিং বডির সভায় অনুমোদন রয়েছে। যাহা ইতোপূর্বে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণের তদন্তকালে অধ্যক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত হয়েছে। তদন্তকালে অধ্যক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত রেকর্ড যাচাইয়ে দেখা যায় অধ্যক্ষের যোগদানের পর হইতে অর্থাৎ ০৮/০৯/২০১২ হইতে জুন/২০২০ পর্যন্ত সকল ব্যয় গভর্নিং বডির সভায় অনুমোদন করা হয়েছে। তদন্তকালে কোন শিক্ষক অভিযোগের স্বপক্ষে মতামত প্রদান করেননি''।
গভর্নিং বডির রেজুলেশন যাচাই করে দেখা যায় মাসভিত্তিক খাতওয়ারী আয় ও ব্যয়ের হিসাব গভর্নিং বডির সভায় অনুমোদনের জন্য আলোচনা হয়েছে। তবে সরাসরি ব্যয়ের ভাউচারে কলেজে গভর্নিং বডির সভাপতি অনুস্বাক্ষর নেওয়া হয় না। প্রতিটি ভাউচারে সভাপতির অনুমোদন গ্রহণে অসুবিধা হলে মাসভিত্তিক প্রতিটি ব্যয়ের ভাউচারের পৃথকভাবে নম্বর ও টাকার পরিমাণ উল্লেখ করে একটি একিভূত তালিকায় সভাপতির অনুমোদন গ্রহণ করা যেতে পারে ।

মতামত:

১) সরাসরি খরচের ভাউচারে কলেজ গভর্নিং বডির সভাপতির অনুমোদন না থাকার অভিযোগ প্রমাণিত।

২। **ভাউচারে রাজস্ব স্ট্যাম্প ব্যবহার না করা ।** এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে অধ্যক্ষ জানান, "০৮/০৯/২০১২-এ যোগদানের পর থেকে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর এর ২০১৬ নিয়মিত অডিট হওয়ার আগ পর্যন্ত মাসসমূহে ভাউচারে রাজস্ব স্ট্যাম্প ব্যবহার করা হয় নি। নিয়মিত অডিট হওয়ার পর থেকে প্রতিটি ভাউচারে বিধি অনুযায়ী রাজস্ব স্ট্যাম্প যথাযথভাবে সংযোজন করা হয়েছে। যার প্রমাণক কপি সংযুক্ত করা হল। এ বিষয় পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের স্মারক নং- ৩৭.১৯.০০০০.০০৬. ১৬.০১০.২০.৩০১(১৭) তারিখ ০৮/১০/২০২০ এ আগত কর্মকর্তাগণ বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে প্রতিবেদনে এ বিষয় কোনরূপ উল্লেখ করেন নাই। তাই ২০১৬ এর নিয়মিত অডিট প্রতিবেদন এর নির্দেশনা অনুযায়ী যথাযথভাবে রাজস্ব স্ট্যাম্প বিধি অনুযায়ী বাবস্থা করা হয়েছে।

তদন্তকালে প্রযোজ্য ভাউচার যাচাই করা হয়েছে। দেখা যায় প্রতিষ্ঠানের তৈরিকৃত ডেবিট ভাউচারে রাজস্ব স্ট্যাম্প ব্যবহার করা হয়। বিধি অনুযায়ী সেবা প্রদানকারী ও মালামাল সরবরাহকারী কর্তৃক দাবীকৃত বিলে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রাজস্ব স্ট্যাম্প ব্যবহার করে টাকা বুঝিয়া পাইলাম মর্মে স্বাক্ষর করা হয় না । যা ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার পরিপন্থী। প্রতিষ্ঠানের তৈরিকৃত ডেবিট ভাউচারে কলেজ কর্তৃক রাজস্ব স্ট্যাম্প ব্যবহার প্রক্রিয়া যথাযথ নয়।

মতামত:

১) সেবা প্রদানকারী/মালামাল সরবরাহকারী কর্তৃক দাবীকৃত মূল বিল/ভাউচারে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রাজস্ব স্ট্যাম্প ব্যবহার না করার অভিযোগ প্রমাণিত।

২। **উন্নয়ন খাতে ব্যয়কৃত ৫১,৯১,০১২/-টাকা (একান্ন লক্ষ একানববই হাজার বার) টাকার ভাউচার, এবং ভ্যাট কর্তন না করার বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে অধাক্ষ ময়েজ উদ্দিন জানান,**

" (i) কলেজ গভর্নিং বডির অধিবেশন নং-২০১৭/১২/০৩ তারিখ ০৪/০৩/২০১৭ এর আলোচ্য-৩ এর সিদ্ধান্তের আলোকে ক্রয়কৃত গাড়ীর ভাউচার ৪৫৫ তারিখ ২৩/০১/২০১৭ খ্রি. টাকার পরিমাণ ৩০,০০,০০০/- ত্রিশ লক্ষ) পরিশোধ করা হয়েছে।

(ii) কলেজ গভর্নিং বডির অধিবেশন নং- ১৩/০৫/২০০৮ তারিখ ১১/১০/২০১৮ সিদ্ধান্তের আলোকে Air Condition টিভি ক্রয় ভাউচার নং-৩১১ তারিখ ২৮/১০/২০১৮ খ্রি. টাকার পরিমাণ ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ)।

(iii) কলেজ গভর্নিং বডির অধিবেশন নং-২০১৭/১২/০১ তারিখ ১১/০৭/২০১৭ খ্রি. আলোচ্য সূচি-৬ বেঞ্চ তৈরি ভাউচার নং-৬৩৬। টাকার পরিমাণ ৩,৩৫,৪১০/- (তিন লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার চারশত পনের) গভর্নিং বডির সিদ্ধান্তে ক্রয় করা হয়েছিল। কলেজ গভর্নিং বডির উপরের সভার সিদ্ধান্তে নিম্নরূপ ব্যয় হয়েছিল। কলেজ ভবন রং করানো ভাউচার নং-৭৬৫= ৪,০৩,৯০৯/-। কলেজ ভবন রং করানো ভাউচার নং-৭৬৬= ৪,০৩,৯০৯/- কলেজ ভবন রং করানো ভাউচার নং-৭৬৭= ৪,০৩,৯০৯/-

(iv) কলেজ গভর্নিং বডির অধিবেশন নং-২০১৬/১২/০২ তারিখ ১৮/০৬/২০১৬ খ্রি. আলোচ্যসূচি বিবিধ-ঙ সিসি ক্যামেরা ভাউচার নং-৪২২, টাকার পরিমাণ-৩,৪৩,৭৯৫/- সিদ্ধান্তে ক্রয় করা হয়েছিল।

সকল প্রমাণক তথ্য সংযুক্ত পূর্বক উপস্থাপন করা হল। পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের গত ১৭/১০/২০২০ খ্রি.- ১৯/১০/২০২০ খ্রি. পরিচালিত তদন্ত কার্যক্রমে এ বিষয়ের সকল প্রমাণক তথ্য সরবরাহ করা হয়েছিল। উল্লেখ্য, ভবন রং করানোও গাড়ী ক্রয় কমিটির অভিযোগকারী একজন সদস্য ছিলেন এবং বিল পরিশোধের

ক্ষেত্রে অধ্যক্ষ বরাবর সুপারিশ পত্রে স্বাক্ষর করে বিল ছাড় করেছিলেন। এই বিষয়ে তদন্ত কমিটির সদস্য তাঁদের প্রতিবেদনে কোনরূপ উল্লেখ করেন নাই''।

অধ্যক্ষ সকল প্রমাণক সংযুক্ত করেছেন মর্মে দাবী করলেও শুধু ২০২০ সালের তদন্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। তিনি গাড়ী ক্রয়-৩০,০০,০০০/- টাকা , এয়ার কন্ডিশনার ক্রয়-৩,০০,০০০/-টাকা, বেঞ্চ তৈরি-৩,৩৫,৪৯০/-টাকা, কলেজ ভবন রং করানো (৪,০৩,৯০৯/-+৪,০৩,৯০৯/- +৪,০৩,৯০৯/- টাকা, সিসি ক্যামেরা ক্রয় ৩,৪৩,৭৯৫/- টাকা যার সর্বমোট ৫১,৯১,০১২/-টাকা। উক্ত মালামাল ক্রয় সংক্রান্ত দরপত্র/কোটেশনসহ কোন রেকর্ড তদন্তকালে সরবরাহ করা হয়নি। তদন্তকালে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছর হতে ২০২১-২০২২ অর্থ বছর পর্যন্ত খাতওয়ারী মাসভিত্তিক ব্যয়ের যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে আসবাবপত্র ক্রয় (২০২১-২০২২ অর্থ বছর ছাড়া)এবং যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ ব্যয়ের ঘরটি খালি রেখেছেন। উল্লিখিত ক্রয়/সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে রেকর্ড সরবরাহ না করার কারণে সরকারি ক্রয়নীতিমালা তথা পিপিআর-০৮ যথাযথ অনুসরণের বিষয়টি যাচাই করা যায়নি। বিগত ২০২০ সনে অত্র অধিদপ্তরের তদন্ত প্রতিবেদনে ২০১৬-২০১৭ থেকে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর পর্যন্ত রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশনা মোতাবেক ভ্যাট বাবদ ২০১৬-২০১৭ থেকে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর পর্যন্ত ভ্যাট বাবদ যথাক্রমে-৩,৫৪,৩১২/- টাকা, ১,০১,০৮৭/- টাকা এবং ১,৭১,৭৪৯/- টাকা যার মোট ৬,২৭,১৪৮/-এবং সম্মানী বন্টনের আয়কর বাবদ যথাক্রমে ২,০৯,৯৮৫/- +৩,৬৫,১০৬+২,৮৭,০৬৭/- যার মোট ৮,৬২,১৫৮/- টাকা অর্থাৎ বিগত ৩ অর্থ বছরে মোট ভ্যাট ৬,২৭,১৪৮/-+ মোট আয়কর ৮,৬২,১৫৮/- যার সর্বমোট ১৪,৮৯,৩০৬/- টাকা ভ্যাট ও আয়কর কর্তনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছিল তা বাস্তবায়নের কোন তথ্য অত্র তদন্ত তারিখ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। অবিলম্বে উক্ত ভ্যাট ও আয়কর সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে রেকর্ড প্রদর্শন/সংরক্ষণ করতে হবে।

নিম্নে ২০১৯-২০২০, ২০২০-২০২১ ও ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ব্যয়ের তথ্যসহ প্রযোজ্য আয়কর/ভ্যাটের উল্লেখ করা হলো:

অর্থ বছর	ব্যয়ের খাত	মোট ব্যয়	ভ্যাট/আয়কর হার	কর্তনযোগ্য ভ্যাট	কর্তনকৃত ভ্যাট	অবশিষ্ট কর্তনযোগ্য
২০১৯-২০২০	উন্নয়ন/নির্মাণ/মেরামত	১৩৬০৪৪৪.০০	৭.৫%	১০২০৩৩.০০	-	১০২০৩৩.০০
	মুদ্রণ/মনোহরি	৪১৬৬৬৫.০০	৭.৫%	৩১২৫০.০০	-	৩১২৫০.০০
	যাতায়াত	১৮৮০৮৭.০০	১০%	১৮৮০৮.৭	-	১৮৮০৮.৭
	আপ্যায়ন	১৮২৭২৮.০০	৭.৫	১৩৭০৪.৬০	-	১৩৭০৪.৬০
	সম্মানী	৩৬৪৫৭.০০	১০%	৩৬৪৫.৭	-	৩৬৪৫.৭
	অন্যান্য	৩৪৬৮৫.০০	৫% (ন্যূনতম)	১৭৩৪.২৫	-	১৭৩৪.২৫
		২২১৯০৬৬.০০	**মোট =**	**১৭১১৭৬.২৫**	**-**	**১৭১১৭৬.২৫**

অর্থ বছর	ব্যয়ের খাত	মোট ব্যয়	ভ্যাট/আয়কর হার	কর্তনযোগ্য ভ্যাট	কর্তনকৃত ভ্যাট	অবশিষ্ট কর্তনযোগ্য
২০২০-২০২১	উন্নয়ন/নির্মাণ/মেরামত	৬৩৫১৩০.০০	৭.৫%	৪৭৬৩৪.৭৫	-	৪৭৬৩৪.৭৫
	মুদ্রণ/মনোহরি	২২১৬২৩.০০	৭.৫%	১৬৬২১.৭৩	-	১৬৬২১.৭৩
	যাতায়াত	১৪৭৫৭৯.০০	১০%	১৪৭৫৭.৯০	-	১৪৭৫৭.৯০
	আপ্যায়ন	১১১৯৩৭.০০	৭.৫	৮৩৯৫.২৮	-	৮৩৯৫.২৮
	সম্মানী	০০	১০%	০০	-	০০

	অন্যান্য	৬৪৫০.০০	৫% (ন্যূনতম)	৩২২.৫০	-	৩২২.৫০
		১১২২৭১৯.০০	**মোট =**	**৮৭৭৩২.১৬**	**-**	**৮৭৭৩২.১৬**

অর্থ বছর	ব্যয়ের খাত	মোট ব্যয়	ভ্যাট/আয়কর হার	কর্তনযোগ্য ভ্যাট	কর্তনকৃত ভ্যাট	অবশিষ্ট কর্তনযোগ্য
২০২১-২০২২	উন্নয়ন/নির্মাণ/ মেরামত	১০১৩১২.০০	৭.৫%	৭৫৯৮.৪০	-	৭৫৯৮.৪০
	মুদ্রণ/মনোহরি	১৯১৭১৭.০০	৭.৫%	১৪৩৭৮.৭৮	-	১৪৩৭৮.৭৮
	যাতায়াত	১৩৯৪৩৫.০০	১০%	১৩৯৪৩.৫	-	১৩৯৪৩.৫
	আপ্যায়ন	১১৬৭৭১৪.০০	৭.৫	৮৭৫৩.৫৫	-	৮৭৫৩.৫৫
	সম্মানী	৫২১৪৯৫.০০	১০%	৫২১৪৯.৫০	-	৫২১৪৯.৫০
	আসবাবপত্র	২৯৪২০.০০	১৫%	৪৪১৩.০০	-	৪৪১৩.০০
	অন্যান্য	১৩৯৫৪.০০	৫%(ন্যূনতম)	৬৮৭.৭০	-	৬৮৭.৭০
			মোট =	**১০১৯২৪.৪৩**	-	**১০১৯২৪.৪৩**

২০১৯-২০২০ হতে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে মোট কর্তনযোগ্য আয়কর ও ভ্যাট (১৭১১৭৬.২৫+৮৭৭৩২.১৬+১০১৯২৪.৪৩)=৩,৬০,৮৩২.৮৪ টাকা চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে ফেরতযোগ্য। বিগত ২০২০ সনে তদন্ত প্রতিবেদনে ভ্যাট ও আয়কর কর্তনের নির্দেশ থাকলেও তা পালন করা হয়নি। এতে সরকারের রাজস্ব আয়ের ক্ষতি হয়েছে।

এখানে উল্লেখ যে ২০১৯-২০২০ সনে বেঞ্চ তৈরি বাবদ ভাউচার নং-১০৩, তাং ৩১/০৭/১৯, ৪৬০(০৫/১১/১৯), ৭৮৬ (২৯/০২/২০), ৮৩৪ (১২/০৩/২০), ৮৮৯ (২২/০৪/২০২০) মোট টাকা (২৫৭৫০০+৬০০০০+৪০০০০০+৪০০০০০+৪০০০০০) =১৫,১৭,৫০০/-টাকা ব্যয় করা হলেও সংশ্লিষ্ট ছকে আসবাবপত্র কলামে তা উল্লেখ করা হয়নি। তা উন্নয়ন খাত উল্লেখ করা হয়েছে। যা আয় ও ব্যয়ের হিসাবে নয়-ছয় করার সামিল। আসবাবপত্র খাতে ভ্যাট ১৫% এবং উন্নয়ন খাতে ৭.৫%। সে হিসেবে ১৫,১৭,৫০০/- টাকার ১৫% হারে ভ্যাট আসে ২,২৭,৬২৫/- টাকা

মতামত:

১) ২০১৯-২০ হতো ২০২১-২২ অর্থ বছরে ভ্যাট/আয়কর বাবদ **৩,৬০,৮৩২.৮৪ টাকা ভ্যাট কর্তন না করার অভিযোগ প্রমাণিত।**

২) ২০২০ সালের তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লিখিত ২০১৬-২০১৭ থেকে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর পর্যন্ত ভ্যাট বাবদ যথাক্রমে-৩,৫৪,৩১২/-, ১,০১,০৮৭/-, ১,৭১,৭৪৯/- টাকা যার মোট ৬,২৭,১৪৮/- টাকা এবং সম্মানী বন্টনের আয়কর বাবদ যথাক্রমে ২,০৯,৯৮৫/-+৩,৬৫,১০৬+২,৮৭,০৬৭/- যার মোট ৮,৬২,১৫৮/- টাকা অর্থাৎ বিগত ৩ অর্থ বছরে মোট ভ্যাট ৬,২৭,১৪৮/-+ মোট আয়কর ৮,৬২,১৫৮/- যার সর্বমোট ১৪,৮৯,৩০৬/- টাকা ভ্যাট ও আয়কর কর্তন না করার অভিযোগ প্রমাণিত।

৬। **নগদ আদায়কৃত টাকা ব্যাংকে জমা না দিয়ে হাতে রেখে খরচ করা। এ জানতে চাইলে অধ্যক্ষ জানান,** " অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের বেতনসহ অন্যান্য পাওনাদি শিক্ষার্থীগণ সরাসরি ব্যাংকে জমা করেন। শুধু হযরত শাহ আলী শপিং কমপ্লেক্সের জমিদারি ভাড়া নাম হস্তান্তর খাতে অনিয়মিতভাবে অর্থ রশিদের মাধ্যমে নগদ গ্রহণ করা হয়। উক্ত অর্থ ব্যাংকে জমা করার জন্য অফিস সহকারীকে নির্দেশনা দেওয়া রয়েছে। তবে

মাঝে মাঝে প্রতিষ্ঠানের জরুরী প্রয়োজনে আদায়কৃত নগদ অর্থ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যয় মিটানো হয়। কারণ, কলেজের সাধারণ তহবিল সভাপতি কলেজ গভর্নিং বডি ও অধ্যক্ষ/সদস্য সচিবের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হয়। তবে নগদ ব্যয়কৃত অর্থের সকল ব্যয় ভাউচার কলেজ গভর্নিং বডির সভায় অনুমোদিত রয়েছে। এ বিষয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধি-২০১৯ এর নীতিমালা অনুযায়ী কলেজ গভর্নিং বডি অনুমোদন করেছেন। তাছাড়া কোন অবস্থায় অর্থ বছরের শেষে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকার অধিক নগদ তহবিল কলেজ অফিস সহকারী মো: মোতালেব হোসেন এর নিকট থাকে না। এ বিষয়ে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের ১৭/১০/২০২০ খ্রি. ১৯/১০/২০২০ খ্রি. পর্যন্ত পরিচালিত তদন্ত কালীন তদন্ত দলের সদস্যগণের নিকট সকল প্রমাণক তথ্যাদি সরবরাহ করা হয়েছিল। পুনরায় সরবরাহ করা হলো''।

৫,০০০/- টাকার বেশী বছর শেষে না থাকলে হবে না। সবসময়ই ৫০০০/- টাকার অধিক নগদে রাখা সমীচীন নয়। তদন্তকালে মাস ভিত্তিক আয় ব্যয়ের প্রদত্ত হিসাব হতে দেখা যায় এপ্রিল/২০ মাসে ৫৯,০৪১/- টাকা, জুন/২০ মাসে ১,৫৪,১০৬/- টাকা, নভেম্বর২০২০ মাসে ২৪,৫২৪/- টাকা নগদে ছিল। এটি নমুনা হিসেবে উল্লেখ করা হলো।

বিগত ২০২০ সনের (১৭/১০/২০২০ খ্রি.- ১৯/১০/২০২০) তদন্ত প্রতিবেদনে ২০১৩-২০১৪ থেকে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে নগদ ব্যয়িত ১২৩,২৩,৬২৯/-টাকা প্রবিধিমালা-২০০৯ এর পরিপন্থী উল্লেখ করা হয়েছে।

অধ্যক্ষ লিখিতভাবে স্বীকার করেছেন শুধু হযরত শাহ আলী শপিং কমপ্লেক্সের জমিদারি ভাড়া নাম হস্তান্তর খাতে অনিয়মিতভাবে অর্থ রশিদের মাধ্যমে নগদ গ্রহণ করা হয়। উক্ত অর্থ ব্যাংকে জমা করার জন্য অফিস সহকারীকে নির্দেশনা দেওয়া রয়েছে। তবে মাঝে মাঝে প্রতিষ্ঠানের জরুরী প্রয়োজনে আদায়কৃত নগদ অর্থ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যয় মিটানো হয়। কারণ, কলেজের সাধারণ তহবিল সভাপতি কলেজ গভর্নিং বডি ও অধ্যক্ষ/সদস্য সচিবের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হয়। তবে নগদ ব্যয়কৃত অর্থের সকল ব্যয় ভাউচার কলেজ গভর্নিং বডির সভায় অনুমোদিত রয়েছে। প্রতিষ্ঠানের অর্থ নগদে রাখলে ব্যক্তি কাজে ব্যবহারের যেমন সুযোগ থাকে তেমনি নগদ অর্থ পরিশোধে অর্থ তছরুপেরও সুযোগ থাকে। নগদে অর্থ রাখা ও ব্যয় করা আর্থিক বিধির পরিপন্থী। এ বিষয়ে বিগত তদন্তে প্রতিবেদনের উল্লেখ করা হলেও অধ্যক্ষ তা অনুসরণ করার উৎসাহ না দেখিয়ে যৌথ স্বাক্ষরের অজুহাত দেখিতে নগদ অর্থ ব্যয়ের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছেন। যা আর্থিক বিধির পরিপন্থী।

মতামত: বিগত ২০২০ সনের তদন্ত প্রতিবেদনের নির্দেশনা উপেক্ষা করে হাতে নগদ অর্থ রাখা এবং নগদ অর্থ ব্যয় করার অভিযোগ প্রমাণিত।

(খ) সূচনা বক্তব্যের অভিযোগ:

১। অধ্যক্ষ কর্তৃক ভূয়া ভাউচার তৈরি ও মনোবিজ্ঞানের শিক্ষক জনাব রুবিনা আক্তার দিনা কর্তৃক ভাউচারে স্বাক্ষর গ্রহণ করা।

তথ্যের উৎস:

১। অধ্যক্ষ কর্তৃক সরবরাহকৃত রেকর্ড;

২। অভিযোগকারীর মতামত;

৩। শিক্ষক-কর্মচারীদের মতামত;

৪। বিবিধ

প্রাপ্ত তথ্যের পর্যালোচনা: এ অভিযোগের বিষয়ে অভিযোগকারী সহকারী অধ্যাপক জনাব মো: শাহাদাৎ হোসেন জানান, ''অধ্যক্ষ কর্তৃক ভূয়া ভাউচার তৈরী ও মনোবিজ্ঞানের শিক্ষক রুবিনা দিনা কর্তৃক উক্ত ভাউচারে স্বাক্ষর গ্রহণ করিয়েছেন। নিম্নে কিছু ভূয়া ভাউচারের নমুনা - ভূয়া ভাউচার নং-৬৮৪(০৬/০৩/১৯), ৭২৩ (১৭/০৩/১৯), ৭৮৫ (১০/০৫/১৯)''।

নং-৬৮৪(০৬/০৩/১৯), ৭২৩ (১৭/০৩/১৯), ৭৮৫ (১০/০৫/১৯) ভাউচার ৩টি কলেজে তৈরি ডেবিট ভাউচার। ৬৮৪ নং ভাউচারটি একাদশ ও দ্বাদশ ও অনার্স পরীক্ষার জন্য ৭২৩ নং ভাউচারটি অনার্স পরীক্ষারকাগজ ক্রয় এবং ৭৮৫ নং ভাউচারটি স্টেশনারী মালামাল ক্রয় বাবদ খরচ উল্লেখ আছে। ভাউচারে নাম ছাড়া গ্রহীতার , হিসাব রক্ষকের আরও ৩টি নাম ছাড়া স্বাক্ষর রয়েছে, অধ্যক্ষের অনুস্বাক্ষর রয়েছে। এ ভাউচারটি তৈরি করা হয়েছে মেসার্স হযরত এন্টারপ্রাইজ হতে প্রাপ্ত বিলে ভিত্তিতে। ১৫/০২/১৯, ০৬/০৩/১৯, ১৭/০৩/১৯ ও ১৭/০৪/১৯ তারিখের ৪টি বিলে লিখা আছে রশিদ ফাঁকা নিয়েছে মালামাল/কাগজ বিক্রয় হয় নাই। এ লিখাটি লিখা হয়েছে ১৭/১০/২০২০ তারিখে। অর্থাৎ প্রায় দেড় বছর পরে। এ বিল গুলি অভিযোগকারী কর্তৃক সরবরাহকৃত। ১৫ জন শিক্ষক-কর্মচারী এ অভিযোগের পক্ষে এবং ৪১ জন শিক্ষক-কর্মচারী এ অভিযোগর বিপক্ষে/জানেন না বলে মতামত প্রদান করেছেন। দোকান কর্তৃক দীর্ঘদিন পর ফাঁকা বিল নেওয়ার বিষয়টি নিরপেক্ষভাবে যাচাইয়ের সুযোগ নেই। তা ছাড়া কলেজে রক্ষিত বিলে এ লিখা নাথাকায় এ অভিযোগ প্রমানিত নয়। তবে ডেবিট ভাউচারে অন্যান্যদের সাথে জনাব রুবিনা আক্তার দিনার অনুস্বাক্ষর রয়েছে।

মতামত:

১) অভিযোগ প্রমাণিত নয়।

২। **অভিযোগ:** অধ্যক্ষ ইসলাম শিক্ষার শিক্ষক ড. মো: আব্দুল মুকিম ও প্রভাষক ইংরেজি জনাব মো: কছিম উদ্দিনের স্বাক্ষর জাল করে শাহ আলী মার্কেটের দোকান বিক্রি করেন।

তথ্যের উৎস:

১। অধ্যক্ষ কর্তৃক সরবরাহকৃত রেকর্ড;
২। অভিযোগকারীর মতামত;
৩। শিক্ষক-কর্মচারীদের মতামত;
৪। বিবিধ

প্রাপ্ত তথ্যের পর্যালোচনা: এ অভিযোগের বিষয়ে অভিযোগকারী সহকারী অধ্যাপক জনাব মো: শাহাদাৎ হোসেন জানান,'' উক্ত ব্যক্তিরা জড়িত আছেন কিনা আমার জানা নাই। তবে জাল দলিলের মাধ্যমে কলেজ মার্কেটের তৃতীয় তলার বি/২১/এ দোকান বিক্রি করেছেন এটা সত্য''। তদন্তকালে কলেজের মাত্র ২ জন শিক্ষক প্রাক্তন অধ্যক্ষের স্বাক্ষর জাল করে দোকান বিক্রি কথা বলেন। হযরত শাহ আলী গালর্স স্কুল এন্ড কলেজ শপিং কমপ্লেক্স এর সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোহাম্মদ আলাউদ্দিন আল আজাদও প্রাক্তন অধ্যক্ষের স্বাক্ষর করার বিষয় উল্লেখ করেছেন।

উল্লেখ্য যে, দোকান ও গ্যারেজ ভাড়া প্রদান, নকশা পরিবর্তন, দোকান ভাড়ার টাকা আত্মসাৎ, জালজালিয়াতি ও জবর দখল ইত্যাদি বিষয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব আলাউদ্দিন আল আজাদ কর্তৃক বিজ্ঞ সি.এম.এম আদালত, ঢাকায় ১২৭/২০২১ নং মামলা চলমান আছে। আদালতে বিচারাধীন বিষয়ে তদন্ত করে মতামত প্রদান যথাযথ হিসেবে গণ্য নয়। এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞ আদালতের রায়ই চূড়ান্ত হিসেবে গণ্য হবে।

মতামত: বিষয়টি বিজ্ঞ সি.এম.এম আদালত, ঢাকায় বিচারাধীন। বিজ্ঞ আদালতের চূড়ান্ত রায় অনুযায়ী বিষয়টি নিষ্পত্তি যোগ্য।

৩। অভিযোগ: অধ্যক্ষ হযরত শাহ আলী মহিলা কলেজ শপিং কমপ্লেক্স দোকান মালিক সমিতির সভাপতি আলহাজ্জ্ব আলাউদ্দিন আল আজাদ এর ক্রয়কৃত দোকান দখল করেন।

তথ্যের উৎস:

১। অধ্যক্ষ কর্তৃক সরবরাহকৃত রেকর্ড;
২। অভিযোগকারীর মতামত;
৩। শিক্ষক-কর্মচারীদের মতামত;
৪। বিবিধ

প্রাপ্ত তথ্যের পর্যালোচনা: এ অভিযোগের বিষয়ে অভিযোগকারী সহকারী অধ্যাপক জনাব মো: শাহাদাৎ হোসেন জানান," অধ্যক্ষ মহোদয় হযরত শাহ আলী মহিলা কলেজ শপিং কমপ্লেক্স দোকান মালিক সমিতির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব আলাউদ্দিন আল আজাদ এর ক্রয়কৃত দোকান দখল করার চেষ্টা করেছেন।

এ বিষয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধা, মোহাম্মদ আলাউদ্দিন আল আজাদ, সভাপতি হযরত শাহ আলী গার্লস স্কুল ও কলেজ শপিং কমপ্লেক্স জানান, "আমি বীরমুক্তিযোদ্ধা মো: আলাউদ্দিন আল-আজাদ, সভাপতি, হযরত শাহ আলী গার্লস স্কুল ও কলেজ শপিং কমপ্লেক্স। গত ২৬/০৭/২০১২ইং তারিখে হযরত শাহ আলী গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ মার্কেটের ডেভলপার মেসার্স টেকনোপল কন্সট্রাকশন লি: এর স্বত্বাধীকারী মো: মজিবর রহমান এর নিকট হইতে প্রভাতী শ্রমজীবি সমবায় সমিতি লি: এর পক্ষে আমি সভাপতি মো: আলাউদ্দিন আল-আজাদ এবং সম্পাদক এম এ মালেক, সমিতির নামে ডেভলপার প্রদর্শিত মার্কেটের নকশা অনুযায়ী মার্কেটের ৩য় তলায় ৩২৩২ স্কয়ারফিট স্পেস নগদ টাকা প্রদান করে ক্রয় করি। পরবর্তীতে সমিতির অর্থের প্রয়োজন হওয়ায় উক্ত ৩২৩২ স্কয়ারফিট স্পেস বিক্রির প্রস্তাব করিলে আমি উক্ত স্পেস ক্রয় করিতে সম্মত হইলে প্রভাতী শ্রমজীবি সমবায় সমিতি লি: গত ১০/০৫/২০১৪ইং তারিখে আমার নিকট স্পেসটি বিক্রি করে দেয় ।

স্পেস ক্রয়ের পর গত ২৮/১০/২০১৪ইং তারিখে আমি কলেজ কর্তৃপক্ষের তৎকালীন সভাপতি জনাব জাহাঙ্গীর আলম বাবলার নির্দেশে সার্ভেয়ার দ্বারা মেপে গত ২৪/০৩/২০১৫ইং তারিখে ৩২৩২ স্কয়ারফিট এর পরিবর্তে ৩২০৯.১৫ স্কয়ারফিট জায়গা বুঝিয়ে দেন এবং কলেজ জমিদারী ভাড়া নির্ধারণ করে দেন, সে মোতাবেক আমি বিগত জুলাই/২০১২ইং সন থেকে নিয়মিত ভাড়া পরিশোধ করে আসছি। গত ডিসেম্বর/২০১৯ইং সন পর্যন্ত ভাড়া পরিশোধ করলেও অধ্যক্ষ ২৪/০৬/২০২০ইং তারিখে আমার ক্রয়কৃত স্পেসের মধ্যে ৯টি দোকান অবৈধ উল্লেখ করে ১৭,২১,৫১৭/- টাকা জুলাই/২০১৮ হইতে বকেয়া ভাড়া পরিশোধের নোটিশ প্রদান করেন। যাহা সম্পূর্ণ অবৈধ। কারণ এই জায়গার মালিক কলেজ কর্তৃপক্ষ নয়। মালিক ডেভলপার মো: মজিবর রহমান। গত ২৮/০৬/২০২০ইং তারিখে আমি ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা কলেজের ব্যাংক হিসাব নং-১২০৩০০৩২০১২০৮ ন্যাশনাল ব্যাংক, মিরপুর-০১ শাখায় জমা প্রদান করে অধ্যক্ষের নিকট ভাড়ার রশিদ চাইলে এখন পর্যন্ত অধ্যক্ষ আমাকে ভাড়ার রশিদ দেন নাই (ব্যাংক জমার রশিদের কপি সংযুক্ত)।

পরবর্তীতে অধ্যক্ষ ময়েজ উদ্দিন ডেভলপার মো: মজিবর রহমান এর সাথে যোগসাজোস করে আমার স্পেসের মধ্যে সাবেক অধ্যক্ষ শিরিন আক্তার এর স্বাক্ষর জাল (টেম্পারিং) করে জাল দলিলের মাধ্যমে দোকান বিক্রির পায়তারা করে এবং অধ্যক্ষ আমার সাথে মো: মজিবর রহমান এর সমঝোতা করে দেওয়ার নাম করে অর্থ দাবী করে। আমি টাকা দিতে অস্বীকার করলে অধ্যক্ষ ক্ষিপ্ত হয়ে প্রাক্তন সভাপতি ও ঢাকা-১৪ আসনের

এম.পি মরহুম মো: আসলামুল হক আসলামের স্বাক্ষর জালিয়াতী (কম্পিউটার টেম্পারিং) করে ২৫/০৭/২০২০ইং তারিখে অন্যায়ভাবে ভাড়া পরিশোধের জন্য নোটিশ প্রদান করে। যা সম্পূর্ণ বেআইনী। এমনকি ২৫/০৭/২০২০ ইং তারিখে মরহুম এম.পি মো: আসলামুল হক আসলাম এর স্বাক্ষর জালিয়াতী করে আমার ভাড়াটিয়ার নিকট ১৫২৬ স্কয়ারফিট জায়গার ভাড়া চেয়ে নোটিশ প্রদান করে। আমার ভাড়াটিয়াকে নোটিশ প্রদান করা সম্পূর্ণ অবৈধ।

আমি বীর মুক্তিযোদ্ধা আলাউদ্দিন আল-আজাদ গত ১৩/১০/২০১৩ইং তারিখে ডেভলপার মো: মজিবর এর নিকট থেকে ১০টি দোকান ক্রয়করে কলেজ থেকে নামজারী করি। পরবর্তীতে ১০টি দোকানের মধ্যে ০৬টি দোকান ক্রয় করে কলেজ থেকে নামজারী করি। পরবর্তীতে ১০টি দোকানের মধ্যে ০৬টি দোকান বিক্রি করিলে ক্রেতাগণ কলেজ থেকে তাদের নামে নামজারী করে নেয়। পরবর্তীতে ডেভলপার মো: মজিবর রহমান, অধ্যক্ষ ময়েজ উদ্দিননের সহযোগীতায় আমার ০৪টি দোকান জনৈক আবুল সরকারের নিকট বিক্রি করে। কলেজের অধ্যক্ষ এবং অফিস সহকারীর (মোতালেব) সহযোগীতায় আমার দোকানের ভাড়াটিয়াদের উচ্ছেদ করে দোকানে তালা লাগিয়ে দেয় এবং আবুল সরকারকে দোকানগুলি বুঝিয়ে দেয়। আমি শাহআলী থানায় জিডি এন্ট্রি করি যার নং-১২৬ তাং ০৩/১০/২০২০ উক্ত জিডির তদন্তভার এসআই জালাল উদ্দিনের উপর ন্যাস্ত হলে তিনি ১১/১০/২০২০ ইং তারিখে উভয় পক্ষের কাগজপত্র পর্যালোচনা করে মার্কেটের অফিসে আমার স্বপক্ষে দোকানগুলি দখল আমাকে বুঝিয়ে দিলে আমি পুনরায় দোকানগুলি বুঝিয়া পাই। এইভাবে অধ্যক্ষ ময়েজ উদ্দিন ও তার অফিস সহকারী মো: মোতালেব হোসেন আমাকে নাজেহাল করছেন।

হযরত শাহআলী গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ মার্কেটের কলেজের অংশে প্রায় ৬৩৯টির মত দোকান বিদ্যমান। যার ১০৯টি অবৈধ দোকান বেসমেন্টে করা হয়েছে। রাজউক এবং সিটি কর্পোরেশন এর আইন অনুযায়ী প্রত্যেক মার্কেটের বেইজমেন্ট ফ্লোরে গাড়ী পার্কিং এর সুব্যবস্থা থাকতে হবে। সে অনুযায়ী অত্র মার্কেটের বেইজমেন্ট ফ্লোরে নামে মাত্র গাড়ী পার্কিং থাকলেও অধ্যক্ষ ও ডেভলপার মো: মজিবর মিলে দোকান করার চেষ্টা করেছে।

অতএব, আমার দরখাস্ত তদন্ত করে সঠিক প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য মহোদয়ের নিকট আবেদন করছি''।

উল্লেখ্য যে, দোকান ও গ্যারেজ ভাড়া প্রদান, নকশা পরিবর্তন, দোকান ভাড়ার টাকা আত্মসাৎ, জালজালিয়াতি ও জবর দখল ইত্যাদি বিষয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব আলাউদ্দিন আল আজাদ কর্তৃক বিজ্ঞ সি.এম.এম আদালত, ঢাকায় ১২৭/২০২১ নং মামলা চলমান আছে। আদালতে বিচারাধীন বিষয়ে তদন্ত করে মতামত প্রদান যথাযথ হিসেবে গণ্য নয়। এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞ আদালতের রায়ই চূড়ান্ত হিসেবে গণ্য হবে।

মতামত: বিষয়টি বিজ্ঞ সি.এম.এম আদালত, ঢাকায় বিচারাধীন। বিজ্ঞ আদালতের চূড়ান্ত রায় অনুযায়ী বিষয়টি নিষ্পত্তি যোগ্য।

৪। **অভিযোগ:** মনোবিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক পর্যায়ে ৫-৬ ধরে কোন ছাত্রী ভর্তি হয়নি।

প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা:

প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় ২০২০ সনের তদন্ত প্রতিবেদনেরত ৭ নং পৃষ্ঠার বর্ণনা অনুযায়ী ২০১৪-১৫ থেকে ২০১৯-২০ শিক্ষা বর্ষের মধ্যে শুধু ২০১৬-১৭ শিক্ষা বর্ষে ডিগ্রিতে মনোবিজ্ঞানে কোন শিক্ষার্থী ছিল না। তদন্তকালে অধ্যক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুযায়ী ২০২০-২১ সেশনের ১ম বর্ষে ৮ জন শিক্ষার্থী রয়েছে।

মতামত: ২০১৬-১৭ শিক্ষা বর্ষে ডিগ্রিতে মনোবিজ্ঞান বিভাগে কোন শিক্ষার্থী না থাকার অভিযোগ প্রমাণিত।

৫। **অভিযোগ:** অধ্যক্ষের মানবিক শাখার ২০১৯ সালে এইচএসসি পরীক্ষার্থী শাহারা জেরিন রোল নং-১২৯ এর মায়ের সাথে পরকিয়া।

প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা: কলেজে শিক্ষার্থী শাহারা জেরিনের ফলাফল সন্তোষক জনক না হওয়ায় ছাত্রীর মা অধ্যক্ষের সাথে যোগাযোগ করেন এবং একজন শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রীর আবেদন লিখে তাঁকে সহায়তা প্রদান করা হয়। যা কোন ছাত্রীর মার সাথে কোন অনৈতিক সম্পর্কের প্রমাণ বহন করে না। উল্লিখিত শিক্ষার্থীকে বিগত ২০২০ সালের তদন্ত প্রতিবেদনের ৮ পৃষ্ঠার এ অভিযোগের মন্তব্য উল্লেখ ছিল, '' কলেজে শিক্ষার্থী শাহারা জেরিনের ফলাফল সন্তোষক জনক না হওয়া সত্বেও তাকে অধ্যক্ষ এবং তার সহযোগী কর্তৃক বিশেষ সুবিধা প্রদান অভিযোগের (শিক্ষার্থীর মায়ের সাথে অনৈতিক সর্ম্পক) সত্যতা নির্দেশ করে বলে প্রতীয়মান হয়''। যা অভিযোগটি প্রমাণিত তা নির্দেশ করে না। তদন্তকালে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীর মা বা অন্য কার নিকট হতে এ অভিযোগের সপক্ষে কোন মতামত পাওয়া যায়নি। তাই অভিযোগটি প্রমাণিত হিসেবে গণ্য নয়।

মতামত: অভিযোগ প্রমাণিত নয়।

৬। **অভিযোগ:২০০৮ সালে নারায়নগঞ্জ, সোনারগাঁও জি আর কলেজে অধ্যক্ষ থাকাকালীন শিক্ষার্থীদের ও গ্রামীন টাওয়ারের টাকা আত্মসাৎ করায় অধ্যক্ষময়েজ উদ্দিনকে কলেজ থেকে বের করে দেওয়া।**

প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা: অভিযোগকারী এ অভিযোগটি অত্র অধিদপ্তরের বিগত তদন্ত প্রতিবেদনে প্রমাণিত বলে উল্লেখ করেছেন এবং ২৩/০৪/২০১১ তারিখের তদন্ত প্রতিবেদনের ছায়ালিপি প্রদর্শন করেন। নতুন কোন তথ্য প্রদান করেননি। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনের অভিযোগ-১ এর মন্তব্য হতে দেখা যায় যে, অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন কর্তৃক ৫ম ও ৮ম শ্রেণির বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর বৃত্তির টাকা থেকে বেআইনীভাবে বিনা রশিদে ১৫/- টাকা করে অতিরিক্ত কর্তনের সত্যতা পাওয়া যায় এবং আদায়কৃত অর্থ অধ্যক্ষ আত্মসাৎ করেছেন। তবে গ্রামীণ টাওয়ারে বিষয়ে কোন উল্লেখ নেই।

বিগত ২৩/০৪/২০১১ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদনের শিক্ষার্থীদের বৃত্তির টাকা আত্মসাতের অভিযোগ প্রমাণিত উল্লেখ ছিল। বর্তমান তদন্তে নতুন কোন রেকর্ড তথ্য নেই।

মতামত: বিগত ২৩/০৪/২০১১ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদনের শিক্ষার্থীদের বৃত্তির টাকা আত্মসাতের অভিযোগ প্রমাণিত উল্লেখ ছিল।

৭। **অভিযোগ:** ১২/০১/২০১৮ তারিখে বিভিন্ন ব্যাংকে সিনিয়র অফিসার পরীক্ষার জন্য হযরত শাহ আলী মহিলা কলেজ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়। অধ্যক্ষ ১৬০০ আসনের বিপরীতে ৫৬০০ আসনের ব্যবস্থা করেন। সীমিত আসনে অধিকসংখ্যক পরীক্ষার্থী থাকায় পরীক্ষা দিতে না পারায় পরীক্ষা বাতিল হয়। পরীক্ষা বাতিল হলেও অধ্যক্ষ ৩,৬৪,০০০/- টাকাসহ ২১,৫৬,০০০/- টাকা আত্মসাৎ করেন। অধ্যক্ষের দুনীর্তির কারণে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএ/বিএসএস প্রোগ্রাম এবং ঢাকা বোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার কেন্দ্র বাতিল করা হয়।

প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা: অভিযোগকারী জানান, অধ্যক্ষের অনিয়মের কারণে উক্ত পরীক্ষা বাতিল হয়েছিল যা সোসাল ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া প্রচারিত হয়। ২০১৭ সালে অধ্যক্ষের দুর্নীতির কারণে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড অত্র

কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার কেন্দ্র বাতিল করেন। কয়েক জন শিক্ষক জানান বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার কেন্দ্র বন্ধ আছে। তবে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোগ্রাম পুনরায় চালু হয়েছে।

অভিযোগকারীসহ আরো কয়েক জন শিক্ষক জানান শিক্ষক-কর্মচারীদের ৩,৬৪,০০০/-বন্টন না করে অধ্যক্ষ আত্মসাৎ করেছেন। উক্ত ৩,৬৪,০০০/- টাকা এবং ২১,৫৬,০০০/- টাকার উৎস, কোন খাতের, কারা এ টাকা প্রাপ্য ইত্যাদির দালিলিক কোন রেকর্ড তদন্তকালে পাওয়া যায়নি। ফলে উক্ত টাকা আত্মসাতে বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

মতামত:

১। ১২/০১/২০১৮ তারিখে ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার পদের পরীক্ষা বাতিলের অভিযোগ প্রমাণিত।

২। ঢাকা শিক্ষা বোর্ড এর অধীন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার কেন্দ্র বাতিল এবং উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএ/বিএসএস প্রো্রগ্রাম বাতিল হওয়ার অভিযোগ প্রমানিত।

৩। ৩,৬৪,০০০/- টাকা এবং ২১,৫৬,০০০/- টাকা আত্মসাতের অভিযোগ প্রমাণিত নয়।

(গ) অভিযোগপত্রে বর্ণিত দফাওয়ারী অভিযোগ:

দফাওয়ারী অভিযোগের তদন্তের উল্লেখ করার আগে দেখা যাক কোন কোন শিক্ষক কর্মচারী অভিযোগের পক্ষে মতামত প্রদান করেছেন এবং কোন কোন শিক্ষক-কর্মচারী অভিযোগের বিপক্ষে/অভিযোগ সম্পর্কে জানেন বলে মতামত প্রদান করেছেন তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

অভিযোগের বিপক্ষে/অভিযোগ সম্পর্কে জানেন না বা শুনেছেন মর্মে যারা মতামত প্রদান করেছেন। তাঁরা হলেন-

১। জনাব রুবিনা আকতার দিনা, সহকারী অধ্যাপক
২। জনাব মো: সলিম উল্লাহ বাহার, প্রভাষক
৩। মোসাম্মাৎ মোবাশ্বারা আক্তার চৌধুরী, সহকারী অধ্যাপক
৪। জনাব ইসমত জাহান শ্যামা, সহকারী অধ্যাপক
৫। জনাব মো: আহসান হাবিব, প্রভাষক
৬। জনাব শামা নাসরিন, গ্রন্থাগারিক
৭। জনাব মেহেতাজ বেগম, প্রদর্শক
৮। জনাব মনোয়ারা আক্তার, সহকারী অধ্যাপক
৯। জনাব কাশফিয়া নাহরীন, প্রভাষক
১০। জনাব সাদিকুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক
১১। জনাব এম এম শফিকুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক
১২। মোসাম্মাৎ হাবিবা খাতুন, প্রভাষক
১৩। জনাব মো: মুনান শেখ, প্রভাষক (খন্ডকালীন)
১৪। জনাব আফরোজা, প্রভাষক
১৫। জনাব মো: আব্দুস ছালাম , সহকারী অধ্যাপক
১৬। জনাব মো: জাহিদুর রহমান, প্রভাষক
১৭। জনাব কোহিনুর খাতুন, সহকারী অধ্যাপক

১৮। জনাব খাদিজা ইয়াসমীন, সহকারী অধ্যাপক
১৯। জনাব সাবিনা আক্তার, প্রভাষক
২০। জনাব লুৎফুন্নেছা বেগম, সহকারী অধ্যাপক
২১। জনাব মিটু চন্দ্র দাস, প্রভাষক
২২। জনাব গুলশান আরা, সহকারী অধ্যাপক
২৩। মোসা: সুফিয়া বেগম, সহকারী অধ্যাপক
২৪। জনাব মাহমুদা বেগম, প্রভাষক
২৫। জনাব মো: আমিরুল ইসলাম, প্রভাষক
২৬। জনাব নহিদা সুলতানা, প্রভাষক
২৭। জনাব শিরিন শামসাদ, সহকারী অধ্যাপক
২৮। জনাব মো: ফকরুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক
২৯। জনাব মো: হাফিজুর রহমান ভূঞা, সহকারী অধ্যাপক
৩০। জনাব লিও মার্টিন জনি বনিক, প্রভাষক
৩১। জনাব জুবাইদা গুলশান আরা, সহকারী অধ্যাপক
৩২। জনাব মো: কছিম উদ্দিন, সহকারী অধ্যাপক
৩৩। জনাব মো: আফসার হোসেন, সহকারী অধ্যাপক
৩৪। জনাব শারমীন বেগম, প্রভাষক
৩৫। জনাব রোকশানা লাইজু, সহকারী অধ্যাপক
৩৬। জনাব মোছা: রেখা পারভীন, সহকারী অধ্যাপক
৩৭। জনাব শাহিতাজ বিটু, সহকারী অধ্যাপক
৩৮। জনাব মো: মোতলেব হোসেন, অফিস সহকারী
৩৯। জনাব মো: মজিবুর রহমান সরকার, প্রদর্শক
৪০। জনাব জেসমিন আক্তার, সহকারী অধ্যাপক
৪১। জনাব সুমাইয়া বিনতে আব্দুল্লাহ, প্রভাষক

অভিযোগের পক্ষে/আংশিক পক্ষে যাঁরা মতামত প্রদান করেছেন-

১। জনাব মো: শাহাদাৎ হোসেন, সহকারী অধ্যাপক
২। জনাব মো: আখতারুজ্জামান, প্রভাষক
৩। জনাব মালিহা পারভিন, প্রভাষক
৪। জনাব আবু হেনা মোস্তফা জামাল, প্রভাষক
৫। জনাব রানা ফেরদৌস রত্না, প্রভাষক
৬। জনাব মো: ফকরুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক
৭। জনাব মো: আনোয়ার হোসেন, প্রভাষক
৮। জনাব মো: আনোয়ার হোসেন হিসাব রক্ষক
৯। জনাব গোপাল চন্দ্র দাস, প্রভাষক
১০। জনাব জুবাইদা গুলশান আরা, সহকারী অধ্যাপক
১১। জনাব ইসমত জাহান শামা, সহকারী অধ্যাপক
১২। ড. মো: শাহীনুর রশীদ, সহকারী অধ্যাপক
১৩। জনাব মো: শাহাজাহান, ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী
১৪। জনাব আছমা আক্তার , অফিস সহকারী
১৫। মোছাঃ খাদিজা খাতুন, কম্পিউটার ল্যাব এসিস্টেন্ট

উল্লিখিত তথ্য হতে বুঝা যায় কলেজে শিক্ষক-কর্মচারীরা অধ্যক্ষের পক্ষে ও বিপক্ষে ২ ভাগে বিভক্ত।

নিম্নে অভিযোগপত্রে বর্ণিত দফাওয়ারী তদন্তের উল্লেখ করা হলো:

অভিযোগের ১ নং বিষয়: হযরত শাহ্ আলী মার্কেটের ৩য় তলায় ডেপলোপারের ১০টি দোকান মাসিক ৬ হাজার টাকায় ভাড়া দিয়ে সেই টাকা কলেজ ফান্ডে জমা না দিয়ে নিজের একাউন্টে জমা করেন। দোকান ভাড়ার দায়িত্বে ৮নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি শেখ আব্দুল হামিদ।

তথ্যের উৎস:

১) অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন এর উপস্থাপিত রেকর্ড;
২) শিক্ষক-কর্মচারীগণের লিখিত বকতব্য;
৩) অভিযোগকারীর লিখিত বক্তব্য;
৪) প্রাপ্ত রেকর্ডপত্র ।

প্রাপ্ত তথ্যের পর্যালোচনা: এ অভিযোগের বিষয়ে অভিযোগকারী সহকারী অধ্যাপক জনাব মো: শাহাদাৎ হোসেন জানান, এছাড়া আন্ডার গ্রাউন্ডের গ্রেজভাড়া দিয়ের কয়েক বছর ধরে সম্পূর্ণ টাকা আত্মসাৎ করেছেন। মার্কেটের মালিক সমিতি কর্তৃক রাজউক-এ অভিযোগ দেয়ার পরও এখনো অর্ধেক অংশ ভাড়া দিয়ে অর্থ আত্মসাৎ করে চলেছেন।

আমি শুনেছি তৎকালীন এমপি মরহুম আসলামুল হক অভিযোগের ভিত্তিতে ১০টি দোকান তালা দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু অধ্যক্ষ ময়েজ উদ্দিন দোকান গুলি তালা না দিয়ে ভাড়াটিয়ার নিকট থেকে ভাড়া নিয়ে টাকা আত্মসাৎ করেছেন।

অধ্যক্ষ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। ৪/৫ জন শিক্ষক অভিযোগ সত্য বলে দাবী করলেও তাঁরা যথাযথ দালিলিক প্রামান্য রেকর্ড বা সাক্ষী উপস্থাপন করতে পারেনি।

উল্লেখ্য যে, দোকান ভাড়া প্রদান, নকশা পরিবর্তন, দোকান ভাড়ার টাকা আত্মসাৎ, জালজালিয়াতি ও জবর দখল ইত্যাদি বিষয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব আলাউদ্দিন আল আজাদ কর্তৃক বিজ্ঞ সি.এম.এম আদালত, ঢাকায় ১২৭/২০২১ নং মামলা চলমান আছে। আদালতে বিচারাধীন বিষয়ে তদন্ত করে মতামত প্রদান যথাযথ হিসেবে গণ্য নয়। এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞ আদালতের রায়ই চুড়ান্ত হিসেবে গণ্য হবে।

মতামত: বিষয়টি বিজ্ঞ সি.এম.এম আদালত, ঢাকায় বিচারাধীন। বিজ্ঞ আদালতের চূড়ান্ত রায় অনুযায়ী বিষয়টি নিষ্পত্তি যোগ্য।

অভিযোগের ২ নং বিষয়: মার্কেটের আন্ডার গ্রাউন্ড ভাড়া দিয়ে টাকা নিজের ফান্ডে জমা করেন।

তথ্যের উৎস:

১) অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন এর লিখিত বক্তব্য;
২) শিক্ষক-কর্মচারীগণের লিখিত বকতব্য;
৩) অভিযোগকারীর লিখিত বক্তব্য;
৪) প্রাপ্ত রেকর্ডপত্র ।

প্রাপ্ত তথ্যের পর্যালোচনা: এ অভিযোগের বিষয়ে অভিযোগকারী সহকারী অধ্যাপক জনাব মো: শাহাদাৎ হোসেন জানান, ''আন্ডার গ্রাউন্ডের গ্রেজভাড়া দিয়ের কয়েক বছর ধরে সম্পূর্ণ টাকা আত্মসাৎ করেছেন। মার্কেটের মালিক সমিতি কর্তৃক রাজউক-এ অভিযোগ দেয়ার পরও এখনো অর্ধেক অংশ ভাড়া দিয়ে অর্থ আত্মসাৎ করে চলেছেন।

আমি শুনেছি তৎকালীন এমপি মরহুম আসলামুল হক অভিযোগের ভিত্তিতে ১০টি দোকান তালা দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু অধ্যক্ষ ময়েজ উদ্দিন দোকান গুলি তালা না দিয়ে ভাড়াটিয়ার নিকট থেকে ভাড়া নিয়ে টাকা আত্মসাৎ করেছেন''।

অধ্যক্ষ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। ৪/৫ জন শিক্ষক অভিযোগ সত্য বলে দাবী করলেও তাঁরা যথাযথ দালিলিক প্রামান্য রেকর্ড বা সাক্ষী উপস্থাপন করতে পারেনি।

উল্লেখ্য যে, দোকান ভাড়া প্রদান, নকশা পরিবর্তন, দোকান ভাড়ার টাকা আত্মসাৎ, জালজালিয়াতি ও জবর দখল ইত্যাদি বিষয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব আলাউদ্দিন আল আজাদ কর্তৃক বিজ্ঞ সি.এম.এম আদালত, ঢাকায় ১২৭/২০২১ নং মামলা চলমান আছে। আদালতে বিচারাধীন বিষয়ে তদন্ত করে মতামত প্রদান যথাযথ হিসেবে গণ্য নয়। এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞ আদালতের রায়ই চূড়ান্ত হিসেবে গণ্য হবে।

মতামত: বিষয়টি বিজ্ঞ সি.এম.এম আদালত, ঢাকায় বিচারাধীন। বিজ্ঞ আদালতের চূড়ান্ত রায় অনুযায়ী বিষয়টি নিষ্পত্তি যোগ্য।

অভিযোগের ৩ নং বিষয়: কলেজ ক্যাম্পাসে ৬০টি পেপে গাছের চারা রোপন বাবদ খরচ ১,৫০,০০০/- টাকা।

তথ্যের উৎস:

১) অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন এর উপস্থাপিত রেকর্ড;
২) শিক্ষক-কর্মচারীগণের বক্তব্য;
৩) অভিযোগকারীর উপস্থাপিত রেকর্ড;
৪) প্রাপ্ত রেকর্ডপত্র ।

প্রাপ্ত তথ্যের পর্যালোচনা:

অভিযোগকারী সহকারী অধ্যাপক জনাব মো: শাহাদাৎ হোসেন এর উপস্থাপিত ব্যয়ের ভাউচার হতে দেখা যায় মা এন্টারপ্রাইজ হতে বিলে কলেজের সবজি বাগানের জন্য মাটি ও গোবরসার ক্রয় বাবদ ৯,৮০০/- টাকা ব্যয় দেখানো হয়েছে। এছাড়া অধ্যক্ষ কর্তৃক প্রদর্শিত ভাউচার হতে দেখা যায়-

১। কলেজের সবজি বাগানের জন্য মাটিও গোবরসার ক্রয় ১৪/০৭/২০ তারিখে- ৬৭০০/-
২। কলেজের সবজি বাগানের জন্য ১০০০ ইট ক্রয় ১৫/০৭/২০ তারিখে -৯৬০০/-
৩। ঐ ছাদে মাটি তোলা লেবার বাবদ ১৫/০৭/২০ তারিরেখ-৪০০০/- টাকা
৪। ঐ মাটি ও গোবর সার বাবদ ১৬/০৭/২০ তারিখে -৯৮০০/-
৫। ঐ লেবার খরচ বাবদ ১৬/০৭/২০ তারিখে -৪২০০/-
৬। ঐ চারা ক্রয় বাবদ ১৯/০৭/২০ তারিখে -৫৭০০/-
৭। ঐ লেবার খরচ ১৯/০৭/২০ তারিখে -৭৮০০/-
৮। ঐ ঐ ২০/০৭/২০ তারিখে - ১০০০/-
৯। ঐ বাঁশ ক্রয় বাবদ ২৬/০৭/২০ তারিখে -৭৬০/-

১০। ঐ বাঁশ ক্রয় ও ভ্যান ভাড়া বাবদ ২৮/০৭/২০ তারিখে- ৪৮৫০/-

মোট ৫৪,৪১০/- টাকা।

অভিযোগ অনুযায়ী ক্যাম্পাসে ৬০টি পেপে গাছের চারা রোপনের খরচ দেখানো -১,৫০,০০০/- টাকার এর বিল ভাউচার পাওয়া যায়নি। অভিযোগে তারিখসমূহ উল্লেখ নেই। হয়ত একাধিক মাসে এ ব্যয় হয়ে থাকতে পারে- অর্থাৎ উপরে বর্ণিত ব্যয়ের আগে-পরেসহ। তবে কলেজের ছাদ বাগান ও ক্যাম্পাসে বাগান বাবদ ভেঙ্গে ভেঙ্গে টাকা খরচ করা হয়েছে। ব্যয়ের স্বচ্ছতার জন্য এ খরচের প্রাক্কলন করা উচিত এবং সে অনুযায়ী এক সাথে ক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা করা উচিত। ৬০টি পেপে গাছের চারা বাবদ ১,৫০,০০০/- টাকা ব্যয়ের কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কলেজে ছাদ বাগান ও ক্যাম্পাসের বাগানে ৫৪,৪১০/-টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

মতামত:

১। অভিযোগ প্রমাণিত নয়।

অভিযোগের ৪নং বিষয়: দোকান বিক্রয় মার্কেটের ৩য় তলা হোল্ডিং নং- বি-২১/এ নাম আমিন ফ্যাশন মোবাইল -০১৯৪৭৮৯৪১২৮ দোকান মূল্য ২৮,৫০,০০০/- টাকা কলেজ ফান্ডে জমা হয়নি।

তথ্যের উৎস:

১) অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন এর লিখিত বক্তব্য;
২) শিক্ষক-কর্মচারীগণের লিখিত বকতব্য;
৩) অভিযোগকারীর লিখিত বক্তব্য;
৪) প্রাপ্ত রেকর্ডপত্র ।

প্রাপ্ত তথ্যের পর্যালোচনা: এ অভিযোগের বিষয়ে অভিযোগকারী দালিলিক ও সাক্ষী উপস্থাপন করেননি। অধ্যক্ষও কলেজ ফান্ডে টাকা জমার প্রমাণক উপস্থাপন করেননি ।

উল্লেখ্য যে, দোকান ভাড়া প্রদান, নকশা পরিবর্তন, দোকান ভাড়ার টাকা আত্মসাৎ, জালজালিয়াতি ও জবর দখল ইত্যাদি বিষয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব আলাউদ্দিন আল আজাদ কর্তৃক বিজ্ঞ সি.এম.এম আদালত, ঢাকায় ১২৭/২০২১ নং মামলা চলমান আছে। আদালতে বিচারাধীন বিষয়ে তদন্ত করে মতামত প্রদান যথাযথ হিসেবে গণ্য নয়। এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞ আদালতের রায়ই চূড়ান্ত হিসেবে গণ্য হবে।

মতামত: বিষয়টি বিজ্ঞ সি.এম.এম আদালত, ঢাকায় বিচারাধীন। বিজ্ঞ আদালতের চূড়ান্ত রায় অনুযায়ী বিষয়টি নিষ্পত্তি যোগ্য।

অভিযোগের ৫নং বিষয়: ১৭/১২/২০১৬ইং হইতে ১৪/০৬/২০১৯ইং তারিখ পর্যন্ত বহিরাগত পরীক্ষার আত্মসাৎকৃত টাকার পরিমাণ ২১,৫৬,০০০/- টাকা।

তথ্যের উৎস:

১) অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন এর লিখিত বক্তব্য;
২) শিক্ষক-কর্মচারীগণের লিখিত বকতব্য;
৩) অভিযোগকারীর লিখিত বক্তব্য;
৪) প্রাপ্ত রেকর্ডপত্র ।

প্রাপ্ত তথ্যের পর্যালোচনা: এ অভিযোগের বিষয়ে অভিযোগকরৗী বিস্তারিত কোন প্রাম্যণ্য তথ্য প্রদান করেননি। অধ্যক্ষ কিভাবে ১৭/১২/২০১৬ হতে ১৪/০৬/২০১৯ বহিরাগত পরীক্ষার ২১,৫৬,০০০/- টাকা আত্মসাৎ করেছেন তার তথ্য প্রদান করেননি। কিভাবে ২১,৫৬,০০০/- টাকা আয় হয়েছে তা উল্লেখ করা হয়নি। অভিযোগটি ঢালাও হিসেবে গণ্য। তথ্য উপাত্ত না থাকায় এ বিষয়ে বিস্তারিত অনুসন্ধান করা যায়নি। এ বিষয়ে অধ্যক্ষ ও তদন্তকালে তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন করেননি। তথ্য উপাত্ত না থাকায় অভিযোগ প্রমাণিত নয়।

মতামত: অভিযোগ প্রমাণিত নয়।

অভিযোগের ৬ নং বিষয়: মার্চ ২০১৯ মাসে আত্মসাতের পরিমাণ=৪,৫১,৯৬৯ টাকা।

তথ্যের উৎস:

১) অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন এর লিখিত বক্তব্য;
২) শিক্ষক-কর্মচারীগণের লিখিত বকতব্য;
৩) অভিযোগকারীর লিখিত বক্তব্য;
৪) প্রাপ্ত রেকর্ডপত্র ।

প্রাপ্ত তথ্যের পর্যালোচনা: এ অভিযোগের বিষয়ে অভিযোগকারীর তথ্য অনুযায়ী অধ্যক্ষ ভাউচারের পুরা টাকা প্রাপককে না দিয়ে কম দিয়ে আত্মসাৎ করেছেন। অর্থাৎ মার্চ/২০১৯ মাসে ১১টি ভাউচারে মোট টাকার পরিমাণ ৯,১৯,৮৬৮/- টাকা। প্রাপকে প্রদান করা হয় ৪,৬৭,৮৯৯/- টাকা বাকী (৯১৯৮৬৮-৪৬৭৮৯৯)= ৪,৫১,৯৬৯/- টাকা পাওনাদারকে না দিয়ে অধ্যক্ষ আত্মসাৎ করেছেন মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। তদন্তকালে অভিযোগকারী এ ধরনের কোন পাওনাদারকে হাজির করতে পারেননি বা পাওনাদার কর্তৃক টাকা না পাওয়ার বিষয়ে দালিলিক কোন রেকর্ড প্রদর্শন করতে পারেননি। টাকা না পাওয়ার বিষয়ে কোন পাওনাদারকে হাজির করতে না পারায় এবং দালিলিক কোন রেকর্ড না থাকায় অভিযোগ প্রমাণিত নয়।

মতামত: অভিযোগ প্রমাণিত নয়।

অভিযোগের ৭ নং বিষয়: এপ্রিল ২০১৯ মাসে আত্মসাতের পরিমাণ=১,৪৭,৮৭০ টাকা।

তথ্যের উৎস:

১) অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন এর লিখিত বক্তব্য;
২) শিক্ষক-কর্মচারীগণের লিখিত বকতব্য;
৩) অভিযোগকারীর লিখিত বক্তব্য;
৪) প্রাপ্ত রেকর্ডপত্র ।

প্রাপ্ত তথ্যের পর্যালোচনা: এ অভিযোগের বিষয়ে অভিযোগকারীর তথ্য অনুযায়ী অধ্যক্ষ ভাউচারের পুরা টাকা প্রাপককে না দিয়ে কম দিয়ে আত্মসাৎ করেছেন। অর্থাৎ এপ্রিল/২০১৯ মাসে ০৬টি ভাউচারে মোট টাকার পরিমাণ ১,৯৪,০১০/-/- টাকা। প্রাপকে প্রদান করা হয় ৪৬,১৪০/-/- টাকা বাকী (১,৯৪,০১০-৪৬,১৪০)= ১,৪৭,৮৭০/- টাকা পাওনাদারকে না দিয়ে অধ্যক্ষ আত্মসাৎ করেছেন মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। তদন্তকালে অভিযোগকারী এ ধরনের কোন পাওনাদারকে হাজির করতে পারেননি বা পাওনাদার কর্তৃক টাকা না পাওয়ার বিষয়ে দালিলিক কোন রেকর্ড প্রদর্শন করতে পারেননি। টাকা না পাওয়ার বিষয়ে কোন পাওনাদারকে হাজির করতে না পারায় এবং দালিলিক কোন রেকর্ড না থাকায় অভিযোগ প্রমাণিত নয়।।

মতামত: অভিযোগ প্রমাণিত নয়।

অভিযোগের ৮ নং বিষয়: মে ২০১৯ মাসে আত্মসাতের পরিমাণ=৩,৫৬,৬৯৩ টাকা।

তথ্যের উৎস:

১) অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন এর লিখিত বক্তব্য;
২) শিক্ষক-কর্মচারীগণের লিখিত বকতব্য;
৩) অভিযোগকারীর লিখিত বক্তব্য;
৪) প্রাপ্ত রেকর্ডপত্র ।

প্রাপ্ত তথ্যের পর্যালোচনা: এ অভিযোগের বিষয়ে অভিযোগকারীর তথ্য অনুযায়ী অধ্যক্ষ ভাউচারের পুরা টাকা প্রাপককে না কম দিয়ে আত্মসাৎ করেছেন। অর্থাৎ মে/২০১৯ মাসে ১০টি ভাউচারে মোট টাকার পরিমাণ ৫,৩২,২২৮/- টাকা। প্রাপকে প্রদান করা হয় ১,৭৫,৫৩৫/- টাকা বাকী (৫,৩২,২২৮-১৭৫৫৩৫)=৩,৫৬,৬৯৩ /- টাকা পাওনাদারকে না দিয়ে অধ্যক্ষ আত্মসাৎ করেছেন মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। তদন্তকালে অভিযোগকারী এ ধরনের কোন পাওনাদারকে হাজির করতে পারেননি বা পাওনাদার কর্তৃক টাকা না পাওয়ার বিষয়ে দালিলিক কোন রেকর্ড প্রদর্শন করতে পারেননি। টাকা না পাওয়ার বিষয়ে কোন পাওনাদারকে হাজির করতে না পারায় এবং দালিলিক কোন রেকর্ড না থাকায় অভিযোগ প্রমাণ করা যায়নি।

মতামত: অভিযোগ প্রমাণিত নয়।

অভিযোগের ৯ নং বিষয়: জুন ২০১৯ মাসে আত্মসাতের পরিমাণ=৯৫,০৯০ টাকা।

তথ্যের উৎস:

১) অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন এর লিখিত বক্তব্য;
২) শিক্ষক-কর্মচারীগণের লিখিত বকতব্য;
৩) অভিযোগকারীর লিখিত বক্তব্য;
৪) প্রাপ্ত রেকর্ডপত্র ।

প্রাপ্ত তথ্যের পর্যালোচনা: এ অভিযোগের বিষয়ে অভিযোগকারীর তথ্য অনুযায়ী অধ্যক্ষ ভাউচারের পুরা টাকা প্রাপককে না কম দিয়ে আত্মসাৎ করেছেন। অর্থাৎ জুন/২০১৯ মাসে ০২টি ভাউচারে মোট টাকার পরিমাণ ১,৬০,০৯০/- টাকা। প্রাপকে প্রদান করা হয় ৬৫,০০০/- টাকা বাকী (১৬০০৯০-৬৫০০০)= ৯৫,০৯০/- টাকা পাওনাদারকে না দিয়ে অধ্যক্ষ আত্মসাৎ করেছেন মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। তদন্তকালে অভিযোগকারী এ ধরনের কোন পাওনাদারকে হাজির করতে পারেননি বা পাওনাদার কর্তৃক টাকা না পাওয়ার বিষয়ে দালিলিক কোন রেকর্ড প্রদর্শন করতে পারেননি। টাকা না পাওয়ার বিষয়ে কোন পাওনাদারকে হাজির করতে না পারায় এবং দালিলিক কোন রেকর্ড না থাকায় অভিযোগ প্রমাণ করা যায়নি।

মতামত: অভিযোগ প্রমাণিত নয়।

অভিযোগের ১০ নং বিষয়: জুলাই ২০১৯ মাসে আত্মসাতের পরিমাণ=৪,৩০,৩৩৫ টাকা।

তথ্যের উৎস:

১) অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন এর লিখিত বক্তব্য;
২) শিক্ষক-কর্মচারীগণের লিখিত বকতব্য;
৩) অভিযোগকারীর লিখিত বক্তব্য;
৪) প্রাপ্ত রেকর্ডপত্র ।

প্রাপ্ত তথ্যের পর্যালোচনা: , এ অভিযোগের বিষয়ে অভিযোগকারীর তথ্য অনুযায়ী অধ্যক্ষ ভাউচারের পুরা টাকা প্রাপককে না কম দিয়ে আত্মসাৎ করেছেন। অর্থাৎ জুলাই/২০১৯ মাসে ০৪টি ভাউচারে মোট টাকার পরিমাণ ৫,০০,৩৩৫/- টাকা। প্রাপকে প্রদান করা হয় ৭০,০০০/- টাকা বাকী (৫০০৩৩৫-৭০,০০০)= ৪,৩০,৩৩৫/- টাকা পাওনাদারকে না দিয়ে অধ্যক্ষ আত্মসাৎ করেছেন মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। তদন্তকালে অভিযোগকারী এ ধরনের কোন পাওনাদারকে হাজির করতে পারেননি বা পাওনাদার কর্তৃক টাকা না পাওয়ার বিষয়ে দালিলিক কোন রেকর্ড প্রদর্শন করতে পারেননি। টাকা না পাওয়ার বিষয়ে কোন পাওনাদারকে হাজির করতে না পারায় এবং দালিলিক কোন রেকর্ড না থাকায় অভিযোগ প্রমাণ করা যায়নি।

মতামত: অভিযোগ প্রমাণিত নয়।

অভিযোগের ১১ নং বিষয়: আগস্ট ২০১৯ মাসে আত্মসাতের পরিমাণ=১,৮৩,৪৪০ টাকা।

তথ্যের উৎস:

১) অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন এর লিখিত বক্তব্য;
২) শিক্ষক-কর্মচারীগণের লিখিত বকতব্য;
৩) অভিযোগকারীর লিখিত বক্তব্য;
৪) প্রাপ্ত রেকর্ডপত্র ।

প্রাপ্ত তথ্যের পর্যালোচনা: এ অভিযোগের বিষয়ে অভিযোগকারীর তথ্য অনুযায়ী অধ্যক্ষ ভাউচারের পুরা টাকা প্রাপককে না কম দিয়ে আত্মসাৎ করেছেন। অর্থাৎ আগস্ট/২০১৯ মাসে ০৮টি ভাউচারে মোট টাকার পরিমাণ ১,৮৩,৪৪০/- টাকা। প্রাপকে কোন টাকা প্রদান করা হয়নি, অধ্যক্ষ সমুদয় আত্মসাৎ করেছেন মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। তদন্তকালে অভিযোগকারী এ ধরনের কোন পাওনাদারকে হাজির করতে পারেননি বা পাওনাদার কর্তৃক টাকা না পাওয়ার বিষয়ে দালিলিক কোন রেকর্ড প্রদর্শন করতে পারেননি। টাকা না পাওয়ার বিষয়ে কোন পাওনাদারকে হাজির করতে না পারায় এবং দালিলিক কোন রেকর্ড না থাকায় অভিযোগ প্রমাণ করা যায়নি।

মতামত: অভিযোগ প্রমাণিত নয়।

অভিযোগের ১২ নং বিষয়: সেপ্টেম্বর ২০১৯ মাসে আত্মসাতের পরিমাণ=২,৪২,৭৮৫ টাকা।

তথ্যের উৎস:

১) অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন এর লিখিত বক্তব্য;
২) শিক্ষক-কর্মচারীগণের লিখিত বকতব্য;
৩) অভিযোগকারীর লিখিত বক্তব্য;
৪) প্রাপ্ত রেকর্ডপত্র ।

প্রাপ্ত তথ্যের পর্যালোচনা: এ অভিযোগের বিষয়ে অভিযোগকারীর তথ্য অনুযায়ী অধ্যক্ষ ভাউচারের পুরা টাকা প্রাপককে না কম দিয়ে আত্মসাৎ করেছেন। অর্থাৎ সেপ্টেম্বর/২০১৯ মাসে ০৬টি ভাউচারে মোট টাকার পরিমাণ ২,৪২,৭৮৫/- টাকা। প্রাপকে কোন টাকা প্রদান করা হয়নি, অধ্যক্ষ সমুদয় আত্মসাৎ করেছেন মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। তদন্তকালে অভিযোগকারী এ ধরনের কোন পাওনাদারকে হাজির করতে পারেননি বা পাওনাদার কর্তৃক টাকা না পাওয়ার বিষয়ে দালিলিক কোন রেকর্ড প্রদর্শন করতে পারেননি। টাকা না পাওয়ার বিষয়ে কোন পাওনাদারকে হাজির করতে না পারায় এবং দালিলিক কোন রেকর্ড না থাকায় অভিযোগ প্রমাণ করা যায়নি।

মতামত: অভিযোগ প্রমাণিত নয়।

অভিযোগের ১৩ নং বিষয়: অক্টোবর ২০১৯ মাসে আত্মসাতের পরিমাণ=৭৫,৮১০ টাকা।

তথ্যের উৎস:

১) অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন এর লিখিত বক্তব্য;
২) শিক্ষক-কর্মচারীগণের লিখিত বকতব্য;
৩) অভিযোগকারীর লিখিত বক্তব্য;
৪) প্রাপ্ত রেকর্ডপত্র ।

প্রাপ্ত তথ্যের পর্যালোচনা: এ অভিযোগের বিষয়ে অভিযোগকারীর তথ্য অনুযায়ী অধ্যক্ষ ভাউচারের পুরা টাকা প্রাপককে না কম দিয়ে আত্মসাৎ করেছেন। অর্থাৎ অক্টোবর/২০১৯ মাসে ০৩টি ভাউচারে মোট টাকার পরিমাণ ৭৫,৮১০/- টাকা। প্রাপকে কোন টাকা প্রদান করা হয়নি, অধ্যক্ষ সমুদয় আত্মসাৎ করেছেন মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। তদন্তকালে অভিযোগকারী এ ধরনের কোন পাওনাদারকে হাজির করতে পারেননি বা পাওনাদার কর্তৃক টাকা না পাওয়ার বিষয়ে দালিলিক কোন রেকর্ড প্রদর্শন করতে পারেননি। টাকা না পাওয়ার বিষয়ে কোন পাওনাদারকে হাজির করতে না পারায় এবং দালিলিক কোন রেকর্ড না থাকায় অভিযোগ প্রমাণ করা যায়নি।

মতামত: অভিযোগ প্রমাণিত নয়।

অভিযোগের ১৪ নং বিষয়: নভেম্বর ২০১৯ মাসে আত্মসাতের পরিমাণ=৫,৬০,১৩৮ টাকা।

তথ্যের উৎস:

১) অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন এর লিখিত বক্তব্য;
২) শিক্ষক-কর্মচারীগণের লিখিত বকতব্য;
৩) অভিযোগকারীর লিখিত বক্তব্য;
৪) প্রাপ্ত রেকর্ডপত্র ।

প্রাপ্ত তথ্যের পর্যালোচনা: এ অভিযোগের বিষয়ে অভিযোগকারীর তথ্য অনুযায়ী অধ্যক্ষ ভাউচারের পুরা টাকা প্রাপককে না কম দিয়ে আত্মসাৎ করেছেন। অর্থাৎ .নভেম্বর/২০১৯ মাসে ০৭টি ভাউচারে মোট টাকার পরিমাণ ৫,২০,১৩৮/- টাকা। প্রাপকে কোন টাকা প্রদান করা হয়নি, অধ্যক্ষ সমুদয় আত্মসাৎ করেছেন মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। তদন্তকালে অভিযোগকারী এ ধরনের কোন পাওনাদারকে হাজির করতে পারেননি বা পাওনাদার কর্তৃক টাকা না পাওয়ার বিষয়ে দালিলিক কোন রেকর্ড প্রদর্শন করতে পারেননি। টাকা না

পাওয়ার বিষয়ে কোন পাওনাদারকে হাজির করতে না পারায় এবং দালিলিক কোন রেকর্ড না থাকায় অভিযোগ প্রমাণ করা যায়নি।

মতামত: অভিযোগ প্রমাণিত নয়।

অভিযোগের ১৫ নং বিষয়: ডিসেম্বর ২০১৯ মাসে আত্মসাতের পরিমাণ=২,১৫,২০০ টাকা।

তথ্যের উৎস:
১) অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন এর লিখিত বক্তব্য;
২) শিক্ষক-কর্মচারীগণের লিখিত বকতব্য;
৩) অভিযোগকারীর লিখিত বক্তব্য;
৪) প্রাপ্ত রেকর্ডপত্র ।

প্রাপ্ত তথ্যের পর্যালোচনা: এ অভিযোগের বিষয়ে অভিযোগকারীর তথ্য অনুযায়ী অধ্যক্ষ ভাউচারের পুরা টাকা প্রাপককে না কম দিয়ে আত্মসাৎ করেছেন। অর্থাৎ ডিসেম্বর/২০১৯ মাসে ২টি ভাউচার ও মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ৬২,৬০০/- টাকা + যুব উন্নয়নের ৭৯,৬০০/- = মোট টাকার পরিমাণ ২,১৫,২০০/- টাকা। প্রাপকে কোন টাকা প্রদান করা হয়নি, অধ্যক্ষ সমুদয় আত্মসাৎ করেছেন মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। তদন্তকালে অভিযোগকারী এ ধরনের কোন পাওনাদারকে হাজির করতে পারেননি বা পাওনাদার কর্তৃক টাকা না পাওয়ার বিষয়ে দালিলিক কোন রেকর্ড প্রদর্শন করতে পারেননি। টাকা না পাওয়ার বিষয়ে কোন পাওনাদারকে হাজির করতে না পারায় এবং দালিলিক কোন রেকর্ড না থাকায় অভিযোগ প্রমাণ করা যায়নি।

মতামত: অভিযোগ প্রমাণিত নয়।
অভিযোগের ১৬ নং বিষয়: জানুয়ারী ২০২০ মাসে আত্মসাতের পরিমাণ=১,৯৩,৪৬৪ টাকা।

তথ্যের উৎস:
১) অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন এর লিখিত বক্তব্য;
২) শিক্ষক-কর্মচারীগণের লিখিত বকতব্য;
৩) অভিযোগকারীর লিখিত বক্তব্য;
৪) প্রাপ্ত রেকর্ডপত্র ।

প্রাপ্ত তথ্যের পর্যালোচনা: এ অভিযোগের বিষয়ে অভিযোগকারীর তথ্য অনুযায়ী অধ্যক্ষ ভাউচারের পুরা টাকা প্রাপককে না কম দিয়ে আত্মসাৎ করেছেন। অর্থাৎ জানুয়ারী/২০২০ মাসে ০১টি ভাউচারে ২৮,৮৩২/- টাক+বহিরাগত পরীক্ষা ১,৮৫,০০০/- = মোট টাকার পরিমাণ ২,১৩,৮৩২/- টাকা। প্রাপকে প্রদান ৩৯,২০০/- টাকা। অবশিষ্ট (২১৩৮৩২-৩৯২০০)=১,৭৪,৬৩২/- অধ্যক্ষ আত্মসাৎ করেছেন মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। তদন্তকালে অভিযোগকারী এ ধরনের কোন পাওনাদারকে হাজির করতে পারেননি বা পাওনাদার কর্তৃক টাকা না পাওয়ার বিষয়ে দালিলিক কোন রেকর্ড প্রদর্শন করতে পারেননি। টাকা না পাওয়ার বিষয়ে কোন পাওনাদারকে হাজির করতে না পারায় এবং দালিলিক কোন রেকর্ড না থাকায় অভিযোগ প্রমাণ করা যায়নি।

মতামত: অভিযোগ প্রমাণিত নয়।
অভিযোগের ১৭ নং বিষয়: ফেব্রুয়ারী ২০২০ মাসে আত্মসাতের পরিমাণ=৩,৪৪,০২৩ টাকা।

তথ্যের উৎস:
১) অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন এর লিখিত বক্তব্য;
২) শিক্ষক-কর্মচারীগণের লিখিত বকতব্য;
৩) অভিযোগকারীর লিখিত বক্তব্য;
৪) প্রাপ্ত রেকর্ডপত্র ।

প্রাপ্ত তথ্যের পর্যালোচনা: এ অভিযোগের বিষয়ে অভিযোগকারীর তথ্য অনুযায়ী অধ্যক্ষ ভাউচারের পুরা টাকা প্রাপককে না কম দিয়ে আত্মসাৎ করেছেন। অর্থাৎ ফেব্রুয়রী/২০২০ মাসে ০৫টি ভাউচারে মোট টাকার পরিমাণ ৮,৬৪,০২৩/- টাকা। প্রাপকে প্রদান ৫,২০,০০০/- টাকা। অবশিষ্ট (৮৬৪০২৩-৫২০০০০)=৩,৪৪,০২৩/- অধ্যক্ষ আত্মসাৎ করেছেন মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। তদন্তকালে অভিযোগকারী এ ধরনের কোন পাওনাদারকে হাজির করতে পারেননি বা পাওনাদার কর্তৃক টাকা না পাওয়ার বিষয়ে দালিলিক কোন রেকর্ড প্রদর্শন করতে পারেননি। টাকা না পাওয়ার বিষয়ে কোন পাওনাদারকে হাজির করতে না পারায় এবং দালিলিক কোন রেকর্ড না থাকায় অভিযোগ প্রমাণ করা যায়নি।

মতামত: অভিযোগ প্রমাণিত নয়।

অভিযোগের ১৮ নং বিষয়: মার্চ ২০২০ মাসে আত্মসাতের পরিমাণ= ৩,৭৮,৩৩১ টাকা।

তথ্যের উৎস:
১) অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন এর লিখিত বক্তব্য;
২) শিক্ষক-কর্মচারীগণের লিখিত বকতব্য;
৩) অভিযোগকারীর লিখিত বক্তব্য;
৪) প্রাপ্ত রেকর্ডপত্র ।

প্রাপ্ত তথ্যের পর্যালোচনা: এ অভিযোগের বিষয়ে অভিযোগকারীর তথ্য অনুযায়ী অধ্যক্ষ ভাউচারের পুরা টাকা প্রাপককে না কম দিয়ে আতমসাৎ করেছেন। অর্থাৎ মার্চ/২০২০ মাসে ০৭টি ভাউচারে মোট টাকার পরিমাণ ৮,৮৪,৯৯৩/- টাকা। প্রাপকে প্রদান ১,৮০,০০০/- টাকা। অবশিষ্ট (৮৮৪৯৯৩-১,৮০,০০০)=৭,০৪,৯৯৩/- অধ্যক্ষ আত্মসাৎ করেছেন মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। তদন্তকালে অভিযোগকারী এ ধরনের কোন পাওনাদারকে হাজির করতে পারেননি বা পাওনাদার কর্তৃক টাকা না পাওয়ার বিষয়ে দালিলিক কোন রেকর্ড প্রদর্শন করতে পারেননি। টাকা না পাওয়ার বিষয়ে কোন পাওনাদারকে হাজির করতে না পারায় এবং দালিলিক কোন রেকর্ড না থাকায় অভিযোগ প্রমাণ করা যায়নি।
মতামত: অভিযোগ প্রমাণিত নয়।

অভিযোগের ১৯ নং বিষয়: এপ্রিল ২০২০ মাসে আত্মসাতের পরিমাণ=৭,৮৬,৩৭৫ টাকা।

তথ্যের উৎস:
১) অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন এর লিখিত বক্তব্য;
২) শিক্ষক-কর্মচারীগণের লিখিত বকতব্য;
৩) অভিযোগকারীর লিখিত বক্তব্য;
৪) প্রাপ্ত রেকর্ডপত্র ।

প্রাপ্ত তথ্যের পর্যালোচনা: এ অভিযোগের বিষয়ে অভিযোগকারীর তথ্য অনুযায়ী অধ্যক্ষ ভাউচারের পুরা টাকা প্রাপককে না কম দিয়ে আত্মসাৎ করেছেন। অর্থাৎ এপ্রিল/২০২০ মাসে ০৪টি ভাউচারে মোট টাকার পরিমাণ ৯,৬৭,৪৪০/- টাকা। প্রাপকে প্রদান ১,৪৬,৬৮০/- টাকা। অবশিষ্ট (৯৬৭৪৪০-১৪৬৬৮০)=৮,২০,৭৬০/- অধ্যক্ষ আত্মসাৎ করেছেন মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। তদন্তকালে অভিযোগকারী এ ধরনের কোন পাওনাদারকে হাজির করতে পারেননি বা পাওনাদার কর্তৃক টাকা না পাওয়ার বিষয়ে দালিলিক কোন রেকর্ড প্রদর্শন করতে পারেননি। টাকা না পাওয়ার বিষয়ে কোন পাওনাদারকে হাজির করতে না পারায় এবং দালিলিক কোন রেকর্ড না থাকায় অভিযোগ প্রমাণ করা যায়নি।

মতামত: অভিযোগ প্রমাণিত নয়।

অভিযোগের ২০ নং বিষয়: মে ২০২০ মাসে আত্মসাতের পরিমাণ=৭৬,১৭০ টাকা।

তথ্যের উৎস:

১) অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন এর লিখিত বক্তব্য;
২) শিক্ষক-কর্মচারীগণের লিখিত বকতব্য;
৩) অভিযোগকারীর লিখিত বক্তব্য;
৪) প্রাপ্ত রেকর্ডপত্র ।

প্রাপ্ত তথ্যের পর্যালোচনা: অভিযোগকারী দাবী করেছেন মে/২০২০ মাসে অধ্যক্ষ ৭৬,১৭০/- টাকা আত্মসাৎ করেছেন। এ টাকার কোন বিল/ভাউচার প্রদর্শন করা হয়নি। তদন্তকালে এর সপক্ষে কোন সাক্ষী প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

মতামত: অভিযোগ প্রমাণিত নয়। **অভিযোগের ২১ নং বিষয়:** জুন ২০২০ মাসে আত্মসাতের পরিমাণ=২,২৫,২৯২ টাকা।

তথ্যের উৎস:

১) অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন এর লিখিত বক্তব্য;
২) শিক্ষক-কর্মচারীগণের লিখিত বকতব্য;
৩) অভিযোগকারীর লিখিত বক্তব্য;
৪) প্রাপ্ত রেকর্ডপত্র ।

প্রাপ্ত তথ্যের পর্যালোচনা: অভিযোগকারী দাবী করেছেন জুন/২০২০ মাসে অধ্যক্ষ ২,২৫,২৯২/- টাকা আত্মসাৎ করেছেন। এ টাকার কোন বিল/ভাউচার প্রদর্শন করা হয়নি। তদন্তকালে এর সপক্ষে কোন সাক্ষী প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

মতামত: অভিযোগ প্রমাণিত নয়।
অভিযোগের ২২ নং বিষয়: সব শেষ
অডিট ফার্ম

আতা করিম এন্ড কোং, পল্টন টাওয়ার, ৩য় তলা, সুইট ২০৫, ৮৭ পুরানা পল্টন লাইন,ঢাকা।

''অডিটর'' আজাদুর রহমান আজাদ (নিজের ইচ্ছা মতো অডিট করে নিয়েছেন)

তথ্যের উৎস:

১) অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন এর লিখিত বক্তব্য;
২) শিক্ষক-কর্মচারীগণের লিখিত বকতব্য;
৩) অভিযোগকারীর লিখিত বক্তব্য;
৪) প্রাপ্ত রেকর্ডপত্র ।

প্রাপ্ত তথ্যের পর্যালোচনা: এ অভিযোগের পক্ষে সংশ্লিষ্ট অডিট ফার্মের অডিট প্রতিবেদন তদন্তকালে প্রদর্শন/সরবরাহ করা হয়নি। প্রতিবেদন প্রদর্শন না করায় কোন সময় কালের অডিট কোন সময়ে করেছেন তা জানা যায়নি। কিভাবে নিজের ইচ্ছামত অডিট করে নিয়েছেন তা অভিযোগে উল্লেখ করা হয়নি। ফলে ইচ্ছা মতো অডিট করার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

মতামত: অভিযোগ প্রমাণিত নয়।

অভিযোগের ২৩ নং বিষয়: ''অধ্যক্ষের ব্যাংক হিসাব ও অবৈধ সম্পদ''

সোনালী ব্যাংক , লক্ষর হাসট ফেনী, হিসাব নং-১০০০৫২৮২৪। অগ্রনী ব্যাংক, মিরপুর-১, হিসাব নং-৩৪১৪৩৫৪১

ন্যাশনাল ব্যাংক , মাজার মিরপুর-১ হিসাব নং-১২০৩০০৩২০১৫৭৭

- গত এক বছরের ব্যাংক স্টেমেন্ট উত্তোলন করলে দেখা যাবে লক্ষ লক্ষ টাকা একাউন্টে জমা হয়েছে। এত টাকা তার একাউন্টে কোথা থেকে আসলো।
- অধ্যক্ষ ময়েজ উদ্দিন মুরাদ নামে জিপিওতে ১ কোটির সঞ্চয়পত্র ক্রয় করেছেন নমিনী ছোট বোন রুনু।
- ফেনী শহরের হোপ প্লাস মার্কেটে ৬৫ লক্ষ টাকা দিয়ে ১টি শেয়ার ক্রয় করেছিলেন। গত সেপ্টেম্বর ২০২০ ইং সালে উক্ত শেয়ার বিক্রি করে কিছু টাকা তাহার বড় ভাইয়ের একাউন্টে এবং কিছু টাকা ছোট বোনের একাউন্টে জমা করেছেন।
- ময়েজ উদ্দিন, ৭০-৮০ লক্ষ টাকা দিয়ে দক্ষিণ বিশিলে জায়গা ক্রয় করেছেন।

তথ্যের উৎস:

১) অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন এর লিখিত বক্তব্য;
২) শিক্ষক-কর্মচারীগণের লিখিত বকতব্য;
৩) অভিযোগকারীর লিখিত বক্তব্য;
৪) প্রাপ্ত রেকর্ডপত্র ।

প্রাপ্ত তথ্যের পর্যালোচনা: তদন্তকালে এ অভিযোগের বিষয়ে অভিযোগকারী দালিলিক রেকর্ড/সাক্ষী উপস্থাপন করেননি। দালিলিক প্রমাণ না থাকায় এ অভিযোগ প্রমাণ করা যায়নি।

মতামত: অভিযোগ প্রমাণিত নয়। ।

(গ) বিবিধ:

১। **অভিযোগ:** বিশ্ব ব্যাংকের অধীন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে অত্র কলেজে CEDP প্রকল্পে ০৪ (চার) কোটি টাকার উন্নয়ন কাজে চলমান । কিন্তু অধ্যক্ষ ময়েজ উদ্দিন , ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ইঞ্জিনিয়ার জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, ট্রাফিক ইঞ্জিনিয়ারিং সার্কেল ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন, ঢাকা এর পদবী এবং স্বাক্ষর জালিয়াতি করে MB বুক স্বাক্ষরের মাধ্যমে বিল উত্তোলন করেন।

CEDP এর PD মহোদয় তদন্তের মাধ্যমে অধ্যক্ষ ময়েজ উদ্দিন এর বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হওয়ায় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) কে অনুরোধ করেন।

তথ্যের উৎস: অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন এর বক্তব্য ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র।

প্রাপ্ত রেকর্ড ও পর্যালোচনা: জনাব মো: উপ-সহকারী প্রকৌশলী ট্রাফিক ইঞ্জিনিয়ারিং সার্কেল ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর নাম , পদবী ও স্বাক্ষর জালিয়াতির বিষয়ে মতামত চাওয়া হলে অধাক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন লিখিতভাবে জানান, "সিইডিপি/পিএমইউ/পি(আইডি-১০৩৫)/৮৮/২০১৯-৯১৮, তারিখ ২৭/১২/২০২০ খ্রি. (কপি প্রদর্শিত) এর পত্রানুসারে W-1 (Renovation and refurbishment of project Office Classrooms Computer lab & Library) এর Valuation এবং তদসংযুক্ত কারিগরি সুপারিশমালা/ব্যাখ্যা পর্যালোচনাপূর্বক হযরত শাহ্ আলী মহিলা কলেজ, ঢাকা এর Pakage No.W-I এর Variation নিম্নোক্ত ছক মেতাবেক অনুমোদন প্রদান করা হয়:

কলেজের নাম ও প্যাকেজ নম্বর	চুক্তিমূল্য (টাকা)	অনুমোদিত সংশোধিত চুক্তিমূল্য(টাকা)
W-1 (Renovation and refurbishment of project Officec Classroomsv Computer lab & Library)	৬৯,৭৯,৭৭১/- (উনসত্তর লক্ষ উনআশি হাজার একাত্তর টাকা মাত্র	৫৩,৬৭,৩৩৯/- (তিপান্ন লক্ষ সাতষট্টি হাজার তিনশত উনচল্লিশ) টাকা) মাত্র

সিইডিপির ২৪/০৬/২০২১ খ্রি. এর ইমেলে নির্দেশনা মোতাবেক ৪৯,৩৩,৮৪৩/- (উনপঞ্চাশ লক্ষ তেত্রিশ হাজার আটশত তেতাল্লিশ ঢাকা মাত্র) চেক নম্বর এসটিএ ৩৭৫১৪৯৮, তারিখ: ২৪/০৬/২০২১, (কপি প্রদর্শিত) ক্রসড চেকে ঠিকাদার মেসার্স শহিদুল ইসলামকে পরিশোধ করা হয়েছিল। সকল কার্যক্রম সিইডিপির প্রকল্প পরিচালক এ.কে.এম মুহলেছুর রহমানের ১২/০১/২০২০ খ্রি. অনুমোদিত (কপি প্রদর্শিত) কমিটির মাধ্যমে সম্পাদিত হয়েছিলো। সিইডিপির প্যাকেজ অনুমোদন ম্যামো নং-CEDP/PMU/P(IDG-1035)88/2019-350, তারিখ: ২৭/০২/২০২০ খ্রি.(কপি প্রদর্শিত) এবং ইভ্যালুয়েশন রিপোর্ট অনুমোদন ম্যামো নং-CEDP/PMU/P(IDG-1035)88/2019-597, টাকার পরিমাণ,৬৯,৭৯,৭৭১/- তারিখ:২৫/০৬/২০২০ খ্রি (কপি প্রদর্শিত), চুক্তিপত্র সম্পাদন তারিখ:১২/০৭/২০২০ খ্রি (কপি প্রদর্শিত) যা বাতিল করে উপরোক্ত সংশোধিত চুক্তিমূল্য সিইডিপি স্পেশালিস্ট মো: ইউছুপ এবং প্রেকিউরমেন্ট অফিসার জনাবজ মো: রেজাউল করিম কলেজে উপস্থিত হয়ে মেজারমেন্ট এর নির্ধারণ করেছিলেন। সিইডিপির স্পেশালিস্ট মো: ইউছুফ এবংচ প্রোকিউরমেন্ট অফিসার মো: রেজাউল করিম এর মেজারমেন্টের ভিত্তিতে ঠিকাদার মো:শহিদুল ইসলামের সাথে দ্বিতীয়বার ১২/১১/২০২০ খ্রি. তরিখে (কপি প্রদর্শিত)৫৩,৬৭,৩৩৯/- (তিপান্ন লক্ষ সাতষট্টি হাজার তিনশত উনচল্লিশ) টাকা মাত্র চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। সেই অনুযায়ী কলেজ মনোনীত Technical Specification & OfficialbCost estimate Committee কমিটির সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মো: আনিসুর রহমান মেজারমেন্ট বই লিপিবদ্ধ করেছিলেন। অত:পর মেজারমেন্ট বইতে জনাব মো: কছিম উদ্দিন, সহকারী অধ্যাপক, .ইংরেজী ও ডিএমপি, আইডিপি-১০৩৫, জনাব ড. এম এ মুকিম, সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক

স্টাডিজ ও সদস্য , আইডিপি ১০৩৫, এম.এম সফিকুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা ও সদস্য আইডিপি-১০৩৫, জনাব রুবিনা আক্তার দিনা, সহকারী অধ্যাপক, মনোবিজ্ঞান ও সদস্য টেন্ডার ইভ্যালুয়েশন কমিটি আইডিপি-১০৩৫, জনাব আনোয়ার হোসেন, সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান , ব্যবস্থাপনা বিভাগ ও সদস্য, Goods and works receiving Committee আইডিপি-১০৩৫, অধ্যক্ষ ময়েজ উদ্দিন, এমডি, আইডিপি-১০৩৫ এবং জনাব মো : নজরুল ইসলাম সহকারী প্রকৌশলী জেলা পরিষদ ঢাকা ও টেন্ডার ইভ্যালুয়েশন কমিটি সদস্য কলেজের সভায় উপস্থিত থেকে মেজারমেন্ট বইতে স্বাক্ষর করেছিলেন (কপি প্রদর্শন করা হয়েছে)। কিন্তু জনাব মো: মিজানুর রহমান, উপ-সহকারী প্রকৌশলী ট্রাফিক ইঞ্জিনিয়ারিং সার্কেল ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, কলেজের সভায় উপস্থিত না থাকার প্রেক্ষিতে কলেজ মনোনীযত Technical Specification & Official Cost estimate Committee কমিটির সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মো: আনিসুর রহমানকে তাঁর পূর্ব পরিচিত ও তাঁর কর্তৃক প্রস্তাবিত মো: মিজানুর রহমান,উপ-সহকারী প্রকৌশলী ট্রাফিক ইঞ্জিনিয়ারিং সার্কেল ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর স্বাক্ষর সংগ্রহের জন্য কমিটির পক্ষে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি তাঁর স্বাক্ষর সংগ্রহ করে জমা করেছিলেন। সুতরাং তাঁর স্বাক্ষর জাল সম্পর্কিত বিষয়টি আমি অবগত নই। সকলের স্বাক্ষর হবার পর মেজারমেন্ট বইসহ ঠিকাদারের বিল পরিশোধের অনুমতি চেয়ে সিইডিপি পরিচালকের কার্যালয়ে আবেদন প্রেরণ করা হয়েছিল। সিইডিপির ২৪/০৬/২০২১ খ্রি. এর ইমেইলে নির্দেশনার অলোকে ৪৯,৩৩,৮৪৩/- (উনপঞ্চাশ লক্ষ তেত্রিশ হাজার আটশত তেতাল্লিশ টাকা মাত্র) ক্রসড চেকে ঠিকাদারকে পরিশোধ করা হয়েছিল। তাছাড়া গত ১২/০১/২০২০ (কপি প্রদর্শিত) সিইডিপির প্রকল্প পরিচালক এ.কে.এম মুখলেছুর রহমান এর অনুমোদনের মো: মিজানুর রহমান উপ-সহকারী প্রকৌশলী ট্রাফিক ইঞ্জিনিয়ারিং সার্কেল ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা Tender Evaluation Committee কমিটির সদস্য হয়েছিলেন। সকল কার্যক্রম শেষে প্রজেক্সনট অফিসের অনুমোদনে ঠিকাদারের সকল বিল এবং সিকিউরিটি মানি অনাপত্তি পত্র গ্রহণের মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়েছিল (কপি প্রদর্শিত) উক্ত কাজে ৬৯,৭৯,৭৭১-৫৩ ,৬৭,৩৩৩৩৯=১৬,১২,৪৩২/- (যোল লক্ষ বার হাজার চারশত বত্রিশ টাকা মাত্র সাশ্রয় হয়েছিল''।

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ইঞ্জিনিয়ার জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, ট্রাফিক ইঞ্জিনিয়ারিং সার্কেল ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন, ঢাকা ৩০/১০/২০২১ তারিখে লিখিতভাবে অত্র কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষকে জানান , ''WI বই ও দাখিলকৃত গত ২২/১২/২০২০ইং তারিখের প্রত্যয়ন পত্রে ব্যবহৃত সিল ও স্বাক্ষর আমার নয়। উক্ত WI বই ও প্রত্যয়ন পত্রে ব্যবহৃত সিল ও স্বাক্ষর জাল করা হয়েছে''।

কলেজ এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (সিইডিপি) এর ২২/১১/২০২১ তারিখে পত্র নং-সিইডিপি/পিএমইউ/পি (আইডিজি-১০৩৫)/৮৮/২০১৯-১৬৩৮ এর মাধ্যমে জানানো হয়, ''র্ জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, ট্রাফিক ইঞ্জিনিয়ারিং সার্কেল ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন, ঢাকা এর স্বাক্ষর জালিয়াতির সঙ্গে হযরত শাহ আলী মহিলা কলেজ, ঢাকা এর সাবেক অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন জড়িত''। উক্ত পত্রে অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন এর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) কে অনুরোধ জানানো হয়। তৎকালীন অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) ২৪/১১/২০২১ইং তারিখের স্মারক:হশাআমক-প্রশা-২০২১/১৯০(সিইডিপি)/২৯২ এর মাধ্যমে উক্ত স্বাক্ষর জালের বিষয়ে অধ্যক্ষ ময়েজ উদ্দিন এর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মহোদয় কে অনুরোধ জানান।

জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, ট্রাফিক ইঞ্জিনিয়ারিং সার্কেল ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন, ঢাকা এর অভিযোগ অনুযায়ী তাঁর স্বাক্ষর জালের বিষয়টি সত্য।

অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন তাঁর বক্তব্যে জানান, অধ্যক্ষ ময়েজ উদ্দিন, এমডি, আইডিপি-১০৩৫ এবং জনাব মো : নজরুল ইসলাম সহকারী প্রকৌশলী জেলা পরিষদ ঢাকা ও টেন্ডার ইভ্যালুয়েশন কমিটি সদস্য কলেজের সভায় উপস্থিত থেকে মেজারমেন্ট বইতে স্বাক্ষর করেছিলেন (কপি প্রদর্শন করা হয়েছে)। কিন্তু জনাব মো: মিজানুর রহমান, উপ-সহকারী প্রকৌশলী ট্রাফিক ইঞ্জিনিয়ারিং সার্কেল ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, কলেজের সভায় উপস্থিত না থাকার প্রেক্ষিতে কলেজ মনোনীযত Technical Specification & Official Cost estimate Committee কমিটির সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মো: আনিসুর রহমানকে তাঁর পূর্ব পরিচিত ও তাঁর কর্তৃক প্রস্তাবিত মো: মিজানুর রহমান,উপ-সহকারী প্রকৌশলী ট্রাফিক ইঞ্জিনিয়ারিং সার্কেল ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর স্বাক্ষর সংগ্রহের জন্য কমিটির পক্ষে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি তাঁর স্বাক্ষর সংগ্রহ করে জমা করেছিলেন। সুতরাং তাঁর স্বাক্ষর জাল সম্পর্কিত বিষয়টি আমি অবগত নই। অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন স্বাক্ষর জালের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ অস্বীকার করছেন।

কলেজ এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (সিইডিপি) এর ২২/১১/২০২১ তারিখে পত্র নং-সিইডিপি/পিএমইউ/পি (আইডিজি-১০৩৫)/৮৮/২০১৯-১৬৩৮ এর মাধ্যমে জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, ট্রাফিক ইঞ্জিনিয়ারিং সার্কেল ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন, ঢাকা এর স্বাক্ষর জালিয়াতির সঙ্গে হযরত শাহ আলী মহিলা কলেজ, ঢাকা এর অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন জড়িত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু উক্ত পত্রে কিভাবে জনাব ময়েজ উদ্দিন স্বাক্ষর জালিয়াতির সঙ্গে জড়িত তার উল্লেখ থাকায় উক্ত শুধু উক্ত পত্রটি স্বাক্ষর জালের সঙ্গে জড়িত থাকা প্রমাণ বহন করে না।

এছাড়া স্বাক্ষর জালিয়াতির সঙ্গে জড়িত থাকার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপচার্যোর নিকট লিখিত পত্রের নিস্পত্তির কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

অত্র তদন্তকালে কলেজের অধিকাংশ শিক্ষক অভিযোগ সঠিক নয় বা অভিযোগ সম্পর্কে অবগত নন বলে মতামত প্রদান করেছেন। অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন স্বাক্ষর জালিয়তির সাথে জড়িত থাকার বিষয়ে অভিযোগকারী সিইডিপি'র উক্ত পত্র ছাড়া আর কোন প্রমাণক/সাক্ষী পেশ করতে পারেননি। ফলে দালিলিক প্রমাণক না থাকায় অভিযোগ প্রমাণ করা যয়নি।

"WI বই ও দাখিলকৃত গত ২২/১২/২০২০ইং তারিখের প্রত্যয়ন" পত্রে জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, ট্রাফিক ইঞ্জিনিয়ারিং সার্কেল ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন, ঢাকা এর সিল ও স্বাক্ষর জালিয়াতির সাথে অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন জড়িত থাকার বিষয় প্রমাণ করা যায়নি।।

মতামত:

মোঃ মিজানুর রহমান, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, ট্রাফিক ইঞ্জিনিয়ারিং সার্কেল ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন, ঢাকা এর সিল ও স্বাক্ষর জালের সঙ্গে অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন জড়িত থাকার অভিযোগ প্রমাণিত নয়।

২। **আয়ের চেয়ে ব্যাংকে বেশি অর্থ জমা:** তদন্তকালে প্রদত্ত স্টেটমেন্ট অনুযায়ী ২০১৯-২০ হতে ২০২১-২২ অর্থ বছরে মোট আয় ও ব্যাংকে জমা ও ব্যয়ের তথ্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

অর্থ বছর	মোট আয়	ব্যাংকে মোট জমা	মোট ব্যয়	মন্তব্য
২০১৯-২০২০	৩০১০৩৯০০.০০	৩০১৪০০৯০.০০	২৬৭০৬২২০.০০	
২০২০-২০২১	২৯১৫১০২৮.০০	৩০২৬৬৮৬৫.০০	২৮৫৬১৫৮১.০০	
২০২১-২০২২	৩৪৪৩৩৫০৮.০০	৩৯২৮৫৫৩৩.০০	৩৪৫০৮৩২৬.০০	
মোট	৯৩৬৮৮৪৩৬.০০	৯৯৬৯২৪৮৮.০০	৮৯৭৭৬১২৭.০০	

মতামত:

১) উক্ত তথ্য হতে দেখা যায় বিগত ৩ অর্থ বছরে আয়ের চেয়ে ব্যাংকে (৯৯৬৯২৪৮৮-৯৩৬৮৮৪৩৬)= ৬০,০৪,০৫২/- টাকা বেশি জমা হয়েছে। আয়ের চেয়ে এত টাকা কিভাবে বেশি ব্যাংকে জমা হলো তা বোধগম্য নয়। এতে প্রতীয়মান হয় কলেজে আর্থিক বিধি মোতাবেক কোন আয় ও ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করা হয়নি।

সার্বিক মন্তব্য:

১) কলেজে অর্থ বছরওয়ারী বাজেট তৈরি করা হয় না। প্রতিবছর সম্ভাব্য আয় ও ব্যয়ের উপর ভিত্তি করে বাজেট প্রণয়ন করা হয় না।
২) প্রতি ৩ মাস অন্তর ৩ জন শিক্ষক সমন্বয়ে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিটি গঠন করতে হবে। পর্যায়ক্রমে সকল শিক্ষককে এ কমিটিতে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। প্রতিটি নিরীক্ষা কমিটি মাস ও খাতওয়ারী আয় ও ব্যয়ের হিসাব ব্যাংক স্থিতি ও ক্যাশ বহি স্থিতি মিলিয়ে দেখবেন। (প্রতিটি আয়ের ও ব্যয়ের বিল/ভাউচার যাচাই করে) নিরীক্ষা করে প্রতিবেদন দাখিল করবেন। প্রতিবেদন জিবি এর সভায় অনুমোদনের মাধ্যমে সংরক্ষণ করবেন।
৩) কলেজটিতে প্রশাসনিক ও আর্থিক ম্যানেজমেন্টে দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়েছে। ক্রয়/সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রাপকের বিলে নম্বর দিতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রাজস্ব স্ট্যাম্প ব্যবহার, আয়কর ও ভ্যাট কর্তন করতে হবে। বিলে মালামাল বুঝিয়া পাওয়া ও পরিশোধিত ও বাতিল উল্লেখ করেতে হবে। কলেজের ডেবিট ভাউচারে উক্ত বিলের নম্বর ও তারিখ, টাকার পরিমাণ, মাল/সেবার শিরোনাম উল্লেখ করতে হবে।
৪) অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে শিক্ষক-কর্মচারীদের সাথে অসদাচরণের অভিযোগ রয়েছে। শিক্ষক-কর্মচারীদের মধ্যে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে যাতে গ্রুপিং না হয় সেদিকে সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। বিশেষ করে কলেজ প্রশাসনকে সকলের সাথে সদাচরণসহ প্রাপ্য সুবিধাদি সমানভাবে বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

কলামনার ক্যাশ বই হালনাগাদ করা হয়নি, কলেজে অর্থ বছরওয়ারী বাজেট তৈরি করা হয়নি। বেসরকারি হিসাব রক্ষণ নির্দেশিকা ১০/০৬/১৯৮৪ ইং এবং ১২/০৬/২০১৮ এর জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালার অনুচ্ছেদ ১৮ এর ১ (খ) অনুযায়ী উপরিযুক্ত বিষয়গুলো প্রতিপালন না করার কারণে প্রতিষ্ঠান প্রধান ও সভাপতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। বিষয়টির প্রতি মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

09/06/2026	09/06/20	09/06/25
(মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন)	(কে.এম শফিকুল ইসলাম)	(আবুল কালাম আজাদ)
সহকারী শিক্ষা পরিদর্শক	শিক্ষা পরিদর্শক	উপপরিচালক
পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর	পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর	পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর
শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা-১০০০	শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা-১০০০	শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা-১০০০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ১৬ আব্দুল
গনি রোড,ঢাকা-১০০০
ঢাকা জেলা
E-mail- directordia81@gmail.com

স্মারক নম্বর: ৩৭.১৯.০০০০.০০৬.১৬.০১০.২০.২২

তারিখ: ১৭ চৈত্র ১৪২৭
৩১ মার্চ ২০২১

বিষয়: **তদন্ত প্রতিবেদন প্রেরণ।**

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, এ অধিদপ্তরের শিক্ষা পরিদর্শক জনাব টুটুল কুমার নাগ, সহকারী শিক্ষা পরিদর্শক জনাব মুকিব মিয়া এবং অডিট অফিসার জনাব মোঃ মতিয়ার রহমান গত ১৭/১০/২০২০ হতে ১৯/১০/২০২০ তারিখ পর্যন্ত ঢাকা জেলার শাহ আলী থানাধীন হযরত শাহ আলী মহিলা কলেজ এর অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে উথ্থাপিত অভিযোগ সরেজমিনে তদন্ত করেন। তাঁদের দাখিলকৃত হুবহু তদন্ত প্রতিবেদন সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

৩১-৩-২০২১
প্রফেসর অলিউল্লাহ মোঃ আজমতগীর
পরিচালক

সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

স্মারক নম্বর: ৩৭.১৯.০০০০.০০৬.১৬.০১০.২০.২২/১(৫)

তারিখ: ১৭ চৈত্র ১৪২৭
৩১ মার্চ ২০২১

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
২) চেয়ারম্যান , মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
৩) সভাপতি, হযরত শাহ আলী মহিলা কলেজ, ডাকঘর-বিডিশরীফ, থানা-শাহ্আলী, জেলা-ঢাকা ।
৪) অধ্যক্ষ, হযরত শাহ আলী মহিলা কলেজ, ডাকঘর-বিডিশরীফ, থানা-শাহ্আলী, জেলা-ঢাকা ।সংযুক্ত ছকে ব্রডশীট জবাব নির্ধারিত সময়ের মধ্যে (যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে) টিএমইডি/মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে ।
৫) অফিস কপি ।

৩১-৩-২০২১
ড. রেহেনা খাতুন
উপ-পরিচালক

"একই তারিখ ও স্মারক ঠিক রেখে বিকল্প পত্র"
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা।
www.dshe.gov.bd

স্মারক নং- ৩৭.০২.০০০০.১০৫.০১.১১.২০২১/০১

তারিখ : ২৫ /০৯/১৪২৮ বঙ্গাব্দ
০৯/০১/২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয় : হযরত শাহ আলী মহিলা কলেজ, শাহ আলী, ঢাকা এর তদন্ত প্রতিবেদনের আলোকে ব্রডশিট জবাব প্রেরণ প্রসংগে ।

সূত্র : (১) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৮৭.৯৯.০০৫.২১-১০৪, তারিখ: ১৮/০৭/২০২১খ্রি.
(২) অধিদপ্তরের স্মারক নং-৩৭.০২.০০০০.১০৫.০১.১১.২১-১১০/৩, তারিখ: ১৩/০৯/২০২১ খ্রি.
(৩) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৮৭.৯৯.০০৫.২১-২৫৬, তারিখ: ১৯/১২/২০২১খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত পত্রের নির্দেশনা মোতাবেক তাঁর কলেজের বিপরীতে দাখিলকৃত বিভিন্ন অভিযোগের বিষয়ে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক ইতোপূর্বে সরেজমিনে তদন্ত করা হয়। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লিখিত অভিযোগসমূহ হুবহু দফাওয়ারি ব্রডশিট ছকে ০৭ কর্মদিবসের মধ্যে জবাব প্রেরণ করার জন্য রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পত্র প্রেরণ করা হয়। উক্ত পত্র প্রাপ্তির পর অধ্যক্ষ জবাব প্রদানের সময় বৃদ্ধির আবেদন প্রেরণ করেন। তাতে উল্লেখ করেন কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি পরিবর্তন হয়ে নতুন সভাপতি মনোনীত হয়েছে। সভাপতি সম্পূর্ণ বিষয়টি অবগত হয়ে স্বাক্ষর প্রদানে সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন এবং তাতে ২ মাস সময়ের প্রয়োজন। উক্ত তারিখ থেকে ০২ মাস সময় পার হওয়ার পরও অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি। এরই মধ্যে একই বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে ৩নং স্মারকমূলে অধিদপ্তরে পুনরায় পত্র প্রেরণ করেন। তাতে উল্লেখ রয়েছে বর্ণিত কলেজের ব্রডশিট জবাব না পাওয়া অভিযোগসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করা সম্ভবপর হচ্ছে না।

এমতাবস্থায়, নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদে বর্ণিত নির্দেশনা মোতাবেক জরুরি ভিত্তিতে পত্র জারির তারিখ থেকে ০৩ (তিন) কর্ম দিবসের মধ্যে ব্রডশিট ছক অনুযায়ী তদন্ত প্রতিবেদনের মন্তব্য/সুপারিশসমূহ হুবহু ধারাবাহিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করে অধ্যক্ষ ও সভাপতির মতামত/মন্তব্যসহ ০২(দুই) প্রস্থ দফাওয়ারি ব্রডশিট জবাব প্রেরণের নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(ক) ব্রডশিট ছকে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা দপ্তরের আপত্তি কলামে নিরীক্ষা প্রতিবেদনের সকল মন্তব্য/সুপারিশ ধারাবাহিকভাবে অনুচ্ছেদওয়ারি আলাদা আলাদা (Row) তৈরিসহ কম্পোজ করে তার বিপরীতে জবাব প্রদান এবং মহাপরিচালক মহোদয়ের মন্তব্য কলামে মন্তব্য লেখার মতো পর্যাপ্ত পরিমাণ জায়গা রেখে Legal size কাগজে Landscape -এ প্রিন্ট করতে হবে;

(খ) ব্রডশিটে অধ্যক্ষ ও সভাপতি পাতায় পাতায় স্ব-স্ব কলাম বরাবর নিচে সিলযুক্ত করে স্বাক্ষর করবেন এবং ব্রডশিটের পেনড্রাইভে সফটকপি(Ms Word এ কপি) করে জবাবের সাথে প্রেরণ করতে হবে (স্ক্যান করা কপি গ্রহণযোগ্য নয়) ;

(গ) ব্রডশিট জবাবের অনুকূলে গ্রহণযোগ্য সকল প্রমাণাদি/ রেকর্ডপত্র পৃষ্ঠা নং দিয়ে এবং যে সকল ক্ষেত্রে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে অর্থ জমার বিষয় আছে সেক্ষেত্রে একই সাথে ট্রেজারি চালানের পরীক্ষিত স্পষ্ট কপি (C.T.R) ব্রডশিট জবাবের সাথে অবশ্যই প্রেরণ করতে হবে। সংযুক্ত সকল কাগজপত্র অধ্যক্ষ কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে ;

(ঘ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ব্রডশিট জবাব পাওয়া না গেলে আনীত আপত্তিসমূহের বিষয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান হিসেবে আপনার/আপনার প্রতিষ্ঠানের কোন জবাব নেই মর্মে গণ্য করে আপনার বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

(ঙ) প্রতি প্রস্থ জবাবের সাথে ১টি করে বর্তমান ও বিগত নিরীক্ষা প্রতিবেদনের কপি সত্যায়িত করে সংযুক্ত করতে হবে ;

16.1.22
(মো. আবদুল কাদের)
সহকারী পরিচালক(ক-৩)
ফোন: ৯৫৫৬০৫৭

অধ্যক্ষ
হযরত শাহ আলী মহিলা কলেজ
শাহ আলী, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১। সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
দৃষ্টি আকর্ষণ : উপসচিব (বেসরকারি মাধ্যমিক-১/ নিরীক্ষা ও আইন)।
০২। সভাপতি, গভর্নিং বডি, হযরত শাহ আলী মহিলা কলেজ, শাহ আলী, ঢাকা(প্রয়োজনীয় সহযোগিতার অনুরোধসহ)।
০৩। সংরক্ষণ নথি ।

তদন্ত প্রতিবেদন

#	প্রতিষ্ঠানের নাম:	হযরত শাহ্ আলী মহিলা কলেজ ডাকঘর-বি,ডি শরীফ, থানা-মিরপুর জেলা-ঢাকা।
#	তদন্ত কর্মকর্তা নাম:	(ক) টুটুল কুমার নাগ, শিক্ষা পরিদর্শক। (খ) মোঃ মুকিব মিয়া, সহকারী শিক্ষা পরিদর্শক (খ) মোঃ মতিয়ার রহমান, অডিট অফিসার।
#	তদন্তের তারিখ:	১৭/১০/২০২০ – ১৯/১০/২০২০ খ্রিঃ

বিষয়ঃ- ঢাকা জেলার মিরপুর থানাধীন হযরত শাহ্ আলী মহিলা কলেজের স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির অভিযোগ তদন্ত প্রতিবেদন।

সুত্র: ৩৭.১৯.০০০০.০০৬.১৬.০১০.২০.৩০/১(১৭), তারিখঃ ৮/১০/২০২০

উপর্যুক্ত বিষয় ও সুত্রোক্ত পত্রের সদয় নির্দেশ মোতাবেক ঢাকা জেলার মিরপুর থানাধীন হযরত শাহ আলী মহিলা কলেজের স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির অভিযোগ গত ১৭/১০/২০২০ তারিখে সরেজমিনে তদন্ত করা হয়। তদন্তকালে প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, সহকারী অধ্যাপক জনাব মোঃ শাহাদাৎ হোসেন, হযরত শাহ আলী মহিলা কলেজ কর্তৃক স্বাক্ষরিত দফাওয়ারী ০১ খানা, এ কলেজের শিক্ষার্থী আয়শা, আসমা, রুমানা, জেবা কর্তৃক স্বাক্ষরিত পত্রাকারে ০১ খানা এবং শিক্ষক-কর্মচারীবৃন্দ নামবিহীন স্বাক্ষরিত ০১ খানা সর্বমোট ০৩ খানা অভিযোগপত্র পাওয়া যায়। তদন্তকালে জনাব মোঃ শাহাদাৎ হোসেন, সহকারী অধ্যাপক, হযরত শাহ আলী মহিলা কলেজ কর্তৃক স্বাক্ষরিত অভিযোগের বিষয়ে তিনি লিখিতভাবে জানান যে, তিনি কোন আবেদন করেন নি। অন্য কেউ লিখে তার স্বাক্ষর স্কেনিং করা হয়েছে। অধ্যক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত রেকর্ডপত্র ও তার লিখিত মতামত, অভিযোগকারীর লিখিত মতামত এবং শিক্ষকদের লিখিত মতামতের প্রেক্ষিতে দফাওয়ারী অভিযোগ, প্রাপ্ত তথ্য ও পর্যালোচনা এবং মন্তব্য নিম্নে পেশ করা হলো।

"জনাব মোঃ শাহাদাৎ হোসেন, সহকারী অধ্যাপক, হযরত শাহ আলী মহিলা কলেজ কর্তৃক স্বাক্ষরিত দফাওয়ারী অভিযোগ"

অভিযোগ-১: জনাব রানা ফেরদৌস রতনা, পরিচিতি নং-৪১২৪৩৩, সহকারী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান। অধ্যক্ষের সহযোগীতায় কর্মস্থলে সময়মত শ্রেণি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ না করে অনুপস্থিত থাকেন। অনুপস্থিত থেকেও হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করে বেতন ভাতা গ্রহণ করেন। প্রামান্য প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষিত শিক্ষক উপস্থিতি বহি। জ্যেষ্ঠতা লঙ্ঘন করে সহকারী অধ্যপক পদে পদোন্নতি গ্রহণ করেন।

প্রাপ্ত তথ্য ও পর্যালোচনা: তদন্তকালে অধ্যক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত রেকর্ড যাচাইয়ে দেখা যায় জনাব রানা ফেরদৌস রতনা, ইনডেক্স নং-৪১২৪৩৩, সমাজবিজ্ঞান বিষয়ের প্রভাষক। জনাব রানা ফেরদৌস রতনা এর অনুপস্থিতির বিষয়ে অধ্যক্ষ লিখিতভাবে জানান যে, "*কলেজে অনুপস্থিত থেকে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর অভিযোগ সঠিক নয়। তবে তার আগমনে সমস্যা বিরাজমান। হাজিরা খাতায় তার অনু.পস্থিতির দিনগুলোতে 'A' মার্ক করা আছে। তিনি ১৯/৭/২০১৬ থেকে ৩১/৭/২০১৬ বিশেষ ছুটির জন্য আবেদন করলে কলেজ সভাপতি তাঁর বিনা বেতন ছুটি মন্জুর করেন*' কলেজের শিক্ষক হাজিরা খাতা যাচাইয়ে দেখা যায়, ১লা জানুয়ারী ২০১৭ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত ২০ দিন, ১লা জানুয়ারী ২০১৮ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ১৩৩ দিন, ১লা জানুয়ারী ২০১৯ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ০৬ দিন, ১লা জানুয়ারী ২০২০ থেকে ১৭ মার্চ ২০২০ পর্যন্ত ০৬ দিন অনুপস্থিত ছিলেন। তদন্ত তারিখ তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। উল্লিখিত দিন অনুপস্থিত এর বিষয়ে তার বিরুদ্ধে কোন্ ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তার তথ্য উপস্থাপন করার জন্য অধ্যক্ষকে অনুরোধ করা হলে তিনি লিখিতভাবে জানান যে, "*উপস্থিতি বহিতে তিনি উপস্থিত হয়েও মাঝে মাঝে স্বাক্ষর করেন নাই। তা এ বিষয় আমার মন্তব্য সংরক্ষিত নথি তথা হাজিরা বহিতে কেন তিনি কোন স্বাক্ষর করে নাই সেই বিষয় তার বক্তব্য গ্রহণ করা যেতে পারে। তাছাড়া তার অনুপস্থিতির বিষয় কলেজ গভর্নিং বডি একাধিকার ছুটি মন্জুর করেছে। রেকর্ড দেখে পরবর্তীতে উপস্থাপন করা হবে।*' রানা ফেরদৌস রতনা তদন্ত তারিখ কলেজে অনুপস্থিতির বিষয়ে অধ্যক্ষ লিখিতভাবে জানান যে, "*জনাব রানা ফেদৌস রতনা করোনা কালিন সময়ের ১ম দিকে সরকারি নির্দেশ না থাকায় কলেজে অনুপস্থিত রয়েছেন। পরিদর্শন কালীন সময় ১৭-১০ ২০২০ তারিখ পর্যন্ত সে কোন যোগাযোগ করে কলেজে আসার জন্য অনুরোধ করলে তাঁর 'মা' এর অসুস্থতার বিষয় আমাকে অবগত করেন। তার পরও আমি তাকে বিষয়টি গুরুত্ব অনুধাবন পূর্বক যে কোনভাবে কলেজে উপস্থিত ১৯/১০/২০২০ এ থাকতে অনুরোধ করি।*' রানা ফেরদৌস রতনা ১৯/১০/২০২০ তারিখে উপস্থিত হয়ে তার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগের বিষয়ে লিখিতভাবে জানান যে, "*আমি রানা ফেরদৌস রত্না এই কলেজে ২৪ বৎসর ধরে শিক্ষকতা করে আসছি। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ সমূহ সম্পূর্ন মিথ্যা ও বানোয়াট। এই মিথ্যা বানোয়াট অভিযোগের কারণে আমি আপনাদের নিকট সমুচিত বিচার চাই।*" তদন্তকালে অধ্যক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত রেকর্ড যাচাইয়ে দেখা যায়, তিনি প্রভাষক পদে কর্মরত আছেন। এমপিও কপিতে তার নামের পার্শ্বে প্রভাষক লেখা রয়েছে। তিনি সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পায়নি। তবে অধ্যক্ষ লিখিতভাবে জানান যে, কলেজ গভর্নিং বডির সিদ্ধান্তে সহকারী অধ্যাপক পদবী ব্যবহার করেন। কলেজ গভর্নিং

বডির সিদ্ধান্তের রেজুলেশন তদন্তকালে উপস্থাপন করেন নি। কলেজে বর্তমানে অধ্যক্ষসহ ৩৪ জন শিক্ষক এমপিও ভুক্ত আছেন। অধ্যক্ষসহ এমপিও ভুক্ত ৩৪ জনের মধ্যে সহকারী অধ্যাপক প্রাপ্য ৯.৭১ জন। বর্তমানে ০৮ জন শিক্ষক সহকারী অধ্যাপক পদের বেতন ভাতা গ্রহণ করেন। অধ্যক্ষসহ এমপিও ভুক্ত ৩৪ জন শিক্ষকের মধ্যে জ্যেষ্ঠতা অনুযায়ী জনাব রানা ফেরদৌস রতনা এর অবস্থান ১৪তম স্থানে।

<u>মন্তব্য:</u> সমাজবিজ্ঞান বিষয়ের প্রভাষক জনাব রানা ফেরদৌস রতনা, ইনডেক্স নং-৪১২৪৩৩ কলেজে অনুপস্থিত থেকে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করে বেতন ভাতা গ্রহণ করার অভিযোগ প্রমানিত। জ্যেষ্ঠতা লঙ্ঘন করে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি গ্রহণ করার প্রামানিক তথ্য পাওয়া যায়নি।

<u>অভিযোগ-২ :</u> জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা, পরিচিতি নং-৪০৬৬২৫, সহকারী অধ্যাপক, যুক্তিবিদ্যা। কলেজের সহকারী অধ্যাপক, আই,সি,টি জুবাইদা গুলশান আরা, লাইব্রেরীয়ান শামা নাসরিন ও শিক্ষার্থীদের সাথে যৌন হয়রানী মূলক কার্যক্রমে জড়িত। কিন্তু অধ্যক্ষের স্বজনপ্রীতিতে কোনরূপ শাস্তি না পেয়ে কাজ করে চলেছেন।

<u>প্রাপ্ত তথ্য ও পর্যালোচনা:</u> অধ্যক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত রেকর্ডে দেখা যায়, সহকারী অধ্যাপক, আইসিটি জনাব জুবাইদা গুলশান আরা হেনা কর্তৃক গত ২৭/৮/২০১৬ তারিখ স্বাক্ষরিত মাননীয় সংসদ সদস্য, ঢাকা-১৪ ও সভাপতি, হযরত শাহ আলী মহিলা কলেজ বরাবর একখানা অবেদন করেন। তার আবেদনের মূল বিষয় হচ্ছে ২৩/৮/২০১৬ তারিখে ১২.১০ মিনিটে অধ্যক্ষের কক্ষে অধ্যক্ষ ও কয়েকজন শিক্ষকের সামনে এ কলেজের যুক্তিবিদ্যা বিষয়ের সহকারী অধ্যাপক জনাব গোলাম মোস্তফা মারমুখী হয়ে তার দিকে তেড়ে আসেন এবং তাকে বিশ্রি এবং আপত্তিকর অংগভঙ্গি নিয়ে তাকে গালিগালাজ করেছেন ও অশ্লীল আচরণ করেছেন। অন্যদিকে তার স্বামী মারা যাওয়ার পর প্রায়ই তাকে উত্যক্ত করেন। তিনি প্রায়ই রাতে মিস কল দেন। তাকে স্বস্তিতে চাকরির পরিবেশ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আবেদন করেন। উক্ত অভিযোগের বিষয়ে তার বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তার রেকর্ড উপস্থাপন করার জন্য অধ্যক্ষকে অনুরোধ করা হলে তিনি লিখিতভাবে জানান যে, “ *জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা (ইনডেক্স - ৪০৬৬২৫) কর্তৃক সহকারী অধ্যাপক* আইসিটি *জনাব জুবাইদা গুলশান আরা এর অভিযোগ দুই জনের উপস্থিতিতে অধ্যক্ষের কার্যালয়ে মিমাংশিত। তবে জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা তার দোষ স্বীকার করে দুঃখ প্রকাশ পূর্বক জুবাইদা গুলশান আরার নিকট ক্ষমা চেয়েছিলেন এবং অধ্যক্ষ দুই জনকে আপ্যায়িত করে অভিযোগের পরিসমাপ্তি ঘটান।”* অভিযোগের বিষয়ে অভিযোগকারী জনাব জুবাইদা গুলশান আরা তদন্তকালে লিখিতভাবে জানান যে, “ *জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা কয়েক বছর পূর্বে আমার সাথে যে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেছিলেন সে ব্যাপারে আমি আমার আবেদনে বিস্তারিত লিখেছিলাম। ঐ ব্যাপারটি নিয়ে আমি মাননীয় এমপি মহোদয়ের কাছে আবেদন করেছিলাম। ব্যাপারটা কালক্ষেপন হওয়ায় মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয় থেকে আমাদের অধ্যক্ষ মহোদয়ের কাছে বিষয়টি নিয়ে আমার সাথে আলাপ করে মিমাংশা করতে বলা হয়েছে। অধ্যক্ষ মহোদয় আমাকে এবং জনাব গোলাম মোস্তফাকে তার কক্ষে ডেকে পুরো বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলাপ আলোচনা করেছেন। জনাব গোলাম মোস্তফা স্যারের সামনে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন এবং ভবিষ্যতে আমাকে কোন রকম হয়রানি করবেন না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অধ্যক্ষ মহোদয়ের সামনে ক্ষমা চাওয়ায় আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। উক্ত ঘটনাটি কয়েক বছর পূর্বের। এর পর থেকে জনাব গোলাম মোস্তফা আমাকে আর কোন রকম উত্যক্ত করেন নি। তার উপর আমার বর্তমানে কোন অভিযোগ নাই।”* অভিযুক্ত জনাব গোলাম মোস্তফা অভিযোগের বিষয়ে লিখিতভাবে জানান যে, “ *আমার বিরুদ্ধে জনাব জুবাইদা গুলশান আরা যে আনীত অভিযোগ তা প্রায় ২/৩ বছর আগে। পরস্পরের মধ্যে ভুল বুঝা-বুঝির কারণে সমস্যা হয়েছিল এবং তা মিমাংশিত হয়েছে। এছাড়া তার কোন অভিযোগ নাই।”*

অধ্যক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত রেকর্ডে দেখা যায়, লাইব্রেরীয়ান শামা নাসরিন কর্তৃক গত ২৬/৫/২০১২ তারিখ স্বাক্ষরিত অধ্যক্ষ, হযরত শাহ আলী মহিলা কলেজ বরাবর একখানা অবেদন করেন। তার আবেদনের মূল বিষয় হচ্ছে এ কলেজের যুক্তিবিদ্যা বিষয়ের সহকারী অধ্যাপক জনাব গোলাম মোস্তফা গত ২৪/০৫/২০১২ তারিখ আনুমানিক ১১.০০ টায় গ্রন্থাগার রুমে ঢুকে তার সাথে অসৌজন্য মূলক কথাবার্তা বলেন। তার পথ রোধ করে দাড়ান এবং ওড়নার কোনা ধরে টান দেয়। তিনি দৌড়ে উপাধ্যক্ষের রুমে গিয়ে উপাধ্যক্ষকে তার রুমে নিয়ে আসেন। তাকে বাড়ীতে ফোন করেন এবং রাত ১১.৩০ মিঃ ফোন করেন। এসব কারণে তিনি কলেজে আসতে ভয় পাচ্ছে এবং তার নিরাপত্তা দেয়ার জন্য অধ্যক্ষের নিকট আবেদন করেন। জনাব শামা নাসরিন এর বিষয়ে কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তার রেকর্ড উপস্থাপন করার জন্য অধ্যক্ষকে অনুরোধ করা হলে অভিযুক্ত জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফার অধ্যক্ষ বরাবর লিখিত একখানা অংগীকার নামা উপস্থাপন করেন। অধ্যক্ষ বরাবর লিখিত জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফার অংগীকারনামায় উল্লেখ আছে যে, “ *বিনীত নিবেদনএই যে, আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী গত ২৪/৫/২০১২ তারিখে বেলা ১১ ঘটিকা অত্র কলেজের গ্রন্থাগারিক মিসেস শামা নাসরিন এর সাথে যে অসৌজন্যমূলক আচরণ করি তার জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত। ভবিষ্যতে কর্মস্থলের ভিতরে বা বাহিরে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে তাকে কোন প্রকার শারিরীক, মানসিক ও সামাজিকভাবে অসম্মান বা হয়রানী করব না। অতএব আবেদন এই যে, এ ধরণের অনাকাঙ্খিত কোন ঘটনা আমার পক্ষ থেকে ঘটে এর জন্য আমি দায়ী।”* এ বিষয়ে অধ্যক্ষ লিখিতভাবে জানান যে, “ *লাইব্রেরীয়ান শামা নাসরিন এর বিষয়টি আমি অত্র কলেজে যোগদান পূর্ব ঘটনা। জনাব গোলাম মোস্তফার কলেজে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত নথিতে শামা নাসরিন এর ২৬/৫/২০১২ এর অধ্যক্ষ বরাবর আবেদন এবং এ বিষয়ে জনাব গোলাম মোস্তফা অধ্যক্ষ বরাবর লিখিত আবেদন সংরক্ষিত আছে। যেখানে মোঃ শেরে আলম, মোঃ আমিনুল হক, মোঃ কছিম উদ্দিন, ইসমত জাহান শ্যামা, আরাফাত বানু ও ড. এম এ মুকিম স্বাক্ষী বিরাজমান। সুতারাং এ বিষয়টিতে অধ্যক্ষের স্বজনপ্রীতি অভিযোগ সঠিক নয়। ”* অভিযোগকারী লাইব্রেরীয়ান জনাব শামা নাসরিন

লিখিতভাবে জানান যে, " *চাকরীর ক্ষেত্রে যে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে সেটা আমার জন্য মানহানিকর এবং এর সাথে যারা যুক্ত তাদের ন্যায্য বিচার দাবী করছি। গত ২৯/৫/২০১২ সনে এই কলেজের সহকারী অধ্যাপক গোলাম মোস্তফা কলেজ গ্রন্থাগারে যে আচারণ করেন আমার সংগে সেটা সে সময়ের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ এবং তিন জন শিক্ষক প্রতিনিধি সমন্বয়ে বিচার এবং তদন্ত শেষ করে। সহকারী অধ্যাপক গোলাম মোস্তফা লিখিত ভাবে ক্ষমা চায় এবং সেই মিটিং এ সেটা সমাধান হয়ে যায়।*" অভিযুক্ত জনাব গোলাম মোস্তফা অভিযোগের বিষয়ে লিখিতভাবে জানান যে, "*আমার বিরুদ্ধে জনাব শামা নাসরিন (লাইব্রেরিয়ান) যে আনীত অভিযোগ তা প্রায় ৮/৯ বছর আগে। পরস্পরের মধ্যে ভুল বুঝা-বুঝির কারণে সমস্যা হয়েছিল এবং তা মিমাংশিত হয়েছে। এছাড়া তার কোন অভিযোগ নাই।*" বর্তমানে করোনার কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠদান কার্যক্রম বন্ধ থাকায় কোন শিক্ষার্থীকে উপস্থিত পাওয়া যায়নি বিধায় শিক্ষার্থীদের মতামত নেয়া যায়নি।

<u>মন্তব্য:</u> সহকারী অধ্যাপক, যুক্তিবিদ্যা জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা কলেজের সহকারী অধ্যাপক, আই,সি,টি জুবাইদা গুলশান আরা ও লাইব্রেরীয়ান শামা নাসরিন এর সাথে যৌন হয়রানী মূলক কার্যক্রমে জড়িত থাকার অভিযোগ প্রমানিত। শিক্ষার্থীদের সাথে যৌন হয়রানির প্রামানিক তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে কলেজ কর্তৃপক্ষ বাদী ও বিবাদীর উপস্থিতিতে বিষয়টি মিমাংশা করেন।

<u>অভিযোগ-৩:</u> জনাব মোঃ আঃ ছালাম, পরিচিতি নং-৪০৬৬২৪, সহকারী অধ্যাপক, রসায়ন। কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের সাথে যৌন হয়রানী মূলক কার্যক্রমে দায় দোষী থাকার পরও কোনরূপ শাস্তি প্রদান না করা। প্রামান্য কলেজের শিক্ষকদের উপস্থিত বক্তব্য থেকে জানা যাবে।

<u>প্রাপ্ত তথ্য ও পর্যালোচনা:</u> তদন্তকালে অধ্যক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত রেকর্ড যাচাইয়ে দেখা যায় যে, কলেজের ০৯ জন শিক্ষার্থী কলেজের অধ্যক্ষ বরাবর ১৩/৩/২০১৮ তারিখে একখানা অভিযোগপত্র দাখিল করেন। শিক্ষার্থীদের স্বাক্ষরিত অভিযোগপত্র উপস্থাপন করেন নি। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ কম্পিউটারে টাইপ করে উপস্থাপন করেন। উপস্থাপিত অভিযোগ পত্রে উল্লেখ আছে যে, " *বিনীত নিবেদন এই যে, আমার অপনার কলেজের একাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান শাখার শিক্ষার্থীরা আমাদের বিজ্ঞান শাখার রসায়ন বিষয়ক শিক্ষক দ্বারা দীর্ঘদিন ধরে নানাভাবে নির্যাতিত হচ্ছি। ইতিমধ্যে আমাদের শাখার দুজন মেয়েকে তার নিজ কেবিনে ডেকে ভিন্ন ভিন্ন দিন বাজে কথা দ্বারা মানসিক নির্যাতন এবং অশ্লীল ব্যবহার করেছিলেন। আমাদের পুরো ক্লাস সাক্ষী যে তিনি এমন অশ্লীল ব্যবহারে একটি মেয়ের কোলেও বসেছিলেন এবং আরও মেয়েদের শরীরে বিভিন্ন অংশে বাজে ভাবে স্পর্শ করে কথা বলে এবং মাথা ধরে টেনে বুকে টেনে নেন। তাছাড়া আমাদের তিনি নানা ভাবে নির্যাতন করছেন অশ্লীল কথাবার্তাসহ মানসিক নির্যাতন করেছেন। উক্ত শিক্ষকের পদত্যাগ চেয়ে চেয়ারম্যান এর কাছে আবেদন জানাচ্ছি।*" শিক্ষার্থীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে কলেজ স্মারক নং-হশাআমক-২০১৮-০৩১(৩), তারিখঃ ১৫/৩/২০১৮ পত্রে নিম্নে উল্লিখিত শিক্ষকদের সমন্বয়ে ০৩ সদস্য তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটি যথা-

(১) জনাব শিরিন আখতার, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা, হযরত শাহ আলী মহিলা কলেজ।
(২) জনাব লুৎফুন্নেছা বেগম, সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি, হযরত শাহ আলী মহিলা কলেজ।
(৩) জনাব রুবিনা আকতার দিনা, সহকারী অধ্যাপক, মনোবিজ্ঞান, হযরত শাহ আলী মহিলা কলেজ।

উক্ত তদন্ত কমিটি ২৮/৪/২০১৮ তারিখে ৩৬ পাতার একখানা তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত কমিটির মন্তব্য কলামে উল্লেখ আছে যে, " *প্রাপ্ত প্রামান্য লিখিত তথ্যাদি বিচার বিশ্লেষণ করে অভিযোগকারীদের অভিযোগ সত্য ও প্রমানিত বলে প্রতীয়মান হয়। তারপরও প্রতিষ্ঠানের ভাবমুর্তি সুরক্ষা-বিবেচনা করা প্রয়োজন। অভিযুক্ত শিক্ষকের দীর্ঘ প্রায় ২৭ বৎসরের কর্মজীবন প্রতিষ্ঠানে তার কর্মের অবদান, সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থান এবং কর্মজীবনে এই প্রথম এই ধরণের অভিযোগের বিষয়টি তদন্ত উপ-কমিটির নিকট সহমর্মিতার মনোভাবে বিবেচনায় বিবেচ্য। অভিযুক্ত রসায়ন বিষয়ের শিক্ষকের বয়ঃবার্ধক্যের ভীমরতি মনে করে প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে অভিযুক্ত শিক্ষকের নিকট থেকে ভবিষ্যতে এই ধরণের অভিযোগ হবে না মর্মে লিখিত গ্রহণ করা যেতে পারে বলে তদন্ত কমিটি মনে করে। ইতোমধ্যে অভিযোগকারী শিক্ষার্থীরা (রোল-৮২০, ৮০৮, ৮৩৩, ৮১৫, ৮৩৬, ৮২২) অভিযোগের অবস্থানে দৃঢ় থেকে মানবিক কারণে শিক্ষকতার প্রতি সম্মান দেখিয়ে তাদের অভিযোগ প্রত্যাহার করে অধ্যক্ষ বরাবর তদন্ত উপ-কমিটির নিকট আবেদন জমা করেছেন। এই প্রেক্ষিতে উত্থাপিত অভিযোগ সম্পর্কে পরবর্তী করনীয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে অভিযোগ প্রত্যাহারের বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে।*" সহকারী অধ্যাপক, রসায়ন জনাব মোঃ আঃ ছালামের বিরুদ্ধে উক্ত অভিযোগ তদন্ত প্রতিবেদনের বিষয়ে কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তার প্রামানিক তথ্য উপস্থাপন করার জন্য অধ্যক্ষকে অনুরোধ করা হলে তিনি লিখিতভাবে জানান যে, "*জনাব মোঃ আঃ ছালাম কর্তৃক শিক্ষার্থীদের যৌন হয়রানী করার জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। তদন্ত কমিটি বিষয়টিতে অভিযোগকারীদের অভিযোগ সত্য ও প্রমানিত বলে মন্তব্য করেছেন। তার পরও প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি সুরক্ষা বিবেচনায় নিয়ে অভিযুক্ত শিক্ষকের বয়ঃবার্ধক্যের ভীমরতি মনে করে প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে অভিযুক্ত শিক্ষকের নিকট থেকে ভবিষ্যতে এই ধরনের স্বার্থে অভিযুক্ত শিক্ষকের নিকট থেকে ভবিষ্যতে এই ধরণের অভিযোগ হবে না মর্মে লিখিত গ্রহণ করা যেতে পার বলে তদন্ত কমিটি মনে করে মতামত প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে কলেজ গভর্নিং বডির বিদ্যুৎসাহী সদস্য জনাব মোঃ আবুল হাশেম খান শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সাথে আলাপ করে শিক্ষর্থীগণ অভিযোগ প্রত্যাহার করলে বিষয়টি মিমাংশা হয়।*" অভিযুক্ত সহকারী অধ্যাপক জনাব মোঃ আঃ ছালাম লিখিতভাবে জানান যে, " *ক্লাসে বিগত ৩ বছর পূর্বে কতিপয় ছাত্রী মোবাইল নিয়ে গেম খেলাসহ অমনোযোগিতার জন্য আমি বকা দেই এবং ধমকের সুরে রাগ্‌ত বশতঃ নিজের কন্যা মনে করে হালকা শাসন করি। যা*

তাদের মনোপুত না হওয়ায় আমার বিরুদ্ধে অধ্যক্ষ মহোদয়ের নিকট লিখিত বক্তব্য কিছু মেয়ে পেশ করে। এই সমস্যা নিয়ে কলেজের সমস্ত শিক্ষকদের নিয়ে মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক শিক্ষক তাদের লিখিত পেশ করেন। সবাই বলেন বিগত ২৫ বছরে আমার এ জাতীয় অভিযোগ স্যারের বিরুদ্ধে উত্থাপন হয়নি। তা ছাড়া মেয়েদের শাসন করাটা ভুল হয়েছে মর্মে অধ্যক্ষ মহোদয় আমাকে ক্ষমা করে দেন।" বর্তমানে করোনার কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠদান কার্যক্রম বন্ধ থাকায় কোন শিক্ষার্থীকে উপস্থিত পাওয়া যায়নি বিধায় শিক্ষার্থীদের মতামত নেয়া যায়নি।

মন্তব্য: সহকারী অধ্যাপক, রসায়ন জনাব মোঃ আঃ ছালাম কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের সাথে যৌন হয়রানী মূলক কার্যক্রমে দোষী থাকার অভিযোগ প্রমানিত। তবে অধ্যক্ষ জানান যে, শিক্ষার্থীগণ অভিযোগ প্রত্যাহার করার পর বিষয়টি মিমাংশা করা হয়েছে। যৌন হয়রানির মত বিষয়ে এভাবে মীমাংশা করা যায় না। বিষয়টির প্রতি মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

অভিযোগ-৪: জনাব তাহমিনা রহমান, পরিচিতি নং-নন এমপিও ভুক্ত, সহকারী অধ্যাপক, হিসাব বিজ্ঞান। জাপানে এম.ফিল করার নামে কলেজ থেকে ছুটি নিয়া এম ফিল না করে ফিরে এসে কলেজ থেকে বেতন ভাতা গ্রহণ। এ ক্ষেত্রে অধ্যক্ষের সার্বিক সহযোগীতা বিদ্যমান।

প্রাপ্ত তথ্য ও পর্যালোচনা: অধ্যক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত রেকর্ড যাচাইয়ে দেখা যায়, কলেজ গভর্নিং বডি ২১/০৮/২০১০ তারিখের সভার বিবিধ আলোচ্যসূচির (ক) অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে যে, " *হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক তাহমিনা রহমান জাপানের হিরোশিমা বিশ্ববিদ্যালয়ে পি,এইচ,ডি ডিগ্রি অর্জনের জন্য সুযোগ পেয়েছেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরি শর্তাবলী র রেগুলেশন এর ধারা নং ২৭ অনুযায়ী তার আবেদনক্রমে তাকে স্ববেতনে মোট ০৩ (তিন) বৎসরের শিক্ষা ছুটি মন্জুর করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আরও সিদ্ধান্ত হল যে, উক্ত ধারায় অনুচ্ছেদ-গ-এ বর্ণিত শর্ত অনুযায়ী তাকে লিখিত একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হতে হবে।"* গভর্নিং বডির উক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক কলেজের অধ্যক্ষ কর্তৃক ২৬/৮/২০১০ তারিখে স্বাক্ষরিত পত্রে তাকে ১/১০/২০১০ তারিখ থেকে ৩০/৯/২০১৩ তারিখ পর্যন্ত ০৩ বছরের শিক্ষা ছুটির মন্জুর করা হয়। তার পি,এইচ, ডি ডিগ্রীর সনদ উপস্থাপন করার জন্য তাকে অনুরোধ করা হলে জনাব তাহমিনা রহমান লিখিতভাবে জানান যে, " *আমি তাহমিনা রহমান ২০১০ সালে ১ অক্টোবর কলেজ থেকে ছুটি নিয়ে জাপানে পিএইচডি করার জন্য যাই। আমি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যথাযথ নিয়ম মেনে এবং তৎকালিন গভর্নিং বডির অনুমতিতে রেজুলেশনের মাধ্যমে এই ছুটি পাই। আমি কলেজ থেকে স্কেলে কোন বেতন ভাতা পেতাম না। প্রতি মাসে টাকা বেতন পেতাম। আমি ছুটি পাবার পর কলেজের পাঠদানে যেন কোন অসুবিধা না হয় সে জন্য আমার ক্লাসগুলো অন্য শিক্ষক দ্বারা নেওয়া হত এবং আমার বেতন থেকে তাদের পারিশ্রমিক দেওয়া হত। বিষয়টি আমার বিভাগীয় প্রধান জানতেন। জাপানে থাকাকালীন সময়ে আমার ২টি আন্তর্জাতিক পেপার প্রকাশিত হয়। দক্ষিন কোরিয়া এবং তাইওয়ানে। তারপর আমি সেখানে অসুস্থ হয়ে পরি এবং গবেষনা কার্য শেষ না করে দেশে আসি এবং ছুটি বাতিল করে কলেজেএ যোগদান করি।"* জনাব তাহমিনা রহমান নন এমপিও শিক্ষক। তিনি সরকারি বেতন ভাতা পান না। তিনি পিএইচডি ডিগ্রী নেয়ার জন্য ছুটিকালীন সময়ে কোন মাস হতে কোন মাস পর্যন্ত বেসরকারি বেতন ভাতা বাবদ কত টাকা গ্রহণ করেছেন তার স্বপক্ষে প্রামানিক রেকর্ড উপস্থাপন করার জন্য অধ্যক্ষকে অনুরোধ করা হলে অধ্যক্ষ লিখিতভাবে জানান যে, " *আমি অত্র প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ ৮/৯/২০১২ খ্রিঃ। সুতরাং এই বিষয়ে আমি অবগত নই। যোগদান পূর্বের বিষয় তাই এই বিস্তারিত বিবরণ প্রতিষ্ঠানের পূর্বের কার্যবিবরনী দেখে প্রয়োজনে পরবর্তীতে সংযোজন করা হবে।"* কিন্তু অধ্যক্ষ অদ্য পর্যন্ত কোন তারিখ হতে কোন তারিখ পর্যন্ত কত টাকা গ্রহণ করেন তার তথ্য উপস্থাপন করেন নি। তার ছুটিকালীন সময়ে বিদ্যমান জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বেসরকারি ডিগ্রি কলেজ শিক্ষক চাকরির শর্তাবলী'৯৪ এর ২৭ নং অনুচ্ছেদে শিক্ষা ছুটির বিষয়ে উল্লেখ আছে যে, "*একজন শিক্ষক একটি কলেজে ন্যূনপক্ষে বিরতিহীন তিন বৎসর শিক্ষকতা করিলে এবং তার পেশাগত যোগ্যতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকিলে গভর্নিং বডি একজন শিক্ষককে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য শিক্ষা ছুটি মন্জুর করিতে পারিবে। (ক) একজন শিক্ষকের সর্বমোট চাকুরীকালে এইরূপ ছুটি চার বৎসরের অধিক হইবে না। (খ) এইরূপ শিক্ষা ছুটিতে থাকাকালে একজন শিক্ষক পূর্ণ গড় বেতন পাওয়ার অধিকারী হইবেন। (গ) সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে এই মর্মে লিখিতভাবে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে হইবে যে, তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভের পরে সংশ্লিষ্ট কলেজে ন্যূনপক্ষে আট বৎসর চাকুরী করিবেন। অন্যথায় তিনি শিক্ষা ছুটিতে থাকাকালে বেতন হিসাবে গ্রহণ করা সমুদয় অর্থ ফেরৎ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।"*

মন্তব্য: এমপিও বিহীন সহকারী অধ্যাপক, হিসাব বিজ্ঞান জনাব তাহমিনা রহমান জাপানে পিএইচডি করার জন্য কলেজ থেকে ছুটি নিয়ে পিএইচডি না করে ফিরে এসে কলেজ থেকে বেতন ভাতা গ্রহণ করার অভিযোগ প্রমানিত।

অভিযোগ-৫: জনাব মালিহা পারভীন, পরিচিতি নং-৩০১১৪৩১, মার্কেটিং বিভাগ। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধীনে এম,ফিল এ নকলের দায়ে বহিষ্কার হয়ে এম,ফিল না করে ফিরে এসে কলেজ থেকে বেতন ভাতা গ্রহণ। এ ক্ষেত্রে অধ্যক্ষের সার্বিক সহযোগীতা বিদ্যমান।

প্রাপ্ত তথ্য ও পর্যালোচনা: অধ্যক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত রেকর্ড যাচাইয়ে দেখা যায়, কলেজ গভর্নিং বডির ৩১/১২/২০০৫ তারিখের সভার আলোচ্যসূচির (১২) অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে যে, " *মিসেস মালিহা পারভীন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এর এম,ফিল প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য নির্ধারিত হয়েছেন। তিনি উক্ত প্রোগ্রাম সম্পন্ন করতে দুই বৎসর ছুটি চেয়েছেন। বেসরকারি ডিগ্রী কলেজের শিক্ষকগণের ছুটি বিধির ধারা নং ২৭ অনুযায়ী তার ছুটি মন্জুর করা হল। মালিহা পারভীন ছুটিতে থাকালীন শূন্য পদে সাময়িক ভাবে কাউকে নিয়োগ দিয়ে ক্লাস চালানোর দায়িত্ব অধ্যক্ষকে অর্পন করা হল।"* তার এমফিল সনদ উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ করা হলো অধ্যক্ষ তার এমফিল মার্কসীট উপস্থাপন করেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত মার্কসীটে দেখা যায় তিনি অকৃতকার্য হয়। নকলের দায়ে বহিষ্কারের বিষয়ে জনাব মালিহা পারভীন লিখিত ভাবে জানান যে, "*আমি মালিহা পারভিন আমার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও*

ভিত্তিহীন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিধিমোতাবেক সে সময়ের গভর্নিং বডির ৩১/১২/২০০৫ তারিখের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বেতন ভাতাসহ শিক্ষা ছুটি গ্রহণ করি। যথাযথভাবে ক্লাস করি এবং পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করি। কিন্তু কৃতকার্য হতে পারিনি। এমফিল পরীক্ষায় কৃতকার্য না হওয়ায় এমফিল সম্পন্ন করতে পারিনি।'' জনাব মালিহা পারভীন কোন তারিখ হতে কোন তারিখ পর্যন্ত সরকারি বেতন ভাতা গ্রহণ করেন তার তথ্য (বেতন বিল) উপস্থাপন করার জন্য অধ্যক্ষকে অনুরোধ করা হলে তিনি লিখিতভাবে জানান যে, ''*আমি অত্র প্রতিষ্ঠানে যোগদান করি ৮/৯/২০১২। বিষয়টি যোগদান পূর্বের তাই প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষিত কার্যবিবরণী দেখে পরবর্তীতে সংযোজন করা হবে।*'' কিন্তু অদ্য পর্যন্ত তার রেকর্ডপত্র উপস্থাপন করেন নি। তার ছুটিকালীন সময়ে বিদ্যমান জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বেসরকারি ডিগ্রি কলেজ শিক্ষক চাকরির শর্তাবলী'৯৪ এর ২৭ নং অনুচ্ছেদে শিক্ষা ছুটির বিষয়ে উল্লেখ আছে যে, ''*একজন শিক্ষক একটি কলেজে ন্যূনপক্ষে বিরতিহীনতিন বৎসর শিক্ষকতা করিলে এবং তার পেশাগত যোগ্যতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকিলে গভর্নিং বডি একজন শিক্ষককে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য শিক্ষা ছুটি মন্জুর করিতে পারিবে। (ক) একজন শিক্ষকের সর্বমোট চাকুরীকালে এইরূপ ছুটি চার বৎসরের অধিক হইবে না। (খ) এইরূপ শিক্ষা ছুটিতে থাকাকালে একজন শিক্ষক পূর্ণ গড় বেতন পাওয়ার অধিকারী হইবেন। (গ) সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে এই মর্মে লিখিতভাবে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে হইবে যে, তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভের পরে সংশ্লিষ্ট কলেজে ন্যূনপক্ষে আট বৎসর চাকুরী করিবেন। অন্যথায় তিনি শিক্ষা ছুটিতে থাকাকালে বেতন হিসাবে গ্রহণ করা সমুদয় অর্থ ফেরৎ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।''*

মন্তব্য: মার্কেটিং বিভাগের প্রভাষক জনাব মালিহা পারভীন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এম,ফিল পরীক্ষায় নকলের দায়ে বহিষ্কার হওয়ার অভিযোগ প্রমাণিত নয়। তবে তিনি এম,ফিল পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়। বেতন ভাতা গ্রহণ করার অভিযোগ প্রমাণিত।

অভিযোগ-৬: জনাব মোঃ সাদিকুর রহমান, পরিচিতি নং-নন এমপিও ভুক্ত, সহকারী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান। কলেজে নিয়মিত পাঠদান কার্যক্রমে অংশগ্রহণ না করে কোচিং বাণিজ্যসহ ঔষধ ব্যবসায় নিয়োজিত। এ ক্ষেত্রে অধ্যক্ষের ব্যক্তিগত সহযোগীতা রয়েছে।

প্রাপ্ত তথ্য ও পর্যালোচনা: এমপিও বিহীন হিসাববিজ্ঞান বিষয়ের সহকারী অধ্যাপক জনাব মোঃ সাদিকুর রহমান পাঠদান কার্যক্রমে অংশগ্রহণ না করে কোচিং বাণিজ্য করার বিষয়ে অধ্যক্ষ লিখিতভাবে জানান যে, ''*অভিযোগ সম্পর্কিত বিষয়ে আমি অবগত নই। তিনি নিয়মিত শ্রেণি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। তার বিরুদ্ধে আমি বিভাগীয় প্রধান কিংবা শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি।''* জনাব মোঃ সাদিকুর রহমান অভিযোগের বিষয়ে লিখিতভাবে জানান যে, ''*আমি কলেজের নিয়মিত পাঠদান কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করি এবং কলেজের সকল শ্রেণি কার্যক্রম সুনামের সাথে পরিচালনা করে আসছি। আমি কলেজের একজন নন এমপিও শিক্ষক। পরিবারের ভরণ পোষনের জন্য কলেজ সময়ের অতিরিক্ত সময়ে আমি কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী পড়াতাম। কিন্তু বর্তমানে কোন ছাত্র-ছাত্রী পড়ানোর সাথে আমি জড়িত নই। আমি কোন ঔষধ ব্যবসার সাথে জড়িত নই। আমার পরিচিত এক ছোট ভাইয়ের ব্যবসা আছে। আমি মাঝে মাঝে সেখানে বসি। আমি ব্যবসা করি না।*'' তিনি ঔষধের ব্যবসা করেন মর্মে তদন্তকালে কোন শিক্ষক বলেন নি। সকল শিক্ষক জানান তিনি নিয়মিত পাঠদান করেন।

মন্তব্য: এমপিওবিহীন হিসাববিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষক জনাব মোঃ সাদিকুর রহমান কলেজে নিয়মিত পাঠদান কার্যক্রমে অংশগ্রহণ না করার অভিযোগ প্রমাণিত নয়। কলেজ সময়ের পরে তিনি কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী পড়ান মর্মে জানান।

অভিযোগ-৭: জনাব ইসমাত জাহান শামা, পরিচিতি নং-৪০৬৬২৬, প্রভাষক, মনোবিজ্ঞান। দীর্ঘদিন ধরে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির যোগ্যতা থাকার পরও তাকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে।

প্রাপ্ত তথ্য ও পর্যালোচনা: তদন্তকালে অধ্যক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত রেকর্ড যাচাইয়ে দেখা যায়, কলেজে বর্তমানে অধ্যক্ষসহ ৩৪ জন শিক্ষক এমপিও ভুক্ত আছেন। অধ্যক্ষসহ এমপিও ভুক্ত ৩৪ জনের মধ্যে সহকারী অধ্যাপক প্রাপ্য ৯.৭১ জন। ১ম এমপিও, যোগদান, জন্ম তারিখের ভিত্তিতে জ্যেষ্ঠতা অনুযায়ী জনাব ইসমাত জাহান শামা এর অবস্থান ৮ম স্থানে। কলেজ গভর্নিং বডির ১৫/১০/২০১৯ তারিখের সভায় জনাব ইসমাত জাহান শামাকে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তিনি ১/১/২০২০ তারিখ হতে সহকারী অধ্যাপক পদের বেতন ভাতা (৬ কোড) গ্রহণ করেন। তাকে বঞ্চিত করার বিষয়ে অধ্যক্ষ লিখিতভাবে জানান যে, ''*শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিধি অনুযায়ী কলেজ গভর্নিং বডির সিদ্ধান্তে তাকে সহকারী অধ্যাপক পদোন্নতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল।''* জনাব ইসমাত জাহান শামা তদন্তকালে লিখিতভাবে জানান যে, ''*আমি ১/১/২০২০ তারিখ থেকে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পেয়েছি। এই পদোন্নতি আরও প্রায় দুই বছর আগে আমার প্রাপ্য ছিল। কিন্তু আমাকে বঞ্চিত করা হয়েছে।''*

মন্তব্য: জনাব ইসমাত জাহান শামাকে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে, বিধায় অভিযোগ প্রমাণিত নয়। তবে তাকে যথাসময়ে পদোন্নতি না দিয়ে বঞ্চিত করার অভিযোগ প্রমাণিত।

অভিযোগ-৮: জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন, পরিচিতি নং-৬১১০২৫, হিসাব রক্ষক। কলেজের হিসাব রক্ষক কলেজ মার্কেটের সি-২৯ নীচতলা দোকান মালিক, কাউনদিয়া মৌজায় নিজস্ব বাড়ীসহ প্রায় ১০০ শতক জমির মালিক এবং রংপুরের বদরগন্জ থানায় কযেয়কশত বিঘার উপর মাছের খামার রয়েছে। যার আনুমানিক মূল্য প্রায় শত কোটি টাকার উপরে। তার চাকরি সম্পর্কে ২০০৫ এ ডিআইএ এর অডিটে আপত্তি ছিল। অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিতে অধ্যক্ষ সহযোগিতা করেন। এছাড়া কলেজের চাকরির পূর্বে তিনি অটোরিকসা চালক ছিল। বর্তমানে শতকোটি টাকার মালিক।

<u>প্রাপ্ত তথ্য ও পর্যালোচনা:</u> হিসাব রক্ষক জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন কলেজ মার্কেটের সি-২৯ নীচতলা দোকানের মালিকানার বিষয়ে অধ্যক্ষ লিখিতভাবে জানান যে, " *হিসাব রক্ষক জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন হযরত শাহ আলী শফিং কমপ্লেক্সের সি-২৯ দোকানের মালিক। যা প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষিত রেকর্ড রেজিস্টার ২০১০ এর ১৬ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ রয়েছে।*" কাউনদিয়া মৌজায় হিসাব রক্ষক জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন এর বাড়ি ও জমির বিষয়ে অধ্যক্ষ লিখিতভাবে জানান যে, "*কাউন্দিয়া মৌজায় নিজস্ব বাড়ি আছে। জমির মালিক আছেন। তবে সঠিক পরিমান আমার জানা নেই।*" জনাব আনোয়ার হোসেন এর রংপুরে মাছের ঘের এর বিষয়ে অধ্যক্ষ লিখিতভাবে জানান যে, " *জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন এর রংপুর এর বদরগন্জ কালু পাড়ায় মাছের ঘের রয়েছে বলে শুনেছি। জমির পরিমান এর বিষয়ে আমি অবগত নই। তিনি নিজে এবিষয়ে বিস্তারিত মতামত দিতে পারেন।*" অভিযোগের বিষয়ে অভিযুক্ত জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন লিখিতভাবে জানান যে, "*কলেজ মার্কেট তৈরীর সময় ডেভেলপার ৫০,০০০/- টাকায় সি-২৯ নং দোকান ঘরটি আমাকে প্রদান করেন। যা ২০১৯ সালে বিক্রি করে গ্রামের বাড়িতে মাছের খামার করি। উক্ত জমি আমার পৈত্রিক সম্পত্তি। কাউন্দিয়ার বাড়িটি আমার স্ত্রীর নামে যা আমার শ্বশুর তৈরী করে দিয়াছেন। কাউন্দিয়া বিলে ২০০২ সালে ১১,০০০/- টাকা শতাংশ হিসাবে ৪.৫০ শতাংশ জমি আমার শ্বশুর আমাকে কিনে দিয়াছেন।*" অধ্যক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত রেকর্ড যাচাইয়ে দেখা যায়, জনাব আনোয়ার হোসেন এর মালিকাধীন শাহ আলী গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ (বর্তমানে মহিলা কলেজ) শপিং কমপ্লেক্স ভবনের দক্ষিণ দিকের নীচ তলার সি-২৯ নং দোকান ঘরটি মোট ১৩,৯০,০০০/-(তের লক্ষ নব্বই হাজার) টাকা মূল্যে জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন, পিতা-মোঃ এরশাদ মিয়া, মাতা-মোসাঃ রওশন আরা বেগম, ঠিকানাঃ বাসা-৫/এ, রোড নং-২, আরিফাবাদ হাউজিং, রূপনগর বর্ধিত পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬ এর নিকট বিক্রয় করেন।

পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক গত ১৩/৯/২০০৪ ও ১৬/৯/২০০৪ তারিখে কলেজটি পরিদর্শন ও নিরীক্ষা করার হয়। ডিআইএ/সিটি/১১০৯-এস(খন্ড-২)/ঢাকা-২১৭৯/৫, তারিখঃ ৪/১০/২০০৫ প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়। প্রেরিত প্রতিবেদনের ১৩(ঘ-৩) অনুচ্ছেদে প্যাটার্ন অতিরিক্ত হিসেবে জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন, অফিস সহকারী কর্তৃক ৩০/৮/২০০৪ তারিখ পর্যন্ত গৃহীত ১,৮২,৫৮৫/৫০ টাকা ফেরতযোগ্য মর্মে সুপারিশ রয়েছে। উক্ত সুপারিশ অদ্য পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয় নি।

<u>মন্তব্য:</u> কলেজের হিসাব রক্ষক জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন কলেজ মার্কেটের সি-২৯ নীচতলা দোকান মালিক, কাউনদিয়া মৌজায় নিজস্ব বাড়ী, রংপুরে মাছের খামার থাকার অভিযোগ প্রমানিত। বর্তমানে সি-২৯ নং দোকান তার মালিকাধীন নেই। তিনি উক্ত দোকান বিক্রয় করেন। কাউনদিয়া মৌজায় ১০০ শতক জমির মালিকানার তথ্য পাওয়া যায়নি এবং অভিযোগকারীও এ বিষয়ে প্রামানিক কোন তথ্য সরবরাহ করেননি। তার বক্তব্য অনুযায়ী কাউনদিয়া মৌজায় ৪.৫০ শতক জমি রয়েছে। তার চাকরি সম্পর্কে ২০০৫ এ ডিআইএ এর অডিটে আপত্তি থাকার অভিযোগ প্রমাণিত।

"হযরত শাহ আলী মহিলা কলেজের শিক্ষার্থী আয়শা, আসমা, রুমানা, জেবা কর্তৃক স্বাক্ষরিত পত্রাকারে <u>অভিযোগ</u>"

<u>পত্রাকারে অভিযোগ :</u> "*যথাযথ সম্মান প্রদর্শন পূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, আমরা হযরত শাহ আলী মহিলা কলেজের শিক্ষার্থীবৃন্দ গত ২/১১/২০১৯ তারিখে চ্যানেল আই এ অত্র কলেজের অধ্যক্ষ ময়েজ উদ্দিনের দুর্নীতি ও বিভিন্ন অনিয়মের প্রচার দেখতে পাই, যা আমরা সকল শিক্ষার্থী ও আমাদের অভিভাবকগণ হতবাগ হয়েছি। অধ্যক্ষের এ ধরনের আর্থিক দুর্নীতি আমাদের হতবভম্ব করেছে। তিনি শুধু আর্থিক দুর্নীতিই করেন নাই তার চারিত্রিক সমস্যা রয়েছে। সেটাও আপনার অবগতির জন্য প্রকাশ করা প্রয়োজন। আমরা কোন কাজের প্রয়োজনে তার কাছে গেলে তিনি দুর দুর করে তাড়িয়ে দেন। আমরা কোন আর্থিক সমস্যার জন্য আবেদন নিয়ে গেলে তিনি গ্রহণ না করে এম,পি মহোদয়ের নিকট পাঠিয়ে দেন। কিন্তু ২০১৯ সালের এইচ,এস,সি পরীক্ষার্থী মানবিক শাখার শাহারা জেরিন, রোল নং-১২৯ এর বেতন ও পরীক্ষার ফি মওকুফ এর আবেদন তার পি,এস মোঃ সহিদুল ইসলাম নিজ হাতে লিখেছেন এবং ঐ ছাত্রীর স্বাক্ষরও মোঃ সহিদুল ইসলাম করেন। পরবর্তীতে শাহারা জেরিন ইংরেজিতে ফেল করায় ২০২০ সালে ঐ বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতির জন্য আবেদন লিখেন মনোবিজ্ঞানের শিক্ষক জনাব রুবিনা আক্তার দিনা। এমনকি ঐ ছাত্রীর স্বাক্ষরও করেন রুবিনা আক্তার দিনা। রুবিনা আক্তার দিনা ডিগ্রি কোঠায় নিয়োগ প্রাপ্ত হলেও গত ৫-৬ বছর ধরে মনোবিজ্ঞানের ডিগ্রিতে কোন ছাত্রী ভর্তি হয় নাই। অধ্যক্ষ ময়েজ উদ্দিন ঐ ছাত্রীর মায়ের সাথে অনৈতিক সম্পর্কে জড়িয়েছেন। ঐ মহিলা প্রায়ই ঐ বাসা থেকে খাবার নিয়ে এসে অধ্যক্ষের কক্ষে অনেকক্ষণ একাকী অবস্থান করেন। প্রত্যেক শিক্ষক-কর্মচারী ও ছাত্রীদের মুখে মুখে আলোচনা বিষয় হয়েছে। যা মহিলা কলেজ হিসাবে আমাদের জন্য অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। অধ্যক্ষ স্যারের ব্যবহারের কারণে আমাদের ছোট বোনদের অত্র কলেজে ভর্তি করতে আমরা আগ্রহ হারিয়েছি।*
অতএব মহোদয় সমীপে আমাদের বিনীত প্রার্থনা ওলী আউলিয়ার নামের এই কলেজকে চরিত্রহীন, লম্পট ও দুর্নীতবাজ অধ্যক্ষ ময়েজ উদ্দিন ও রুবিনা আক্তার গং এর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বিনীত অনরোধ করছি।"

<u>প্রাপ্ত তথ্য ও পর্যালোচনা:</u> কলেজের কেন শিক্ষক-কর্মচারী এবং কোন শিক্ষার্থী কোন কাজের জন্য অধ্যক্ষের কক্ষে ঢুকলে অধ্যক্ষ তাড়িতে দেয়ার বিষয়ে অধ্যক্ষ লিখিতভাবে জানান যে, "*কোন শিক্ষক কোন কাজের প্রয়োজনে অধ্যক্ষের কাছে গেলে তিনি তাড়িয়ে দেন কিনা অভিযোগটি অসত্য। অধ্যক্ষের কাজ হল শিক্ষক-শিক্ষর্থী অভিভাবক ও শিক্ষানুরাগি ব্যক্তিবর্গের সহকারী হিসাবে কাজ করা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যমনি তথা সকলের সম্বয়কারী অধ্যক্ষ। তার অফিস সকলের জন্য সকলের গুরুত্ব সমান। কখনও কাউকে ফিরিয়ে দেয়া হয় না। অধ্যক্ষ সকলকে নিয়ে কাজ করেন। তাছাড়া প্রতি মাসে শিক্ষক কাউন্সিল তথা একাডেমিক কাউন্সিলের সভা কলেজের সার্বিক বিষয়*

সিদ্ধান্ত হয়. এবং সে অনুপাতে কর্মরত সকলে দায়িত্ব পান।" শিক্ষার্থীরা কোন আর্থিক সমস্যার জন্য আবেদন নিয়ে গেলে তিনি গ্রহণ না করে এম,পি, মহোদয়ের নিকট পাঠানোর বিষয়ে অধ্যক্ষ লিখিতভাবে জানান যে, " *বিষয়টি সঠিক নয়। শিক্ষার্থীবৃন্দের আবেদন যথাযথভাবে গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়। শিক্ষার্থীর আবেদন থেকে এ বিষয়ে সত্য প্রমানিত।"* শিক্ষার্থীদের আর্থিক সমস্যার বিষয়ে তদন্তকালে উপস্থিত সকল শিক্ষক লিখিত মতামত প্রদান করেন। বেশিরভাগ শিক্ষক লিখিতভাবে জানান যে, ভর্তি ফি, বেতন মওকুফ, ফরম ফিলাপ এর টাকা মওকুফ এর বিষয়ে এমপি মহোদয় গভর্নিং বডির সভাপতি হিসেবে তাঁর নিকট প্রেরণ করেন। ১৫জন শিক্ষক জানান যে, অভিযোগের বিষয়ে তাদের জানা নেই।

২০১৯ সালের এইচএসসি পরীক্ষার্থী শাহারা জেরিন, রোল নং-১২৯ এর বেতন ও পরীক্ষারি ফি এর আবেদন জনাব সহিদুল ইসলাম লেখার বিষয়ে অধ্যক্ষ লিখিতভাবে জানান যে, "*শহিদুল ইসলামের তথ্য অনুযায়ী শিক্ষার্থীর অনুরোধে তিনি আবেদন লিখে দিয়েছেন। তবে আবেদনে শহিদুল ইসলাম স্বাক্ষর করেন নাই।"* জনাব শহিদুল ইসলাম অভিযোগের বিষয়ে লিখিতভাবে জানান যে, " *আমি মোঃ শহিদুল ইসলাম মানবিক শাখার শিক্ষার্থী শাহারা জেরিন, রোল-১২৯ এর অনুরোধে আবেদনপত্রটি লিখেছিলাম ছাত্রীর স্বাক্ষর ছাত্রী নিজে করেছেন।"* ছাত্রীর আবেদনপত্র নিরীক্ষনে প্রতীয়মান হয় যে, যে হাতে আবেদনপত্র লেখা হয়েছে সেই একই হাতে ছাত্রীর নাম (সাহারা জেরিন, রোল-১২৯, মানবিক শাখা) লেখা হয়েছে। জনাব শহিদুল ইসলাম আবেদন লিখেছেন এবং ছাত্রীর স্বাক্ষরও তিনি করেছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

২০১৯ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় ফেল করা শিক্ষার্থী জেরিন ২০২০ সালে ঐ বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতির জন্য আবেদন লিখেন ও স্বাক্ষর করেন মনোবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক জনাব রূবিনা আক্তার দিনা এ অভিযোগের বিষয়ে অধ্যক্ষ লিখিতভাবে জানান যে, " *জনাব রূবিনা আকতার দিনা এর প্রদত্ত তথ্যের আলোকে জানতে পারি শিক্ষার্থী অসুস্থ্য থাকায় তার অনুরোধে তিনি আবেদনটি লিখেছেন। তবে স্বাক্ষর করেন নাই।"* জনাব রূবিনা আক্তার দিনা অভিযোগের বিষয়ে লিখিতভাবে জানান যে, " *শাহারা জেরিন ছাত্রীটি আমার কাছে আসে এবং ঐদিন ঐ ছাত্রীটি ভীষনভাবে অসুস্থ থাকার কারণে আমাকে দরখাস্তটি লিখে দেয়ার জন্য অনুরোধ জানায়। আর ঐ দিনই ২০২০ সালের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি যদি ও না পায় তাহলে ছাত্রীটি মানবিক কারণে এবং ওর অসুস্থ্যতার কারণে দরখাস্তটি লিখি।"* ছাত্রীর আবেদনপত্র নিরীক্ষনে প্রতীয়মান হয় যে, যে হাতে আবেদনপত্র লেখা হয়েছে সেই একই হাতে ছাত্রীর নাম (সাহারা জেরিন, রোল-১২৯, মানবিক বিভাগ) লেখা হয়েছে। জনাব রূবিনা আকতার আবেদন লিখেছেন এবং ছাত্রীর স্বাক্ষরও তিনি করেছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

জনাব রূবিনা আক্তার দিনা ডিগ্রী কোঠায় নিয়োগ প্রাপ্ত হলেও গত ৫-৬ বছর ধরে মনোবিজ্ঞানে ডিগ্রিতে কোন ছাত্রী ভর্তি হয় নি অভিযোগের বিষয়ে অধ্যক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত ডিগ্রি স্তরে মনোবিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষার্থীর তথ্য নিম্নরূপঃ

ক্রমিক	শিক্ষা বর্ষ	ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা
১	২০১৪-২০১৫	০১
২	২০১৫-২০১৬	০১
৩	২০১৬-২০১৭	কোন শিক্ষার্থী ভর্তি হয় নি
৪	২০১৭-২০১৮	০১
৫	২০১৮-২০১৯	০১
৬	২০১৯-২০২০	০২

অধ্যক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত তথ্যে দেখা যায়, ২০১৬-২০১৭ শিক্ষা বর্ষে ডিগ্রি স্তরে মনোবিজ্ঞান বিভাগে কোন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়নি। অন্যান্য বছরেও কাম্য শিক্ষার্থী মনোবিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হয় নি।

অধ্যক্ষ ছাত্রীর মায়ের সাথে অনৈতিক সম্পর্কে জড়ার অভিযোগের বিষয়ে অধ্যক্ষ লিখিতভাবে জানান যে, "*অভিযোগটি সম্পূর্ণ মিথ্যা বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। ছাত্রী শাহারা জেরিন এর মায়ের সাথে আমার অনৈতিক সম্পর্ক নাই। তাছাড়া অভিযোগপত্রে অভিযোগকারীর নাম শিক্ষার্থীবৃন্দের শ্রেণি রোল ও শিক্ষা বর্ষের উল্লেখ নাই। তা প্রচলিত সরকারী আইনে উক্ত অভিযোগ আমলযোগ্য নয়।"* শিক্ষার্থী শাহারা জেরিন এর বাসা থেকে প্রায়ই অধ্যক্ষের জন্য খাবার আনার বিষয়ে অধ্যক্ষ লিখিতভাবে জানান যে, " *অভিযোগটি সত্য নয় এবং বানোয়াট। ছাত্রী শাহারা জেরিন এর মা কোন খাবার সরবরাহ করে না। তাছাড়া অভিযোগপত্রে অভিযোগকারীর নাম লিখা, রোল, শ্রেণি, শাখা ও শিক্ষা বর্ষ উল্লেখ নাই। তাই দেশে প্রচলিত সরকারি আইনে উক্ত অভিযোগ আমলযোগ্য নয়।"* তদন্তকালে কলেজের সকল শিক্ষক লিখিতভাবে জানান যে, অভিযোগ সত্য নয়। ২০১৯ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় ফেল করা শিক্ষার্থী ও ২০২০ সালে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতির জন্য আবেদনকারী শিক্ষার্থী শাহারা জেরিন, রোল-১২৯, মানবিক বিভাগকে উপস্থিত করার জন্য অধ্যক্ষকে অনুরোধ করা হলে তিনি লিখিতভাবে জানান যে, " *২০১৯ সালের মনবিক শাখার পরীক্ষার্থী শাহারা জেরিন এর আবেদনের সেল ফোন নম্বরে যোগাযোগ করা হলে সে মিরপুর বসবাস করে বলে জানায়। তবে বর্তমানে সে পাবনায় নানার বাড়িতে বসবাস করে এবং বর্তমানে সে অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী না। তাই শাহারা জেরিন, রোল নং-১২৯ কে পরিদর্শক দলের নিকট হাজির করা যায় নি।"* অভিযোগপত্রে স্বাক্ষরকারী শিক্ষার্থী আয়েশা, আসমা, রূমানা, জেবা কে উপস্থিত করার জন্য অধ্যক্ষকে অনুরোধ করা হলে তিনি লিখিতভাবে জানান যে, " *আয়েশা, আসমা, রূমনা, জেবা অত্র কলেজের শিক্ষার্থী নয়। কারণ তদের নামের পাশে রোল, শ্রেণি, শাখা উল্লেখ নাই। তাছাড়া অভিযোগটি দেশে প্রচলিত সরকারি আইন অনুযায়ী আমলযোগ্য নয়। কারণ অভিযোগকারীদের শুধু মাত্র নাম লিখা কোন স্বাক্ষর নাই।*

শিক্ষার্থীদের পরিচয় বহন করার বাহন হল ক্লাস, রোল, বিভাগ, শিক্ষা বর্ষ, রেজি নং এই ক্ষেত্রে কিছুই উল্লেখ নাই। তাই এ সকল নামধারী শিক্ষার্থী নয়। ইহা স্বার্থবাদী মহলের ষড়যন্ত্র। তাই শিক্ষর্থীদের নাম ব্যবহার করে অভিযোগটি সম্পূর্ণ মিথ্যা বানোয়াট ও অসত্যের অপলাপ মাত্র। এদের কাউকে আমি চিনি না।"

মন্তব্য: আর্থিক সমস্যার জন্য অধ্যক্ষের নিকট আবেদন নিয়ে গেলে তিনি এম,পি মহোদয়ের নিকট পাঠিয়ে দেয়ার অভিযোগ প্রমানিত। শিক্ষার্থী শাহারা জেরিন এর বেতন ও পরীক্ষার ফি মওকুফ এর আবেদন তার পি,এস মোঃ সহিদুল ইসলাম নিজ হাতে লিখেছেন এবং ঐ ছাত্রীর স্বাক্ষরও করার অভিযোগ প্রমানিত। শিক্ষার্থী শাহারা জেরিন ২০২০ সালে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতির আবেদন শিক্ষক জনাব রুবিনা আক্তার দিনা লেখার অভিযোগ প্রমানিত। গত ৫-৬ বছর ধরে মনোবিজ্ঞানে ডিগ্রি স্তরে কোন ছাত্রী ভর্তি না হওয়ার অভিযোগ প্রমানিত নয়। শুধুমাত্র ২০১৬-২০১৭ শিক্ষা বর্ষে কোন শিক্ষার্থী ভর্তি হয় নি। অধ্যক্ষের সাথে ছাত্রীর মায়ের অনৈতিক সম্পর্কের কোন সাক্ষ্য পাওয়া যায়নি। তবে কলেজের শিক্ষার্থী শাহারা জেরিনের ফলাফল সন্তোষজনক না হওয়া সত্ত্বেও তাকে অধ্যক্ষ এবং তার সহযোগী কর্তৃক বিশেষ সুবিধা প্রদান অভিযোগের সত্যতা নির্দেশ করে বলে প্রতীয়মান হয় । এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

"*শিক্ষক-কর্মচারীবৃন্দ নামবিহীন শুধুমাত্র স্বাক্ষরিত পত্রাকারে অভিযোগ*"

পত্রাকারে অভিযোগ : *"বিনীত নিবেদন এই যে, আমরা হযরত শাহ্আলী মহিলা কলেজের শিক্ষক ও কর্মচারীবৃন্দ আপনার সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, অত্র কলেজের অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন গত ২০১২ ইং সনে অত্র কলেজে যোগদান করেন। যোগদানের পর হইতেই তিনি ভূয়া বিল-ভাউচার দিয়ে অর্থ আত্মসাৎ করে আসছিলেন। বিষয়টি নিয়ে কলেজের শিক্ষক কর্মচারীদের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। তদন্ত পূর্বক দোষী সাব্যস্ত হলে অত্র কলেজের মাননীয় সভাপতি জনাব মোঃ আসলামুল হক, সংসদ সদস্য-১৮৭, ঢাকা-১৪, অধ্যক্ষ ময়েজ উদ্দিনকে সাময়িক বরখাস্ত করেন। পরবর্তীতে কোন প্রকার দুর্নীতি না করার শর্তে মুচলেকা দিয়ে তিন মাস পর পুনরায় কলেজে যোগদান করেন। কিন্তু দেখা যায় যে, পুনরায় যোগদান করার পর তার দুর্নীতির মাত্র চরম পর্যায়ে বেড়ে গেছে। তিনি প্রতি মাসে ভূয়া বিল ভাউচার দেখিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করছেন এবং এ ভুয়া বিল-ভাউচারে নির্দিষ্ট দুই তিন জন শিক্ষককে দিয়ে স্বাক্ষর করাচ্ছেন। অভ্যন্তরীন অডিট কমিটিকে তার রুমে বসিয়ে কোন রকম যাচাই বাছাই ছাড়া ভাউচারগুলিকে অনুমোদন করাচ্ছেন। তদন্ত করা হলে এর সু-স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে। আমরা এর প্রতিবাদ করতে গেলেই আমাদেরকে নানা ভাবে হয়রানির শিকার হতে হয়। তার এই লুটপাটের কিছু তথ্য এতদসংগে সংযুক্ত করিলাম।*

অতএব মহোদয়ের নিকট আবেদন তদন্ত পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এবং কলেজকে দুর্নীতির হাত থেকে রক্ষা করে একটি সুন্দর শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য অনুরোধ করছি।"

উপর্যুক্ত পত্রাকারে প্রাপ্ত অভিযোগ পত্রে নির্যাতিত শিক্ষক-কর্মচারী উল্লেখ আছে। কিন্তু কোন শিক্ষক-কচারীর নাম উল্লেখ নেই। তদন্তকালে সকল শিক্ষক জানান যে, তারা কোন অভিযোগ করেন নি। পত্রাকারে প্রাপ্ত অভিযোগ হতে মূল অভিযোগ চিহ্নিত করে তদন্ত কার্য সম্পন্ন করা হয়। অধ্যক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত রেকর্ড ও তার লিখিত বক্তব্য, কলেজে মালামাল সরবরাহকারীদের লিখিত বক্তব্য, শিক্ষকগণের লিখিত বক্তব্যের প্রেক্ষিতে অভিযোগ, প্রাপ্ত ও পর্যালোচনা এবং মন্তব্য নিম্নে পেশ করা হলো।

অভিযোগ-১ : অত্র কলেজের অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন গত ২০১২ ইং সনে অত্র কলেজে যোগদান করেন। অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন যোগদানের পর হইতেই তিনি ভূয়া বিল-ভাউচার দিয়ে অর্থ আত্মসাৎ করে আসছিলেন।

প্রাপ্ত তথ্য ও পর্যালোচনা : তদন্তকলে অধ্যক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত রেকর্ড যাচাইয়ে দেখা যায়, অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন ৮/৯/২০১২ তারিখ এ কলেজে যোগদান করেন। তার যোগদানের পর হতে তদন্ত তারিখ পর্যন্ত কলেজের ক্যাশ বহি ও ব্যাংক হিসাব বিবরণীর তথ্য অনুযায়ী দেখা যায়, ২০১২-২০১৩ অর্থ বছর হতে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর পর্যন্ত মার্কেন্টাইল ব্যাংক, মিরপুর-১ শাখায় কলেজের সাধারণ তহবিলের ০৩টি হিসাবে আয়-ব্যয় নির্বাহ করা হয় এবং ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে হতে ন্যাশনাল ব্যাংক, মাজার রোড শাখায় কলেজের সাধারণ তহবিলের ০২ টি হিসাবে আয়-ব্যয় নির্বাহ করা হয়। কলেজের সাধারণ তহবিলের ব্যাংক হিসাব বিবরণী ও ক্যাশ বহি অনুযায়ী অধ্যক্ষের যোগদানের পর অর্থাৎ ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে হতে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছর পর্যন্ত কলেজের বেসরকারি খাতে দৈনিক আদায় ও ব্যাংকে জমাকৃত টাকার তথ্য নিম্নে পেশ করা হলো।

অর্থ বছর	মোট আদায়কৃত টাকা	ব্যাংকে জমাকৃত টাকা	বছরে মোট ব্যয়	ব্যাংকের মাধ্যমে ব্যয়
২০১৩-২০১৪	১৬২৬৪৫০৩.০০	১৭১৯৪৫৯৪.০০	১৩৬৩৩২৪৯.০০	১০২৫২৬৪০.০০
২০১৪-২০১৫	১৮৪৫০০৩৫.০০	১৮২৫৬০৯৯.০০	১৭৬৯৪৭৯৮.০০	১৪৬৯০৩৬৭.০০
২০১৫-২০১৬	২৯৫৮৫৭০২.০০	৩১৮০৯৫৫৬.০০	১৮০৮৮৬৫৮.০০	১৭৪১৫৪৪৯.০০
২০১৬-২০১৭	৩১৩৭৭৯২৫.০০	৩৩৩৬১৭১০.০০	২৬৩৭২১১৬.০০	২৪৪৭১০৮৩.০০
২০১৭-২০১৮	৩৬৮৬৪১১৩.০০	৩৬৪৯২৭১২.০০	২৫৯৫৪৩৭২.০০	২৩৪৭০০৬৮.০০
২০১৮-২০১৯	৩৪৭১৯৬৫৪.০০	৩১৮৪৭৩৭৬.০০	২৮৫৫৪৮৬৪.০০	২৬৫১০৩৯৭.০০
২০১৯-২০২০	২৯৩৭৬৩০২.০০	২৭৫৪০৪৫৫.০০	২৬৭০৬২২০.০০	২৭৮৭০৬৪৪.০০
	১৯৬৬৩৮২৩৪.০০	১৯৬৫০২৫০২.০০	১৫৭০০৪২৭৭.০০	১৪৪৬৮০৬৪৮.০০

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর থেকে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছর পর্যন্ত মোট ব্যয় ১৫৭০০৪২৭৭.০০ টাকা কিন্তু ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়েছে ১৪৪৬৮০৬৪০.০০ টাকা । উক্ত হিসাব পর্যালোচনা করলে দেখা যায় (১৫৭০০৪২৭৭.০০-১৪৪৬৮০৬৪০.০০)=১২৩২৩৬২৯.০০ টাকা নগদে ব্যয় করা হয় যা আর্থিক বিধী(এস,আর,ও নং-৯৯/আইন/২০০৯ এর ৪৫ এর

(৩) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তহবিলের সকল আয় উক্ত হিসাবে জমা করতে হবে এবং উপ-প্রবিধান (৫) এর বিধান সাপেক্ষে সকল দায় ক্রসড চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে।

(৪) কোনক্রমেই নগদ আদায়কৃত অর্থ ব্যাংকে জমা না করে নগদে (cash to cash)ব্যয় করা যাবে না ।

(৫) সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহের জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে অনধিক ৫০০০/- টাকা নগদ উত্তোলন করে হাতে রাখা যাবে।

এর পরিপন্থী । এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো। এ ছাড়াও ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে মোট ব্যয়ের চেয়ে ব্যাংকের মাধ্যমে ব্যয় বেশি করা হয়েছে। যা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় ।

কলেজের রেকর্ডপত্র যাচাইয়ে দেখা যায়, জানুয়ারী ২০১৮ থেকে কলেজের বিভিন্ন মালামাল ক্রয় করার জন্য অধ্যক্ষ ক্রয় কমিটি গঠন করেন এবং ক্রয় কমিটির মাধ্যমে মালামাল ক্রয় করা হয়। কলেজের মালামাল ক্রয় করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে কোন মালামাল ক্রয় করার প্রয়োজন হলে তার জন্য একটি ক্রয় কমিটি গঠন করে উক্ত কমিটির মাধ্যমে মালামাল ক্রয় করা হয়। প্রতিষ্ঠানের ক্রয়কৃত মালামাল বা নির্মান/মেরামত কাজে ব্যয়িত টাকা পরিশোধের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়ে মালামাল সরবরাহকারীর নামে চেক ইস্যু করা হয় না। ক্রয় কমিটির নামে চেক ইস্যু করা হয়। ক্রয় কমিটি ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলন করে মালামাল সরবরাহকারীকে বিল পরিশোধন করেন। যা আর্থিক বিধির পরিপন্থী। এস.আর.ও নং-৯৯/আইন/২০০৯ এর ৪৫(৩) অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে যে, সকল দায় ক্রসড চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে। উক্ত বিধি মোতাবেক মালামাল সরবরাহকারীর নামে চেক ইস্যু না করে নগদ অর্থ প্রদান করা হয়েছে।

গভর্নিং বডির ১৯/১/২০১৩ তারিখের সভায় গভর্নিং বডি ও শিক্ষক সমন্বয়ে ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটি যথাক্রমে- (১) জনাব খন্দকার হেলাল উদ্দিন-আহবায়ক-জিবি (২) জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন, সদস্য-সহঃঅধ্যাপক (ব্যবস্থাপনা), (৩) জনাব তাহমিনা রহমান-সদস্য, সহঃঅধ্যাপক (হিসাববিজ্ঞান)। গভর্নিং বডির ২২/১/২০১৪ তারিখের সভায় গভর্নিং বডি ও শিক্ষক সমন্বয়ে ০৩ (তিন) সদস্য অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। গঠিত কমিটি যথাক্রমে- (১) জনাব খন্দকার হেলাল উদ্দিন-আহবায়ক-জিবি (২) জনাব মোঃ শেরে আলম,, সদস্য-সহঃঅধ্যাপক (গণিত), (৩) জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন-সদস্য, সহঃঅধ্যাপক (ব্যবস্থাপনা)। গভর্নিং বডির ৫/১২/২০১৭ তারিখের সভায় অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। গঠিত কমিটিতে কলেজের শিক্ষক (১) জনাব মোঃ কছিম উদ্দিন ও জনাব রুবিনা আকতার দিনাকে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। গভর্নিং বডির ২০/১১/২০১৮ তারিখের সভায় অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। গঠিত কমিটিতে কলেজের শিক্ষক জনাব ড. এম, এ মুকিমকে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। গভর্নিং বডির ২০/৭/২০২০ তারিখের সভায় অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। গঠিত কমিটি যথাক্রমে- (১) জনাব মোঃ শেরে আলম, (২) জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন, (৩) জনাব মোঃ কছিম উদ্দিন, (৪) জনাব রুবিনা আকতার দিনা (৫) জনাব ড. এম মুকিম ও (৬) জনাব এম,এম, শফিকুল ইসলাম। যা তদন্ত তারিখ পর্যন্ত বহাল আছে। অভ্যন্তরণী নিরীক্ষা কমিটি প্রতি মাসে আয়-ব্যয় হিসাব নিরীক্ষান্তে হিসাব বিবরণী দাখিল করেন।

কলেজের আয়-ব্যয় হিসাব অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিটি কর্তৃক নিরীক্ষা করে প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। অধ্যক্ষ কর্তৃক সরবরাহকৃত রেকর্ড যাচাইয়ে দেখা যায়., গভর্নিং বডির ২০/৯/২০১৪ তারিখ, ২৫/১/২০১৫ তারিখ, ৪/৩/২০১৭ তারিখ, ১১/৭/২০১৭ তারিখ, ১৫/৩/২০১৮ তারিখ, ১২/৫/২০১৮ তারিখ, ২৬/১/২০১৮ তারিখ, ১১/১০/২০১৮ তারিখ, ২০/১১/২০১৮ তারিখ, ২৪/১/২০১৯ তারিখ, ১১/৫/২০১৯ তারিখ, ৮/৮/২০১৯ তারিখ, ২২/১০/২০১৯ তারিখ, ২৭/২/২০২০ তরিখ ও ২০/৭/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় জুলাই/২০১৩ থেকে জুন/২০২০ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত কলেজের যাবতীয় আয়-ব্যয় হিসাব অনুমোদন করা হয়। কলেজের প্রতিটি ক্রয়ের ক্ষেত্রে চাহিদা পত্র আছে। ক্রয় কমিটির মাধ্যমে মালামাল ক্রয় করার পর তা স্টক রেজিস্টারে এন্ট্রি করা হয় এবং ক্রয়কৃত মালামাল গ্রহীতার স্বাক্ষর রয়েছে।

অভিযোগপত্রে কোন শিক্ষক-কর্মচারীর নাম নেই। অভিযোগকারী হিসেবে নির্যাতিত শিক্ষক-কর্মচারীবৃন্দ উল্লেখ আছে। তদন্তকালে উপস্থিত শিক্ষকগণ জানান যে, তারা কোন অভিযোগ করেন নি। অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন যোগদানের তারিখ হতে ভুয়া বিল ভাউচার দিয়ে অর্থ আত্মসাৎ করার প্রামানিক তথ্য উপস্থাপনসহ মতামত প্রদানের জন্য উপস্থিত শিক্ষকগণকে অনুরোধ করা হলে ৪১ জন শিক্ষক লিখিত মতামত প্রদান করেন যে, অভিযোগ জানা নেই। ০১ জন শিক্ষক লিখিত মতামত প্রদান করেন যে, ' *টাকার পরিমান জানা নেই। তবে তিনি অর্থ আত্মসাৎ করেন সবাই জানেন বিষয়টি।* ০১ জন শিক্ষক লিখিত মতামত প্রদান করেন যে, ' *জনাব ময়েজ উদ্দিন আমার জানামতে বিভিন্ন সময়ে ভুয়া বিল ভাউচার করেন। তবে সঠিক টাকার অংক নির্ধারণ করা যাচ্ছে না।'* যে ০২ জন শিক্ষক জানান যে, অধ্যক্ষ অর্থ আত্মসাৎ করেন সে ০২ জন শিক্ষক তাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে প্রামানিক কোন ভাউচার/তথ্য সরবরাহ করেন নি।

মন্তব্য : ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর থেকে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছর পর্যন্ত মোট ১২৩২৩৬২৯.০০ টাকা নগদে ব্যয় করেন যা অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রবিধান মালা ২০০৯ এর নির্দেশনার পরিপন্থী। এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

অভিযোগ-২ : বিষয়টি নিয়ে কলেজের শিক্ষক কর্মচারীদের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। তদন্ত পূর্বক দোষী সাব্যস্ত হলে অত্র কলেজের মাননীয় সভাপতি জনাব মোঃ আসলামুল হক, সংসদ সদস্য-১৮৭, ঢাকা-১৪, অধ্যক্ষ ময়েজ উদ্দিনকে সাময়িক বরখাস্ত করেন। পরবর্তীতে কোন প্রকার দুর্নীতি না করার শর্তে মুচলেকা দিয়ে তিন মাস পর পুনরায় কলেজে যোগদান করেন।

প্রাপ্ত তথ্য ও পর্যালোচনা : গভর্নিং বডির কর্তৃক অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিনকে সাময়িক বরখাস্ত সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র উপস্থাপন করার জন্য অধ্যক্ষকে অনুরোধ করা হলে তিনি লিখিতভাবে জানান যে, ' *অধ্যক্ষ ময়েজ উদ্দিনকে বরখাস্ত করা হয় নাই। বেতন বিলের কপি সংযুক্ত। সাময়িক বরখাস্ত করা হয় নাই। তাই এ বিষয়ে উক্ত রেকর্ড উপস্থাপনের কোন সুযোগ নাই।'* অধ্যক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত অধ্যক্ষের সরকারি বেতন বিলের কপি যাচাইয়ান্তে দেখা যায়, অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন এমপিও ভুক্তির তারিখ হতে ধারাবাহিকভাবে প্রতি মাসে তার বেতন ভাতার সরকারি অংশের পুরাটাই উত্তোলন করেন।

অভিযোগপত্রে কোন শিক্ষক-কর্মচারীর নাম নেই। অভিযোগকারী হিসেবে নির্যাতিত শিক্ষক-কর্মচারীবৃন্দ উল্লেখ আছে। তদন্তকালে উপস্থিত শিক্ষকগণ জানান যে, তারা কোন অভিযোগ করেন নি। অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিনকে গভর্নিং বডির সভাপতি কোন সময়ে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে কিনা এবং কি কারণে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে মতামত প্রদানের জন শিক্ষকগণকে অনুরোধ করা হলে উপস্থিত ৪৩ জন শিক্ষকের মধ্যে কয়েকজন শিক্ষক জানান যে, এ ব্যাপারে তাদের জানা নেই। কয়েকজন শিক্ষক জানান যে, সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। তবে কি কারণে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে তা তাদের জানা নেই। কয়েকজন শিক্ষক জানান যে, সভাপতির সাথে ভুল বুঝা-বুঝির কারণে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। তদন্তকালে অধ্যক্ষের সাময়িক বরখাস্ত সংক্রান্ত প্রামানিক কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

মন্তব্য : অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিনকে সাময়িক বরখাস্ত করার প্রামানিক কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। বিধায় অভিযোগ প্রমাণিত নয়।

অভিযোগ-৩ : প্রতি মাসে ভূয়া বিল ভাউচার দেখিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করছেন এবং এ ভুয়া বিল-ভাউচারে নির্দিষ্ট দুই তিন জন শিক্ষককে দিয়ে স্বাক্ষর করাচ্ছেন।

প্রাপ্ত তথ্য ও পর্যালোচনা : তদন্তকালে অধ্যক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত প্রতিষ্ঠানের বিগত তিন বছরের সর্বমোট আয় ও সর্বমোট ব্যয় নিম্নে পেশ করা হলো।

২০১৭-২০১৮					
আয়			ব্যয়		
ক্রমিক	আয়ের বিবরণ	মোট আয়	ক্রমিক	ব্যয়ের বিবরণ	মোট ব্যয়
১	সরকারি বেতন ও বোনাস	১৬৩২৮০১৮/-	১	সরকারি বেতন ও বোনাস	১৬৩২৮০১৮/-
২	বেসরকারি বিভিন্ন খাতে আয়	৩৬৯৭০৫৭৬/-	২	বেসরকারি বিভিন্ন খাতে ব্যয়	২৫৯৫৪৩৭৬/-
৩	বিগত বছরের উদ্বৃত্ত	২৭১৯৫০৯/-	৩	বর্তমান বছরের উদ্বৃত্ত	৬২৩৬০৪৬/-
৪	এফডিআর	২০২৫১৫১৫/-	৪	এফডিআর	২৭৭৫১৫১৫/-
৫	হাতে নগদ	১৪১৫/-	৫	হাতে নগদ	১০৭৮/-
	সর্বমোট	৭৬২৭১০৩৩/-		সর্বমোট	৭৬২৭১০৩৩/-

২০১৮-২০১৯					
আয়			ব্যয়		
ক্রমিক	আয়ের বিবরণ	মোট আয়	ক্রমিক	ব্যয়ের বিবরণ	মোট ব্যয়
১	সরকারি বেতন ও বোনাস	১৬৩৬৬৭১৪/-	১	সরকারি বেতন ও বোনাস	১৬৩৬৬৭১৪/-
২	বেসরকারি বিভিন্ন খাতে আয়	৩৪৬৯০৩৯৮/-	২	বেসরকারি বিভিন্ন খাতে ব্যয়	২৮৫৫৪৮৬৬/-
৩	বিগত বছরের উদ্বৃত্ত	৬৯২৩১৬৮৫/-	৩	বর্তমান বছরের উদ্বৃত্ত	৬১৯৮৩৭৫৯/৯০
৪	এফডিআর	২৭৭৫১৫১৫/-	৪	এফডিআর	৩৩৯২৫৫৯২৮/৩০
৫	হাতে নগদ	১০৭৮/-	৫	হাতে নগদ	২০২/-
	সর্বমোট	৮৫০৪৫৭৫০/-		সর্বমোট	৮৫০৪৫৭৫০/-

২০১৯-২০২০	
আয়	ব্যয়

ক্রমিক	আয়ের বিবরণ	মোট আয়	ক্রমিক	ব্যয়ের বিবরণ	মোট ব্যয়
১	সরকারি বেতন ও বোনাস	১৬০৮৪৮৯৯	১	সরকারি বেতন ও বোনাস	১৬০৮৪৮৯৯
২	বেসরকারি বিভিন্ন খাতে আয়	৩০১০৪৩৫৪/-	২	বেসরকারি বিভিন্ন খাতে ব্যয়	২৬৭০৬২২১/-
৩	বিগত বছরের উদ্বৃত্ত	৬১৯৮৩৭৫/-	৩	বর্তমান বছরের উদ্বৃত্ত	৫৫১১৫৩/-
৪	এফডিআর	৩৩৯২৫৫৯২/-	৪	এফডিআর	৪২৯৬৮৬৫৮/-
৫	হাতে নগদ	২০২/-	৫	হাতে নগদ	২৪৯১/-
	সর্বমোট	৮৬৩১৩৪২৩/-		সর্বমোট	৮৬৩১৩৪২৩/-

উপরোক্ত ব্যয়িত টাকার ভাউচার সমূহে অধ্যক্ষের স্বাক্ষর ব্যতীত অন্যান্য কয়েকজনের নামবিহীন স্বাক্ষর রয়েছে। অধ্যক্ষ জানান যে, ক্রয় কমিটির মাধ্যমে মালামাল ক্রয় করা হয় এবং ক্রয় কমিটির সদস্যগণ ভাউচারে স্বাক্ষর করেন। ক্রয় কমিটির নামে চেক ইস্যু করা হয়। ক্রয় কমিটি ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলন করে মালামাল ক্রয় করেন। মালামাল ক্রয়ের সাথে অধ্যক্ষ সম্পৃক্ত নয়। আর্থিক বিধি অনুযায়ী মালামাল সরবরাহকারীর নামে চেক ইস্যু করতে হবে।

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের ভাউচার যাচাইয়ে দেখা যায়, শিপন ইলেকট্রিক, ২০০ নং মাজার কো-অপরেটিভ মার্কেট, মিরপুর-১, ঢাকা থেকে ভাউচার নম্বর-৭৬৬, তারিখঃ ৩০/৩/২০১৯ শ্রেণি কক্ষের বৈদ্যুতিক মালামাল ক্রয় বাবদ ৩৫,৫০০/- টাকা ব্যয় দেখানো হয় এবং একই দোকান থেকে ভাউচার নম্বর-৮০০, তারিখঃ ২০/৪/২০১৯ বৈদ্যুতিক মালামাল ক্রয় বাবদ ২৭,০৬০/- টাকা ব্যয় দেখানো হয়। তদন্তদল শিপন ইলেকট্রিক দোকানে গিয়ে উক্ত ভাউচার সঠিক কিনা মতামত প্রদানের জন্য দোকান কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হলে দোকান কর্তৃপক্ষ লিখিতভাবে জানান যে, "*২০/৫/২০১৯ তারিখ ক্রয়কৃত ইলেকট্রিক মালামাল হযরত শাহ আলী মহিলা কলেজ মালামাল আমাদের থেকে নেয়া হয় নাই। ৩০/৩/২০১৯ এই তারিখের মালামালাও আমাদের থেকে নেয়া হয় নাই।*" অধ্যক্ষ কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্যে দেখা যায়, তদন্তকালীন সময়ে অধ্যক্ষ ১৭/১০/২০২০ তারিখে ১১ জন শিক্ষকের সমন্বয়ে ভাউচার যাচাই কমিটি গঠন করেন এবং মার্চ ২০১৯ হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত ভাউচার যাচাই করে প্রতিবেদন ১৮/১০/২০২০ তারিখের মধ্যে প্রদানের জন্য বলা হয়। উক্ত কমিটি ১৮/১০/২০২০ তারিখ ভাউচার যাচাই প্রতিবেদন প্রদান করেন। প্রতিবেদনে দেখা যায়, শিপন ইলেকট্রিক এর ভাউচার নম্বর ৭৬৬, তারিখঃ ৩০/৩/২০১৯ এবং ভাউচার নম্বর ৮০০, তারিখঃ ২০/৪/২০১৯ এর মালামাল ক্রয় বাবদ টাকা বুঝে পেয়েছেন মর্মে শিপন ইলেকট্রিক দোকান কর্তৃপক্ষ বিলের উপর লিখিত বক্তব্য প্রদান করেন। অথচ শিপন ইলেকট্রিক দোকান কর্তৃপক্ষ তদন্ত কর্মকর্তার নিকট লিখিত বক্তব্য প্রদান করেন যে, ভাউচার নম্বর ৭৬৬ ও ৮০০ এর মালামাল তাদের নিকট থেকে ক্রয় করা হয় নি। সুতরাং শিপন ইলেকট্রিক দোকান কর্তৃপক্ষের বক্তব্য স্ববিরোধী। কলেজে কমিটির নিকট বক্তব্য প্রদান করেন যে, উক্ত ভাউচারের টাকা বুঝিয়ে পেয়েছেন মর্মে বক্তব্য প্রদান করেন পুনরায় মালামাল বিক্রয় করা হয়নি মর্মে বক্তব্য প্রদান করেন। অভিযুক্ত অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন বাদী হয়ে উক্ত শিপন ইলেকট্রিক দোকান মালিক কর্তৃপক্ষ দুই ধরণের বক্তব্যের বিরুদ্ধে দারুস সালাম থানায় ৭/১/২০২১ তারিখ সাধারণ ডায়রী করেন। ডায়রী নং-৩০৭, তারিখঃ ৭/১/২০০২১। উক্ত সাধারণ ডায়রীর কপি পরিচালক, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর বরাবর অধ্যক্ষ ১১/১/২০২১ তারিখ দাখিল করেন এবং তদন্ত কর্মকর্তাকে অনুলিপি প্রদান করেন। নির্দিষ্ট দুই তিন শিক্ষককে দিয়ে বিলে স্বাক্ষর করার বিষয়ে অধ্যক্ষ জানান যে, অধ্যক্ষ নিজে কোন মালামাল ক্রয় করেন না। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শিক্ষকদের নিয়ে ক্রয় কমিটি গঠন করা হয়। ক্রয় কমিটি মালামাল ক্রয় করেন এবং ক্রয় কমিটি ভাউচারে স্বাক্ষর করেন। ক্রয় কমিটি কর্তৃক স্বাক্ষরিত ভাউচার অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিটি নিরীক্ষা করেন ও গভর্নিং বডির সভায় তা অনুমোদন করা হয়।

কলেজের বিল ভাউচার যাচাইয়ে দেখা যায়, অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর, জিএফআর, রাজস্ব বোর্ডের আদেশ ও মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের আদেশ অনুসরণ করে ভ্যাট আইটি কর্তন করা হয় নি এবং শিক্ষকদেরকে প্রদানকৃত সম্মানী বিল হতে আয়কর কর্তন করে সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি। নগদে শিক্ষকদেরকে সম্মানী প্রদান করা হয়েছে এবং খন্ড খন্ডভাবে মালামাল ক্রয় করা হয়েছে। রাজস্ব বোর্ডের আদেশ মোতাবেক ভ্যাট বাবদ সরকারি কোষাগারে ফেরতযোগ্য এবং আয়কর বাবদ সরকারি কোষাগারে ফেরতযোগ্য টাকার হিসাব নিম্নে পেশ করা হলো।

ভ্যাট বাবদ ফেরতযোগ্য টাকার তথ্য নিম্নে পেশ করা হলোঃ

অর্থ বছর	ব্যয়ের খাত	মোট ব্যয়	ভ্যাট হার	কর্তনযোগ্য ভ্যাট	কর্তনকৃত ভ্যাট	অবশিষ্ট কর্তনযোগ্য
২০১৬-২০১৭	আপ্যায়ন	৭৬৩০৩/-	৭.৫০%	৫৭২২/-	৪৫০০০/-	৩৫৪৩১২/-
	মুদ্রন মনোহরি	১৩৬৭১৯/-	৫%	৬৮৩৫/-		
	ক্রীড়া ও সাস্কৃতি	৯৮৮০৪/-	৫%	৪৯৪০/-		
	উন্নয়ন ও নির্মাণ	৫৯৬৮১৭২/-	৬%	৩৫৮০৯০/-		
	মিলাদ	২৮৩৭২/-	৭.৫০%	২১২৭/-		
	ম্যাগাজিন	১৩১৯৭৫/-	৫%	২১৫৯৮/-		
		৬৪৪০৩৪৫/-	-	৩৯৯৩১২/-	৪৫০০০/-	৩৫৪৩১২/-

উক্ত ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে সরকারি কোষাগারে ভ্যাট বাবদ ফেরতযোগ্য ৩,৯৯,৩১২/- টাকার মধ্যে ফেরত প্রদান করা হয় ৪৫,০০০/- টাকা। অবশিষ্ট (৩,৯৯,৩১২-৪৫০০০)-৩,৫৪,৩১২/- টাকা সরকারি কোষাগারে ফেরতযোগ্য।

অর্থ বছর	ব্যয়ের খাত	মোট ব্যয়	ভ্যাট হার	কর্তনযোগ্য ভ্যাট	কর্তনকৃত ভ্যাট	অবশিষ্ট কর্তনযোগ্য
২০১৭-২০১৮	আপ্যায়ন	২৬৯০৫৬/-	৭.৫০%	২০১৭৯/-	৩৫০০০/-	১০১০৮৭/-
	মুদ্রন মনোহরি	৫৮৫১৫৮/-	৫%	২৯২৫৮/-		
	ক্রীড়া ও সাস্কৃতি	৪১১৩১৭/-	৫%	২০৫৬৫/-		
	উন্নয়ন ও নির্মাণ	৬৮৪০৭৫/-	৬%	৪১০৪৫/-		
	মিলাদ	৫৮৬১/-	৭.৫০%	৩৬৪/-		
	বনভোজন	৪৯৩৫৩৩/-	৫%	২৪৬৭৬/-		
		২৪৪৯০০০/-	-	১৩৬০৮৭/-	৩৫০০০/-	১০১০৮৭/-

উক্ত ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে সরকারি কোষাগারে ভ্যাট বাবদ ফেরতযোগ্য ১৩৬০৮৭/- টাকার মধ্যে ফেরত প্রদান করা হয় ৩৫০০০/- টাকা। অবশিষ্ট (১৩৬০৮৭-৩৫০০০)-১০১০৮৭/- টাকা সরকারি কোষাগারে ফেরতযোগ্য।

অর্থ বছর	ব্যয়ের খাত	মোট ব্যয়	ভ্যাট হার	কর্তনযোগ্য ভ্যাট	কর্তনকৃত ভ্যাট	অবশিষ্ট কর্তনযোগ্য
২০১৮-২০১৯	আপ্যায়ন	১৩৯০১৩/-	৭.৫০%	১০৪২৫/-	৩১১৪০/-	১৭১৭৪৯/-
	মুদ্রন মনোহরি	২৭৯৭২৫/-	৫%	১৩৯৮৬/-		
	ক্রীড়া ও সাস্কৃতি	১৩৩৫৮৫/-	৫%	৬৬৭৯/-		
	উন্নয়ন ও নির্মাণ	১৯৬৪৯৪০/-	৭%	১৩৭৫৪৬/-		
	মিলাদ	১০৮০১৯/-	৭.৫০%	৮১০১/-		
	বনভোজন	৫২৩০৩২/-	৫%	২৬১৫২/-		
		৩১৪৮৩১৪/-	-	২০২৮৮৯/-	৩১১৪০/-	১৭১৭৪৯/-

উক্ত ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সরকারি কোষাগারে ভ্যাট বাবদ ফেরতযোগ্য ২০২৮৮৯/- টাকার মধ্যে ফেরত প্রদান করা হয় ৩১১৪০- টাকা। অবশিষ্ট (২০২৮৮৯-৩১১৪০)-১৭১৭৪৯/- টাকা সরকারি কোষাগারে ফেরতযোগ্য।

ভ্যাট বাবদ বিগত ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ৩,৫৪,৩১২/- টাকা, ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ১,০১,০৮৭/- টাকা, ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ১,৭১,৭৪৯/- টাকা অর্থাৎ বিগত ০৩ অর্থ বছরে ভ্যাট বাবদ সর্বমোট-৬,২৭,১৪৮/- টাকা ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা করার জন্য অধ্যক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা যেতে পারে।

শিক্ষকদের সম্মানীর টাকা বন্টনে আয়কর বাবদ ফেরতযোগ্য টাকার তথ্য নিম্নে পেশ করা হলোঃ

অর্থ বছর	শিক্ষকদের সম্মানী বাবদ মোট ব্যয়	কর্তনযোগ্য আয়কর হার	আয়কর বাবদ সরকারি কোষাগারে জমাযোগ্য
২০১৬-২০১৭	২০৯৯৮৫০/-	১০%	২০৯৯৮৫/-
২০১৭-২০১৮	৩৬৫১০৬২/-	১০%	৩৬৫১০৬/-
২০১৮-২০১৯	২৮৭০৬৭৪/-	১০%	২৮৭০৬৭/-
মোট-	৮৬২১৫৮৬/-	১০%	৮৬২১৫৮/-

বিগত ২০১৬-২০১৭, ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে শিক্ষকদের সম্মানী বন্টনে আয়কর বাবদ সর্বমোট-৮,৬২,১৫৮/- টাকা ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা করার জন্য অধ্যক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা যেতে পারে।

মন্তব্য : (১) তদন্তকালে বৈদুযতিক মালামাল ক্রয় বাবদ ৩০/০৩/২০১৯ তারিখের ৩৫৫০০/- টাকার এবং ২০/০৪/২০১৯ তারিখের ২৭০৬০/- টাকার মালামাল সংশ্লিষ্ট দোকান থেকে ক্রয় করা হয়নি মর্মে দোকান কর্তৃপক্ষ তদন্ত কর্মকর্তাকে জানান বিধায় উক্ত টাকা আত্মসাৎ হিসেবে গণ্য।

(২) অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে আর্থিক বিধি অনুসরণ করা হয়নি। বিগত ০৩ অর্থ বছরে ভ্যাট বাবদ ৬,২৭,১৪৮/- টাকা এবং শিক্ষকদের সম্মানী বন্টনে আয়কর বাবদ ৮,৬২,১৫৮/- টাকা মোট (৬,২৭,১৪৮/+৮,৬২,১৫৮/-)=১৪,৮৯,৩০৬/- টাকা ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে ফেরৎযোগ্য।

(৩) ভাউচারে নির্দিষ্ট দুই তিন জন শিক্ষককে দিয়ে স্বাক্ষর করানোর অভিযোগ প্রমাণিত নয়।

অভিযোগ-৪ : অভ্যন্তরীন অডিট কমিটিকে তার রুমে বসিয়ে কোন রকম যাচাই বাছাই ছাড়া ভাউচারগুলিকে অনুমোদন করাচ্ছেন। তদন্ত করা হলে এর সু-স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে। আমরা এর প্রতিবাদ করতে গেলেই আমাদেরকে নানা ভাবে হয়রানির শিকার হতে হয়।

প্রাপ্ত তথ্য ও পর্যালোচনা : তদন্তকালে অভিযোগের বিষয়ে অধ্যক্ষ লিখিতভাবে জানান যে, '*অভিযোগটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট।*' অভিযোগপত্রে নির্যাতিত শিক্ষক-কর্মচারী উল্লেখ আছে। তবে অভিযোপত্রে কোন শিক্ষক-কর্মচারীর নাম নেই। অভ্যন্তরীণ অডিট কমিটিকে দিয়ে কোন্ মাসের কোন্ মালামাল ক্রয়ের ভাউচার অনুমোদন করিয়েছেন তার প্রামানিক রেকর্ডসহ মতামত প্রদানের জন্য উপস্থিত শিক্ষকগণকে অনুরোধ করা হলে সকল শিক্ষক লিখিতভাবে জানান যে, তাদের জানা নেই। প্রতিষ্ঠানের সকল ব্যয় অভ্যন্তরীণ কমিটি কর্তৃক নিরীক্ষা করা হয়েছে। তদন্তকালে অধ্যক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত রেকর্ড যাচাইয়ে দেখা যায়, অধ্যক্ষের যোগদানের পর হতে অর্থাৎ জুলাই ২০১৩ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত সকল ব্যয় গভর্নিং বডির সভায় অনুমোদন করা হয়েছে। তদন্তকালে কোন শিক্ষক অভিযোগের স্বপক্ষে মতামত প্রদান করেন নি। এ বিষয়ে অভিযোগ-১ এর ৩য় প্যারাতে আলোচনা করা হয়েছে।

মন্তব্য : অভ্যন্তরীন অডিট কমিটিকে তার রুমে বসিয়ে কোন ভাউচার অনুমোদন করার অভিযোগ প্রমাণিত নয়।

29/07/2021	29.07.2021	29/07/2021
মোঃ মতিয়ার রহমান অডিট অফিসার পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।	মোঃ মুকিব মিয়া সহকারী শিক্ষা পরিদর্শক পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।	টুটুল কুমার নাগ শিক্ষা পরিদর্শক পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

Directorate of Audit and Inspection (DIA)

Investigation Report-2015

রেজিঃ এ/ডি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
শিক্ষা ভবন, ২য় ব্লক, ২য় তলা, ১৬ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০।
www.dia.gov.bd

নং-ডিআইএ/সিটি/১৫০৫-সি/খন্ড-২/ঢাকা ঃ তারিখ ঃ

বিষয় ঃ তদন্ত প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসংগে।

সূত্র ঃ স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.৬৬.২৭০০১.১৫-৪৭৭, তারিখ ঃ ২৮/০৭/২০১৫ ইং।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাইতেছে যে, অত্র অধিদপ্তরের শিক্ষা পরিদর্শক জনাব আব্দুস সালাম এবং অডিট অফিসার জনাব মোঃ ফরিদ উদ্দিন গত ২৯/০৮/২০১৫ ইং তারিখে ঢাকা জেলার মিরপুর থানাধীন হযরত শাহ্ আলী মহিলা কলেজটি অভিযেগের ভিত্তিতে তদন্ত করেন। তাঁহাদের দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে এতদ্সংগে প্রেরণ করা হইল।

সংযুক্তি ঃ বর্ণনা মোতাবেক।

স্বা/ঃ-
(প্রফেসর মোঃ মফিজ উদ্দিন আহমদ ভুঁইয়া)
পরিচালক
ফোন-৯৫৫২৮৫৮

সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
{দৃষ্টি আকর্ষণ ঃ অতিরিক্ত সচিব, অডিট ও আইন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

নং-ডিআইএ/সিটি/১৫০৫-সি/খন্ড-২/ঢাকা ঃ ৪৪৭৩/৫ তারিখ ঃ ২৮/১২/

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরণ করা হইল ঃ

১। মহা-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা-১০০০।
{দৃষ্টি আকষর্ণ ঃ পরিচালক(মাধ্যমিক)}
২। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৩। রেজিষ্ট্রার, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।
৪। সভাপতি, গভর্ণিং বডি, হযরত শাহ্ আলী মহিলা কলেজ, ডাক-মিরপুর, থানা-মিরপুর, জেলা-ঢাকা।
৫। অধ্যক্ষ, হযরত শাহ্ আলী মহিলা কলেজ, ডাক-মিরপুর, থানা-মিরপুর, জেলা-ঢাকা(রেজিঃ এ/ডি)।
৬। অফিস কপি।

২৮/১২/১৫
উপ-পরিচালক
ফোন-৯৫৫২৮৬৪

২২/১২/১৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়,
শিক্ষা ভবন, ২য় ব্লক, ২য় তলা, ১৬ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০।

তদন্ত প্রতিবেদন।

প্রতিষ্ঠানের নামঃ **হযরত শাহ্ আলী মহিলা কলেজ, সেকশন-১, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।**

বিষয়ঃ হযরত শাহ্ আলী মহিলা কলেজ তদন্তকরণ প্রসংঙ্গে।

সূত্রঃ (১) নং-৩৭.০০.০০০০.০৬৬.২৭.০০১.১৫-৪৭৭, তারিখ ২৮/০৭/২০১৫ খ্রিঃ।
(২) নং-ডিআইএ/সিটি/১৫০৫-সি/ঢাকাঃ১৫০৩/14, তারিখঃ ২৪/০৮/২০১৫ খ্রিঃ

তদন্ত কর্মকর্তাগণের নাম ও পদবীঃ ১। জনাব মোঃ আব্দুস সালাম , শিক্ষা পরিদর্শক;
২। মোঃ ফরিদ উদ্দিন, অডিট অফিসার।

তদন্তের তারিখঃ ২৯/০৮/২০১৫ খ্রিঃ।

১নং সূত্রে বর্ণিত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২৮/০৭/২০১৫ তারিখের ৩৭.০০.০০০০.০৬৬.২৭.০০১.১৫-৪৭৭ বরাতে প্রাপ্ত ঢাকা মহানগরীর মিরপুরস্থ হযরত শাহ্ আলী মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন এর ২১/০৭/২০১৫ তারিখের অভিযোগপত্রটি ২৯/০৮/২০১৫ তারিখে কলেজে উপস্থিত হয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ সরেজমিনে তদন্ত করেন।

অধ্যক্ষ নিজেই অভিযোগকারী হওয়ায় কেন অভিযোগসমূহ সঠিক হিসেবে গণ্য করা হবে না মর্মে জানতে চাওয়া হলে, অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন লিখিত ভাবে জানান, "হ্যাঁ, আমি আবেদন করেছি। আবেদনকালীন সময়কাল আমার দায়িত্বকালীন সময়ের মধ্যে রয়েছে। কারণ বিষয়টি নিয়ে আমার গভর্নিং বডিতে আমার অনুপস্থিতিতে আলোচনা করে এই ১৫টি বিষয় চিহ্নিত করে। অত্র এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব মোঃ আসলামুল হক এম,পি মহোদয়ের নিকট জমা পড়েছে। যেহেতু এই ধরণের কার্যক্রম আমার সময়কালে আমার প্রতিষ্ঠানে সংঘটিত হয়নি তাই প্রশাসনিক জটিলতা নিরসন কল্পে, গতিময় ও আধুনিক ব্যবস্থাপনার ধারনা লাভ করা এবং সুষ্ঠু সুন্দর জবাবদিহি করে ভাল প্রশাসন পরিচালনার লক্ষ্যে উক্ত বিষয় গুলোর তদন্ত প্রয়োজন মনে করেছি।"

তদন্তকালে অভিযোগকারী অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন, কলেজের উপাধ্যক্ষ জনাব জনাব মোঃ আমিনুল হক, কলেজের সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। অভিযোগের বিষয়ে অধ্যক্ষসহ উপস্থিত শিক্ষকগণের লিখিত বক্তব্য, প্রদর্শিত রেকর্ডপত্র যাচাই করে অত্র তদন্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। অভিযোগের বিষয়সমূহ দফাওয়ারী বর্ণনা করা হয়েছে। নিম্নে দফাওয়ারী তদন্তের উল্লেখ করা হলো।

১নং-অভিযোগের বিষয়ঃ রেজুলেশন কাটাকাটি। রেজুলেশন খাতার পাতা ছিড়ে নতুনভাবে লিখে খাতায় আঠা দিয়ে লাগানো।

তথ্যের উৎসঃ
১। অধ্যক্ষের বক্তব্য।
২। সরবরাহকৃত রেকর্ডপত্র।

প্রাপ্ত তথ্য ও পর্যালোচনাঃ এই অভিযোগের বিষয়ে অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন এর লিখিত মতামতঃ " রেজুলেশনেকোনরূপ কাটাকাটি হয়নি। তবে সভাপতি ও বিভাগীয় কমিশনার ঢাকা'র পরামর্শ গ্রহণ পূর্বক সভা নং-০৮/০৪/১৩, তারিখ ১৬/১১/২০১৩ এর কার্যবিবরণী শেষ অংশে বিগত সভাপতি জনাব জাহাঙ্গীর আলম বাবলা'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় কার্যবিবরণীতে অধ্যক্ষের বেতন-ভাতা সম্পর্কিত আলোচনায় গৃহীত সিদ্ধান্তের অংশটি আলোচ্য সূচীর অংশ নয় বলে তিনি বাতিলের সিদ্ধান্ত প্রদান করেছিলেন

যা পেস্টিং করে নতুনভাবে লিখে সভা নং-০১/০৫/২০১৪ইং তারিখ ১৮/০১/২০১৪ইং এর সভার প্রারম্ভে সভাপতির অনুমতিক্রমে সভায় উপস্থিত সদস্যদের পাঠ করে অবহিত সকলের সম্মতিতে তা গ্রহণপূর্বক সভাপতি পেস্টিংকৃত কার্যবিররণীর উপর পঠিত ও গৃহীত লিখে স্বাক্ষর করেছিলেন। তাছাড়া উক্ত পেস্টিংকৃত অংশ সম্পর্কে সভা নং-০১/০৫/২০১৪ইং তারিখ ১৮/০১/২০১৪ইং এর আলোচ্য সূচী-৫ এ বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করে অনুমোদন করা হয়েছিল।"

অধ্যক্ষের বক্তব্য ও রেজুলেশন খাতা পর্যালোচনা করা হয়। ১৬/১১/২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব জাহাঙ্গীর আলম বাবলা এবং উক্ত সভার টাইপ করা খসড়া রেজুলেশনে জনাব জাহাঙ্গীর হোসেন বাবলা এর ১৬/১১/১৩ তারিখের স্বাক্ষর রয়েছে। উক্ত রেজুলেশনের শেষ অংশে অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন এর কলেজ অংশের বেতন ভাতা প্রদানের বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত উল্লেখ ছিল। উক্ত "অংশটুকু আলোচ্যসূচি বর্হিভূত হওয়ায় বাতিল করা হল" হাতে লিখে সভাপতি জনাব জাহাঙ্গীর আলম বাবলা অনুস্বাক্ষর করেন। কিন্তু উক্ত রেজুলেশনটি ১৮/০১/১৪ তারিখে বিভাগীয় কমিশনার ঢাকা ও কলেজ গভর্নিং বডির সভাপতি জনাব জিল্লার রহমান কর্তৃক "পঠিত ও গৃহীত" উল্লেখ করে স্বাক্ষর করেন। উক্ত স্বাক্ষরের নীচে সকল শিক্ষক কলেজ অংশের একমাসের বকেয়া বেতন পাবেন এবং কলেজ ১০% উন্নয়ন তহবিল থেকে উক্ত শিক্ষক-কর্মচারীগণ পাবে বলে সিদ্ধান্ত উল্লেখ আছে। এই সিদ্ধান্ত সম্বলিত উক্ত রেজুলেশনের শেষ পৃষ্ঠাটি (পৃষ্ঠা-৯৭) পেস্ট করে লাগানো পরিলক্ষিত হয়েছে। খসড়া রেজুলেশনের শেষ অংশ কাটা এবং মূল রেজুলেশনে উক্ত কাটা অংশের উপর (শেষ পৃষ্ঠায়) আটা দিয়ে লাগানোয় অভিযোগটি প্রমাণিত হিসেবে গণ্য । তবে উক্ত পেস্টিংকৃত রেজুলেশনের অংশে বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা এবং কলেজ গভর্নিং বডির তৎকালীন সভাপতি জনাব জিল্লার রহমান এর "পঠিত ও গৃহীত হলো" মর্মে উল্লেখ করে স্বাক্ষর রয়েছে।

মতামতঃ ১৬/১১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখের রেজুলেশনের শেষ অনুচ্ছেদের উপর " পঠিত ও গৃহীত হলো" মর্মে উল্লিখিত শেষ পৃষ্ঠা আটা দিয়ে লাগানোর অভিযোগ প্রমাণিত।

২নং অভিযোগের বিষয়ঃ জিবির সিদ্ধান্ত ব্যতীত নিজের বেতন বৃদ্ধি করে সভাপতি মহোদয়কে পাশ কাটিয়ে বেতন উঠানো এবং পরে ব্যাংকে জমা দেওয়া ।

তথ্যের উৎসঃ

১। অধ্যক্ষের বক্তব্য।

২। সরবরাহকৃত রেকর্ডপত্র।

প্রাপ্ত তথ্য ও পর্যালোচনাঃ এই অভিযোগের বিষয়ে অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন এর লিখিত মতামতঃ " বিষয়টিতে গভর্নিং বডির সভা নং-০৪/০২/২০১২, তারিখ ২০/১০/২০১২ইং আলোচ্যসূচি 4 নং এর আলোচনাক্রমে আমার যোগদান তারিখ ০৮/০৯/১২ থেকে মে-২০১৩ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠান অংশের বেতন-ভাতা বাবদ আমি ২৮,৮৩২/- টাকা হারে বেতন ও ভাতা গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু জুন-২০১৩ইং এর বেতন-ভাতা থেকে বাসা ভাড়া বাবদ ৮০০০/- টাকা গভর্নিং বডির সিদ্ধান্ত ছাড়া সভাপতির একক সিদ্ধান্তে কম গ্রহণ করেছিলাম। তাই কলেজ গভর্নিং বডির সভা নং- ০৮/০৪/২০১৩, তারিখ ১৬/১১/২০১৩ ইং এর আলোচনা ও সিদ্ধান্তের আলোকে পরবর্তী সভাপতি ও বিভাগীয় কমিশনার ঢাকা'র মাধ্যমে গত ১০/১২/২০১৩ইং ও ২৯/১২/২০১৩ ইং তারিখে জুন-২০১৩ইং থেকে ডিসেম্বর-২০১৩ইং পর্যন্ত বাসা ভাড়া ৮০০০/- টাকা করে বকেয়াসহ মোট ৫৬,০০০/- টাকা গ্রহণ করেছিলাম। যা গভর্নিং বডির সভা নং-০১/০৫/২০১৪ইং তারিখঃ ১৮/০১/২০১৪ইং এর আলোচ্য সূচী নং-৫ এর আলোচনা ও সিদ্ধান্তের আলোকে জমা করেছিলাম। গভর্নিং বডির পরবর্তী সভা নং--০২/০৫/২০১৪, তারিখ -২২/০১/২০১৪ এর আলোচ্যসূচি-৩ এর আলোচনা ও সিদ্ধান্তে এ বিষয়ে গৃহীত অর্থ ৫৬,০০০/- টাকা পুনরায় প্রদানসহ পরবর্তী মাস গুলোতে অনুরূপভাবে বাসা ভাড়া ৮,০০০/- টাকা হারে প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। এছাড়া অধ্যক্ষের বাড়ী ভাড়া বিষয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন-১৯৯২ এর ২৪(চ) ও ২৬ (৩) ধারা এবং আইনের তফসিলের ২ নং সংবিধি অনুযায়ী প্রণিত রেজুলেশনের ৩১(খ) তে এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। তাই জিবির সিদ্ধান্ত ব্যতীত নিজের বেতন বৃদ্ধি করে সভাপতিকে পাশ কাটিয়ে বেতন উঠানো ও ব্যাংকে জমা দেওয়া বিষয়টি সঠিক নয়। সকল ক্ষেত্রে কলেজ গভর্নিং বডির সিদ্ধান্ত ছিল।

এর বাইরেও এবিষয়ে গভর্নিং বডির পরবর্তী সভাসমূহ যথাক্রমে-০১/০৫/২০১৪ইং, তারিখ ১৫/০২/২০১৪ইং, ০২/০৫/২০১৪ইং, তারিখ ১৯/০৪/২০১৪ইং, ২০১৪/০৫/০৩ইং, তারিখ ২৪/০৮/২০১৪ইং, ২০১৪/০৪/০৫ইং, তারিখ

২০/০৯/২০১৪ইং এর কার্যবিবরণীতে নিয়ম লংঘনের বিস্তারিত বিবরণ লিখিত রয়েছে। যা পাঠ করলে নিয়ম লংঘনের সত্যতা পাওয়া যাবে।"

অধ্যক্ষ কর্তৃক উল্লিখিত রেজুলেশনসমূহ উপস্থাপন করা হয়। ২০/১০/২০১২ তারিখের রেজুলেশনের ৪ নং অলোচ্যসূচিতে অবসর জনিত কারণে বিদায়ী অধ্যক্ষ জনাব শিরিন আক্তার প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি-২০১২ইং এর জাতীয় বেতন বেতন স্কেলের সাথে সমন্বয় করে বর্তমান অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিনকে নিয়োগপত্রে উল্লিখিত শর্তানুসারে বেতন-ভাতা প্রদানের জন্য আলোচনা হয়। তিনি মে/১৩ পর্যন্ত সে অনুযায়ী ২৮,৮৩২/- টাকা করে বেতন ভাতা গ্রহণ করেন।

উক্ত ২০/১০/২০১২ সভায় অধ্যক্ষ ময়েজ উদ্দিনকে প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত নিয়মে বেতন-ভাতা প্রদানের সিদ্ধান্ত হয়। তবে টাকার অংক নির্ধারণ করা হয়নি।

১৮/০১/১৪ তারিখের গভর্নিং বডির সভার ৫নং আলোচনা হতে দেখা যায় অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন জুন/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৩ পর্যন্ত বাড়ীভাড়া বাবদ ৫৬,০০০/- টাকা সভাপতির স্বাক্ষরে গ্রহণ করেন। সভাপতি বিধিগতভাবে নতুনভাবে আবেদন জমা করে গভর্নিং বডির অনুমতি সাপেক্ষে অধ্যক্ষকে উক্ত অর্থ গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করেন এবং অধ্যক্ষের গৃহীত ৫৬,০০০/- টাকা প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসেবে জমা প্রদানের বিষয়ে গভর্নিং বডির সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে হিসেবে উক্ত ৫৬,০০০/- টাকা প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসেবে জমা করা হয়।

২২/০১/২০১৪ তারিখের সভার আলোচনা হতে দেখা যায়(হিসাব রক্ষক এর বক্তব্য অনুযায়ী) সাবেক (অবঃ) অধ্যক্ষ জনাব শিরিন আক্তার এর সর্বশেষ বাড়ীভাড়া বাবদ গৃহীত ১৬,৫৯৪/- টাকার চেয়ে ৮,০০০/- টাকা কমে অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন মোট বেতন ২০,৮৩২/- টাকা করা হয়। সে হিসেবে অধ্যক্ষ জনাব মোঃ ময়েজ উদ্দিন-কে জুন/২০১৩ থেকে ডিসেম্বর/২০১৩ পর্যন্ত বেতন-ভাতা পরিশোধ করা হয়। উক্ত সভায় জুন/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৩ পর্যন্ত ৭ মাস) ৮০০০/- টাকা করে মোট ৫৬০০০/- টাকা বকেয়াসহ বেতন প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

উক্ত তথ্য হতে দেখা যায় গভর্নিং বডির সভাপতির স্বাক্ষরে কলেজ অংশের বাড়ীভাড়া বাবদ ৫৬,০০০/- টাকা গ্রহণ করেছিলেন এবং গভর্নিং বডির সিদ্ধান্তক্রমে ৫৬,০০০/- টাকা প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসেবে জমা করেন এবং পরে আবার বকেয়া হিসেবে গ্রহণ করেন।

১৫/০২/২০১৪ তারিখের সভার রেজুলেশন হতে দেখা যায়, অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন গভর্নিং বডির অনুমোদন না নিয়ে অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ এর সমপরিমাণ বাড়ীভাড়া গ্রহণ করেছেন। যাকে গভর্নিং বডির সভাপতি ও সদস্যবৃন্দ অপকৌশল হিসেবে সমালোচনা করেন। রেজুলেশন খাতায় আঠা দিয়ে পাতা সংযোজন করার জন্য জবাব চান এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের দুষ্ট মনোবৃত্তিমূলক কাজ না করার জন্য সতর্ক করা হয়।

উক্ত সভায় অধ্যক্ষের বেতন-ভাতা নির্ধারণের জন্য ইতোপূর্বে গঠিত ৪ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয় এবং আলোচনান্তে কলেজের সার্বিক দিক বিবেচনা করে অন্যান্য শিক্ষকের ন্যায় কলেজের প্রচলিত নিয়মে অর্থাৎ প্রথম এমপিও ভুক্তির তারিখ হতে বেতন স্কেল অনুযায়ী সর্বমোট প্রাপ্য ইনক্রিমেন্ট স্কেলের সাথে যোগকরে তার ২৫% বাড়ীভাড়া, মোট ইনক্রিমেন্টের উপর ১০% প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং অনার্স ও ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা শাখা হইতে প্রদত্ত ভাতা প্রদানে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

উক্ত তথ্য হতে দেখা যায় যে, জনাব মোঃ ময়েজ উদ্দিন যোগদানের পর হতে অধ্যক্ষ পদে তাঁর বেতন-ভাতা কলেজের প্রচলিত নিয়মে প্রদানের সিদ্ধান্ত ছিল। তবে প্রাপ্য টাকার অংক উল্লেখ করে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি। অধ্যক্ষ জনাব মোঃ ময়েজ উদ্দিন আলোচ্য সূচীর বাহিরে ১৬/১১/১৩ তারিখের সভায় অধ্যক্ষকে কলেজ অংশের বকেয়া বেতন-ভাতা পরিশোধ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত সংযোজন করেছিলেন। যা সভাপতি কেটে অনুস্বাক্ষর দেন।

নিয়োগপত্র ও কলেজের রেজুলেশনসমূহে কলেজের প্রচলিত নিয়ম ও প্রাক্তন অধ্যক্ষের অনুরূপ বেতন-ভাতা প্রদানের উল্লেখ ছিল। প্রতিটি বেতন বিলই অধ্যক্ষের স্বাক্ষর এবং সভাপতির প্রতিস্বাক্ষরে উত্তোলিত। অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন কর্তৃক প্রাক্তন অধ্যক্ষের চেয়ে কলেজ থেকে বেশী বেতন-ভাতা গ্রহণের তথ্য তদন্তকালে পরিলক্ষিত হয়নি। সে হিসেবে অধ্যক্ষ কর্তৃক নিজ সিদ্ধান্তে

বেতন বৃদ্ধির বিষয়টি সুস্পষ্ট নয়। অনুমোদন না নিয়ে বাড়ীভাড়া উত্তোলন এবং ব্যাংকে জমাদানের যেমন উল্লেখ আছে আবার বকেয়াসহ বাড়ী ভাড়া প্রদানেরও রেজুলেশন আছে। অধ্যক্ষের একক স্বাক্ষরে কোন বেতন-ভাতা উত্তোলন করা হয়নি। সভাপতির মৌখিক নির্দেশের প্রেক্ষিতে মাসে ৮০০০/- টাকা করে কম বাড়ীভাড়া উত্তোলন করা হয়েছে। আবার গভর্নিং বডির সিদ্ধান্তক্রমে বকেয়া উত্তোলন করে জমা প্রদান করা হয়েছে। কলেজের সভার রেজুলেশনসমূহ পর্যালোচনা করে অধ্যক্ষের বেতন-ভাতা নির্ধারণ ও পরিশোধের বিষয়ে স্পষ্টতা পরিলক্ষিত হয়নি। বরং এক এক সময় একেক ধরনের সিদ্ধান্ত পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রথম থেকেই অধ্যক্ষের কলেজ অংশের বেতন-ভাতা সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা আবশ্যক ছিল।

মতামতঃ ১। কলেজ অংশের বেতন ভাতা নির্ধারণের সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত না থাকায় অধ্যক্ষ কর্তৃক নিজের বেতন নিজে বৃদ্ধির অভিযোগ প্রমাণিত নয়।

২। সভাপতির প্রতিস্বাক্ষরে বেতন-ভাতা উত্তোলন করায় সভাপতিকে পাশ কাটানোর অভিযোগ প্রমাণিত নয়।

৩। গভর্নিং বডির সিদ্ধান্তক্রমে বাড়ী ভাড়া বাবদ গৃহীত ৫৬,০০০/- টাকা কলেজ ফান্ডে জমা দানের বিষয়টি প্রমাণিত।

৩নং অভিযোগের বিষয়ঃ জিবির সিদ্ধান্ত ব্যতীত কলেজে নতুনভাবে পরীক্ষা কেন্দ্র আনা।

তথ্যের উৎসঃ

১। অধ্যক্ষের বক্তব্য।

২। সরবরাহকৃত রেকর্ডপত্র।

প্রাপ্ত তথ্য ও পর্যালোচনাঃ অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন এর লিখিত মতামতঃ " কলেজে নতুনভাবে পরীক্ষা কেন্দ্র আনার জন্য আমি কোথাও কোনরূপ আবেদন করি নাই। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এবং বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এর নির্দেশনায় কাজ করেছি মাত্র। যা গভর্নিং বডির অধিবেশন নং-০৪/০৪/২০১৩, তারিখ ১৬/০৩/২০১৩ ও অধিবেশন-০৬/০৪/২০১৩, তারিখ ০৬/০৭/২০১৩ এ বিস্তারিত আলোচনার বিবরণ রয়েছে।"

উল্লিখিত ১৬/০৩/১৩ তারিখের রেজুলেশন পর্যালোচনা করে দেখা যায় প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষার কেন্দ্রে থাকায় শ্রেণি কার্যক্রম ব্যহত হয়। বিষয়টি আলোচনাক্রমে পর্যায়ক্রমে পরীক্ষা কেন্দ্র কমিয়ে আনার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার ব্যবস্থা নেয়ার পক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

অন্যদিকে ০৬/০৭/২০১৩ তারিখের সভায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এর পাবলিক পরীক্ষার কারণে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত শ্রেণি কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার প্রেক্ষিতে এ জাতীয় পরীক্ষা বন্ধ করার উপর আলোচনা হয়। যে সকল পরীক্ষা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এর অধীন পরিচালিত হয় সেসকল পাবলিক পরীক্ষার কেন্দ্র হিসেবে অত্র কলেজ ব্যবহারের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন পরিচালিত সকল ধরনের পরীক্ষা কেন্দ্র হিসেবে অত্র প্রতিষ্ঠান ব্যবহারের বিষয়ে সভাপতি মহোদয় শিক্ষার্থীদের শ্রেণি কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে পরিচালনার স্বার্থে আপত্তি উপস্থাপন করলে সকলে তাতে একমত পোষন করেন।

উক্ত সভার সিদ্ধান্তঃ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা, কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালিত প্রয়োজনীয় পাবলিক পরীক্ষাসমুহের জন্য অত্র কলেজ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, আলোচনা ও সিদ্ধান্তের মধ্যে মিল পরিলক্ষিত হয়নি। আলোচনা ছিল পরীক্ষা কেন্দ্র কমানোর। কিন্তু সিদ্ধান্ত হয় পরীক্ষা কেন্দ্র হিসেবে অত্র কলেজ ব্যবহারের । উক্ত তথ্য হতে দেখা যায় গভর্নিং বডির সিদ্ধান্তক্রমেই অত্র কলেজে পাবলিক পরীক্ষার কেন্দ্র আনা হয়। গভর্নিং বডির সিদ্ধান্ত ছাড়া অধ্যক্ষ কর্তৃক পরীক্ষা কেন্দ্র আনার অভিযোগ প্রমাণিত নয়।

মতামতঃ ১) গভর্নিং বডির সিদ্ধান্ত ব্যতীত কলেজে নতুনভাবে পরীক্ষা কেন্দ্র আনার অভিযোগ প্রমাণিত নয়।

বেতন বৃদ্ধির বিষয়টি সুস্পষ্ট নয়। অনুমোদন না নিয়ে বাড়ীভাড়া উত্তোলন এবং ব্যাংকে জমাদানের যেমন উল্লেখ আছে আবার বকেয়াসহ বাড়ী ভাড়া প্রদানেরও রেজুলেশন আছে। অধ্যক্ষের একক স্বাক্ষরে কোন বেতন-ভাতা উত্তোলন করা হয়নি। সভাপতির মৌখিক নির্দেশের প্রেক্ষিতে মাসে ৮০০০/- টাকা করে কম বাড়ীভাড়া উত্তোলন করা হয়েছে। আবার গভর্নিং বডির সিদ্ধান্তক্রমে বকেয়া উত্তোলন করে জমা প্রদান করা হয়েছে। কলেজের সভার রেজুলেশনসমূহ পর্যালোচনা করে অধ্যক্ষের বেতন-ভাতা নির্ধারণ ও পরিশোধের বিষয়ে স্পষ্টতা পরিলক্ষিত হয়নি। বরং এক এক সময় একেক ধরনের সিদ্ধান্ত পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রথম থেকেই অধ্যক্ষের কলেজ অংশের বেতন-ভাতা সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা আবশ্যক ছিল।

মতামতঃ ১। কলেজ অংশের বেতন ভাতা নির্ধারণের সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত না থাকায় অধ্যক্ষ কর্তৃক নিজের বেতন নিজে বৃদ্ধির অভিযোগ প্রমাণিত নয়।

২। সভাপতির প্রতিস্বাক্ষরে বেতন-ভাতা উত্তোলন করায় সভাপতিকে পাশ কাটানোর অভিযোগ প্রমাণিত নয়।

৩। গভর্নিং বডির সিদ্ধান্তক্রমে বাড়ী ভাড়া বাবদ গৃহীত ৫৬,০০০/- টাকা কলেজ ফান্ডে জমা দানের বিষয়টি প্রমাণিত।

৩নং অভিযোগের বিষয়ঃ জিবির সিদ্ধান্ত ব্যতীত কলেজে নতুনভাবে পরীক্ষা কেন্দ্র আনা।

তথ্যের উৎসঃ

১। অধ্যক্ষের বক্তব্য।

২। সরবরাহকৃত রেকর্ডপত্র।

প্রাপ্ত তথ্য ও পর্যালোচনাঃ অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন এর লিখিত মতামতঃ " কলেজে নতুনভাবে পরীক্ষা কেন্দ্র আনার জন্য আমি কোথাও কোনরূপ আবেদন করি নাই। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এবং বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এর নির্দেশনায় কাজ করেছি মাত্র। যা গভর্নিং বডির অধিবেশন নং-০৪/০৪/২০১৩, তারিখ ১৬/০৩/২০১৩ ও অধিবেশন-০৬/০৪/২০১৩, তারিখ ০৬/০৭/২০১৩ এ বিস্তারিত আলোচনার বিবরণ রয়েছে।"

উল্লিখিত ১৬/০৩/১৩ তারিখের রেজুলেশন পর্যালোচনা করে দেখা যায় প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষার কেন্দ্রে থাকায় শ্রেণি কার্যক্রম ব্যহত হয়। বিষয়টি আলোচনাক্রমে পর্যায়ক্রমে পরীক্ষা কেন্দ্র কমিয়ে আনার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার ব্যবস্থা নেয়ার পক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

অন্যদিকে ০৬/০৭/২০১৩ তারিখের সভায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এর পাবলিক পরীক্ষার কারণে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত শ্রেণি কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার প্রেক্ষিতে এ জাতীয় পরীক্ষা বন্ধ করার উপর আলোচনা হয়। যে সকল পরীক্ষা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এর অধীন পরিচালিত হয় সেসকল পাবলিক পরীক্ষার কেন্দ্র হিসেবে অত্র কলেজ ব্যবহারের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন পরিচালিত সকল ধরনের পরীক্ষা কেন্দ্র হিসেবে অত্র প্রতিষ্ঠান ব্যবহারের বিষয়ে সভাপতি মহোদয় শিক্ষার্থীদের শ্রেণি কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে আপত্তি উপস্থাপন করলে সকলে তাতে একমত পোষন করেন।

উক্ত সভার সিদ্ধান্তঃ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা, কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালিত প্রয়োজনীয় পাবলিক পরীক্ষাসমুহের জন্য অত্র কলেজ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, আলোচনা ও সিদ্ধান্তের মধ্যে মিল পরিলক্ষিত হয়নি। আলোচনা ছিল পরীক্ষা কেন্দ্র কমানোর। কিন্তু সিদ্ধান্ত হয় পরীক্ষা কেন্দ্র হিসেবে অত্র কলেজ ব্যবহারের । উক্ত তথ্য হতে দেখা যায় গভর্নিং বডির সিদ্ধান্তক্রমেই অত্র কলেজে পাবলিক পরীক্ষার কেন্দ্র আনা হয়। গভর্নিং বডির সিদ্ধান্ত ছাড়া অধ্যক্ষ কর্তৃক পরীক্ষা কেন্দ্র আনার অভিযোগ প্রমাণিত নয়।

মতামতঃ ১) গভর্নিং বডির সিদ্ধান্ত ব্যতীত কলেজে নতুনভাবে পরীক্ষা কেন্দ্র আনার অভিযোগ প্রমাণিত নয়।

৪নং- অভিযোগের বিষয়ঃ ভর্তি প্রচারে লিফলেট নিজে তৈরী করা এবং অতিরিক্ত মূল্য পরিশোধ করা।

তথ্যের উৎসঃ
১। অধ্যক্ষের বক্তব্য।
২। সরবরাহকৃত রেকর্ডপত্র।

প্রাপ্ত তথ্য ও পর্যালোচনাঃ অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন এর লিখিত মতামতঃ "ভর্তি প্রচারে লিফলেট আমি নিজে তৈরি করি নাই। জরুরীভাবে লিফলেট তৈরির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছিলেন উপাধ্যক্ষ মোঃ আমিনুল হক, বাবু গোপাল চন্দ্র দাস, জনাব মোঃ কছিম উদ্দিন ও প্রতিষ্ঠানের হিসাব রক্ষক। যাহা প্রতিষ্ঠানের সংরক্ষিত ভাউচার নং-৪৯৭, তারিখ ১৮/১২/২০১৪ইং তাদের স্বাক্ষরসহ হিসাব রক্ষক, ক্রয় কমিটির সদস্য ও উপাধ্যক্ষে'র স্বাক্ষরের মাধ্যমে ১৩০০০/- টাকা বিল পরিশোধ করা হয়েছিল। এ ছাড়া গভর্নিং বডি কর্তৃক গঠিত অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা উপ-কমিটি বিলটি যাচাই করে অনুমোদনের সুপারিশ করেছে। কেউ এ বিষয়ে আমাকে কোনরূপ আপত্তি জানান নাই। তাছাড়া আমি বিল পরিশোধ পূর্বে ২০১০-২০১১, শিক্ষা বর্ষ , ২০১১-২০১২ শিক্ষা বর্ষ, ২০১২-২০১৩ বর্ষের ভাউারসমূহ যাচাই পূর্বক দেখেছি যথাক্রমে এই খাতে বিলটি পরিশোধ করা হয়েছিল ১৩০০০/- টাকা, ১৪৫০০/- ও ১৬০০০/- টাকা। সেক্ষেত্রে এই খাতে বিলটি পরিশোধ করা হয়েছিল ১৩০০০/- টাকা । তাছাড়া বিল পরিশোধ পূর্বে উক্ত খাতের অর্থের চেক ১০/১২/২০১৪ইং এ সভাপতি মহোদয়কে জানিয়ে উত্তোলন করা হযেছিল। যা গভর্নিং বডির অধিবেশন নং-২০১৫/১১/০২, তারিখ ২৫/০১/২০১৫ এর আলোচ্য সূচি-৪ এ আলোচনান্তে অনুমোদন করা হয়েছিল। এক্ষেত্রে তখন কোনরূপ আপত্তি উত্থাপিত হয়নি। বিল পরিশোধে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সাশ্রয় হয়েছিল "।

তদন্তকালে ১৮/১২/২০১৪ তারিখে আর. এ. এস ইনকোর্পোরেশন নামক প্রতিষ্ঠানের প্যাডে দাবীকৃত ১৩৫০০/- টাকা বিল প্রদর্শন করা হয়। বিলের গায়ে ১৩৫০০/- টাকার স্থলে ৫০০/- টাকা কমে ১৩০০০/- টাকা বিল পরিশোধের উল্লেখ রয়েছে। বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে গ্রহীতা কর্তৃক কোন রাজস্ব স্ট্যাম্প ব্যবহার করা হয়নি। প্রতিষ্ঠানের প্যাডে ২০১৪-১৫ শিক্ষা বর্ষে অনার্স ১ম বর্ষের ভর্তি প্রচারের জন্য হ্যান্ডবিল তৈরী ও বিলি করার খরচ বাবদ ১৮/১২/১৪ তারিখে ৪৯৭ নং ডেবিট ভাউচারে উক্ত ১৩০০০/- টাকা, বিভিন্ন কেন্দ্রে যাতায়াত বাবত ৩৮০০/- টাকা এবং খাবার বাবদ ৫৪০/-টাকাসহ মোট ১৭,৩৪০/- টাকা পরিশোধ দেখানো হয়েছে। বিলটির গায়ে (৪৯৭ নং ডেবিট ভাউচারে), বিলটা যাচাই করা প্রয়োজন, লিফলেট তৈরী কমিটির স্বাক্ষর নেই উল্লেখ করে ২৫/০২/১৫ তারিখের কয়েকটি অনুস্বাক্ষর রয়েছে। অনুস্বাক্ষরকারীদের পরিচয় বা সীল ব্যবহার করা হয়নি। এতে প্রতিয়মান হয় লিফলেট তৈরীর জন্য কমিটি ছিল। অন্যদিকে বিলের গায়ে হিসাব রক্ষক জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন ও উপাধাক্ষ জনাব আমিনুল হক এর সীলসহ স্বাক্ষর রয়েছে। এতে অধ্যক্ষ কর্তৃক এককভাবে লিফলেট তৈরী ও বিল পরিশোধের অভিযোগের সত্যতা পরিলক্ষিত হয়না। এখানে উল্লেখ্য ২০১১-১২ শিক্ষা বর্ষে অনার্স ভর্তি প্রচারের আংশিক খরচ বাবদ ৪৬,৩৪৬/- টাকার ৩০/০৪/১২ তারিখের ১০নং ডেবিট ভাউচার প্রদর্শন করা হয়। এতে ২০১৪-১৫ শিক্ষা বর্ষের লিফলেট তৈরী ও বিতরণ বিলটি অতিরিক্ত পরিলক্ষিত হয়নি।

মতামতঃ অভিযোগ প্রমাণিত নয় ।

৫নং-অভিযোগের বিষয়ঃ কলেজে দীর্ঘদিন যে প্রতিষ্ঠান পত্রিকায় বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তি প্রদান করতো, তাঁদেরকে বাদ দিয়ে নতুন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা এবং অধিক মূল্যে কাজ করা ।

তথ্যের উৎসঃ
১। অধ্যক্ষের বক্তব্য।
৩। সরবরাহকৃত রেকর্ডপত্র।

প্রাপ্ত তথ্য ও পর্যালোচনাঃ অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন এর লিখিত মতামতঃ " প্রতিষ্ঠানের সংরক্ষিত ভাউচার ১৩/০৫/২০১২ থেকে ০৬/০২/২০১৩ এ পরিশোধিত বিজ্ঞাপন বিল থেকে দেখা যায় এস. আহম্মেদ এন্টারপ্রাইজ ২/২ রাম কৃষ্ণ মিশন রোড, ঢাকা-১২০৩, টেলিফোন-৭১৭৪৯০৫, ০১৭১২-২৭৯৬৬৭ এ প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছিল। তাদের জমাকৃত বিল যথাযথ ছিল না। তাদের প্রদত্ত কমিশন থেকে অধিক কমিশনে কেয়ার এ্যাডভারটাইজিং, মোতালেব ম্যানশন (নীচতলা) ২-আ, কে, মিশন রোড, ঢাকা-১২০৩, টেলিফোন-৭১২১৪৮১, ৭১৭০৮৫৭,৭১৭০৯৫৮ এবং ০১৭১১-৫৩৪২২২ কে গত ২২/০৮/২০১৩ইং থেকে বিজ্ঞাপনের

কার্যাদেশ প্রদান পূর্বক ক্রস চেকে হিসাব রক্ষক, উপাধ্যক্ষ'র স্বাক্ষরে বিল পরিশোধ করা হয়েছিল। যা গভর্নিং বডি কর্তৃক গঠিত অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা উপ-কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে গভর্নিং বডির সভায় অনুমোদিত ছিল। এ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সাশ্রয়ের বিষয়ে গভর্নিং বডির অধিবেশন নং-০২/০৫/২০১৪, তারিখ ১৯/০৪/২০১৪ আলোচ্যসূচি-৬ এর আলোকে নিয়োগকৃত অডিট ফার্ম আহসান মঞ্জুর এন্ড কোং ৫৫/বি, ১৩ তলা, পুরানা পল্টন,ঢাকা -১০০০, সেল ফোন-০১৯১৪৬০২৭৮৪ এর ৩০ জুন ২০১২, ৩০ জুন ২০১৩ এবং ৩০জুন ২০১৪ প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় এস. আহম্মেদ এন্টারপ্রাইজকে যথাক্রমে ১,৫৯,৬৭৭/- ও ২,৮০,৩১৫/- বিজ্ঞাপন বাবদ পরিশোধ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে অনুরূপ বিজ্ঞাপনে কার্যাদেশ প্রাপ্ত কেয়ার এ্যাডভারটাইজিং কে ক্রস চেকে হিসাব রক্ষক ও উপাধ্যক্ষ'র স্বাক্ষরে বিল পরিশোধ করা হয়েছিল ৯৪,৯৭৬/- টাকা। এছাড়া বর্তমানে আরো অধিক কমিশনে পৃথী এ্যাড ৩২/১, হাটখোলা রোড (নীচ তলা) ঢাকা-১২০৩, ও এ্যাড-১, এ্যাডভারটাইজিং, এ, এইচ, টাওয়ার, লেভেল-১, রোড-০২, সেক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা-১২০৩, এর মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছিল। অত্র অর্থ বছরে বিজ্ঞাপন প্রদানের বিষয়টি সরাসরি আমার নিয়ন্ত্রণে ছিল। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ভাউচার নং-৬৯৬, তারিখ ২৩/০২/২০১৫, ভাউচার নং-৭৫৪, তারিখ ১৯/০৩/২০১৫ মোট টাকা ৮০,৯৯৪/- টকা (অডিট কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন)। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ভাউচার নং-৩৪, তারিখ ১৫/০৭/২০১৫ মোট টাকা ১২,৪৮০./-। সুতরাং প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সাশ্রয়ের জন্য নতুন প্রতিষ্ঠানে কাজ প্রদানের সিদ্ধান্তে আমার কোন ভুল ছিল না। যাতে প্রতিষ্ঠান আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছে।"

উক্ত তথ্য হতে দেখা যায় ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে বিজ্ঞাপন প্রদানের বিষয়টি সরাসরি তিনি নিয়ন্ত্রণ করেছেন। প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ক্ষেত্রে এড ফার্মসমূহের কাছ থেকে কোন কোটেশন বা স্থানীয় দরপত্র বা কোন দর আহবান করা হয়নি। ফার্মসমূহের নিকট হতে একই কাজের জন্য দর না চাওয়া এবং দরের তালিকা না থাকায় বিজ্ঞপ্তির কাজসমূহ কম বা বেশী টাকা করানো হয়েছে কিনা তা নিরূপন করা সম্ভব নয়। অধ্যক্ষের বক্তব্য অনুযায়ী তিনি একক নিয়ন্ত্রণে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে বিজ্ঞপ্তির কাজ করিয়েছেন এবং ফার্ম পরিবর্তন করেছেন । এড ফার্ম পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কলেজ গভর্নিং বডির সভায় আলোচনা বা কোন সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়নি। তাই বিজ্ঞপ্তি প্রচারের জন্য অধ্যক্ষ কর্তৃক এড ফার্ম পরিবর্তনের বিষয়টি সত্য (অধ্যক্ষের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী) । একই কাজের জন্য একাধিক ফার্মের নিকট হতে দর সংগ্রহ না করা বা দরের কোন তালিকা না থাকায় বিজ্ঞপ্তির কাজ কম বা বেশী মূল্যে করানোর সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি। তবে যে কোন কাজে স্বচ্ছতার জন্য কোটেশন, দরপত্র বিজ্ঞপ্তি, স্থানীয়ভাবে দর সংগ্রহ করা আবশ্যক ছিল।

মতামতঃ ১) পূর্বে যে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রদান করতো, সে প্রতিষ্ঠানকে বাদ দিয়ে নতুন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করার অভিযোগ প্রমাণিত ।

২) কোন দর আহবান না করা/দরের কোন তালিকা না থাকায় অধিক মূল্যে কাজ করার অভিযোগ প্রমাণ করা যায়নি।

৬নং- অভিযোগের বিষয়ঃ লাইব্রেরীর বই ক্রয়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে বাদ দিয়ে নিজেই বই ক্রয়।

তথ্যের উৎসঃ

১। অধ্যক্ষের বক্তব্য।
২। সংশ্লিষ্ট লাইব্রেরীয়ান এর বক্তব্য।
৩। সরবরাহকৃত রেকর্ডপত্র।

প্রাপ্ত তথ্য ও পর্যালোচনাঃ অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন এর লিখিত মতামতঃ " বই ক্রয় সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে বাদ দেয়া হয়নি। তার সহযোগিতা নিয়ে বই ক্রয় কার্যক্রম সমাপ্ত করা হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের আদেশ পত্র অনুযায়ী অন-লাইনে রকমারী. কম প্রতিষ্ঠান বই সরবরাহ করেছিল। সরবরাহকৃত বইয়ের তালিকার সাথে আদেশ পত্রের তালিকা মিলিয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক সরবরাহকৃত তালিকায় স্বাক্ষর করেছিলেন। বিল পরিশোধের পূর্বে উক্ত তালিকা কলেজের গ্রন্থাগারিকের মাধ্যমে যাচাই পূর্বক তার লিখিত সুপারিশের আলোকে বিল যথাযথ নিয়মে ক্রস চেকের মাধ্যমে হস্তান্তর করা হয়েছিল। যা প্রতিষ্ঠানে রক্ষিত ভাউচার নং-৭১০, তারিখ ০৩/০৩/২০১৫ ও ভাউচার নং- ৭১৬, তারিখ ০৬/০৩/২০১৫। সকল বিষয়ে গভর্নিং বডির সভাপতি তদারক করেছিলেন।"

বই ক্রয়ের বিষয়ে গ্রন্থাগারিক জনাব শ্যামা নাসরিন জানান, " গ্রন্থাগারে বই ক্রয়ের ব্যাপারে এবং কি ধরনের বই ক্রয় হবে সেটা আমি অবহিত ছিলাম । ক্রয়কৃত বই কলেজের সহকারী অধ্যাপক শাহীনুর রশীদ রকমারী (অধ্যক্ষের নির্দেশ) থেকে ভাউচার

দেন। " তৎকর্তৃক বই গ্রহণ করে চেকে ২০,০০০/- টাকা ৩/০৩/২০১৫ তারিখে এবং ০৪/০৩/২০১৫ তারিখে ৮,২৮০/- টাকা পরিশোধের সুপারিশ করেন।

রেকর্ডপত্র, অধ্যক্ষের বক্তব্য এবং লাইব্রেরীয়ানের বক্তব্য অনুযায়ী অধ্যক্ষের তত্ত্বাবধানে রকমারী ওয়েব থেকে সরাসরি বইয়ের সরবরাহ লওয়া হয়েছে। উক্ত কাজে সহকারী অধ্যাপক জনাব শাহীনুর রশীদও সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

মতামতঃ সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে বাদ দিয়ে অধ্যক্ষ নিজেই বই ক্রয় করার অভিযোগ প্রমাণিত নয়।

৭নং- অভিযোগের বিষয়ঃ মারিয়া স্টেশনারী থেকে বাধ্যতামূলকভাবে স্টেশনারী সামগ্রী ক্রয় করতে বাধ্য করা।

তথ্যের উৎসঃ
১। অধ্যক্ষের বক্তব্য।
২। সরবরাহকৃত রেকর্ডপত্র।

প্রাপ্ত তথ্য ও পর্যালোচনাঃ অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন এর লিখিত মতামতঃ " মারিয়া স্টেশনারী থেকে বাধ্যতামূলকভাবে স্টেশনারী সামগ্রী ক্রয়ে আমার কোন সিদ্ধান্ত ছিল না। তবে মারিয়া স্টেশনারী থেকে ভালো মেশিনে ফটোকপি করানোর জন্য ভাউচারর নং-৪৭, তারিখ ২৩/০৭/২০১৩, টাকা ৩,২২৩/- ও ভাউচার নং-১৩৬, তারিখ ৩১/০৮/২০১৩ টাকা ৩,১০৩/- এ উপাধাক্ষ্য'র মতামতে এবং প্রতি কপি ১.০০ টাকা হারে বিল পরিশোধের জন্য হিসাব রক্ষককে বলা হয়েছিল। যা উক্ত ভাউচারগুলো যাচাই করলে প্রমাণিত হবে। এক্ষেত্রে উপ-কমিটির প্রতিবেদনে অধিবেশন নং-২০১৪/০৫/০৪, তারিখ-২০/০৯/২০১৪ এর আলোচ্যসূচি-৬ এ অনুমোদন করা হয়েছিল। এক্ষেত্রে কেউ তখন কোনরূপ আপত্তি উত্থাপন করেননি। বেশীরভাগ স্টেশনারী সামগ্রী অত্র প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক মোঃ শাহাদাত হোসেন এর দোকান থেকে পূর্ব থেকে সংগৃহীত হতো। যা বর্তমানে ক্রয় না করার জন্য হিসাব রক্ষককে বলা হযেছিল।"

অধ্যক্ষের উপর্যুক্ত বক্তব্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় প্রতিষ্ঠানের স্টেশনারী সামগ্রী এবং ফটোকপি ১টি নির্ধারিত দোকান থেকে ক্রয় করা হতো। এই ধরণের ক্রয়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দোকান যেমন এককভাবে লাভবান হওয়া সুযোগ থাকে। এ ধরনের বাইন্ডিং উদ্দেশ্য প্রণোদিত হিসেবে গণ্য। কলেজের যাবতীয় ক্রয়ের কাজ নির্ধারিত সময়ে ক্রয় কমিটির মাধ্যমে করা বাঞ্চনীয়।

মতামতঃ মারিয়া স্টেশনারী থেকে স্টেশনারী সামগ্রী ক্রয় করার অভিযোগ প্রমাণিত। ।

৮নং- অভিযোগের বিষয়ঃ ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষা নিয়মিত কয়েকজন ছাত্রীর ফরম পূরণ না করে এবং পরে কলেজের অনেক টাকা ব্যয় করে সমস্যার সমাধান করা ।

তথ্যের উৎসঃ
১। অধ্যক্ষের বক্তব্য।
২। কর্মচারীর বক্তব্য।
৩। সরবরাহকৃত রেকর্ডপত্র।

প্রাপ্ত তথ্য ও পর্যালোচনাঃ অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন এর লিখিত মতামতঃ " বিষয়টিতে আমার মতামত করণিক ভুলের সংশোধন। অফিস সহকারী আছমা আক্তার এর ১২/০২/২০১৪ইং এর ভুল স্বীকার পূর্বক আবেদন জমা করায় তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি অনুযায়ী তিন জন শিক্ষার্থীর ফরম পূরণ করা হয়েছিল। যার ভাউচার নং-৬৪২, তারিখ ০২/০৩/২০১৪। ভাউচার অনুমোদনকারী কর্মকর্তা হিসেবে উপাধ্যক্ষ'র স্বাক্ষর বিরাজমান। কোথাও কোনরূপ আপত্তি উত্থাপিত হয়নি। যাহা নিরীক্ষা উপ-কমিটির প্রতিবেদনে গভর্নিং বডির অধিবেশন নং- ২০১৪/০৫/০৪, তারিখ ২০/০৯/২০১৪ এর আলোচ্যসূচি-৬ এ অনুমোদিত।"

তদন্তকালে অফিস সহকারী জনাব আছমা আক্তার লিখিতভাবে জানান, " ফরম পূরণ কমিটির সার্বিক সহযোগিতা না থাকায় ভুলক্রমে ০২ জন ছাত্রীর সঠিক সময় ফরম পূরণ করা হয় নাই " উক্ত ছাত্রীদের নাম যথাক্রমে (১) জোস্না আক্তার, ডিগ্রী ১ম বর্ষ, (২) ফাতেমাতুজ জোহরা, ডিগ্রী ২য় বর্ষ। অফিস সহকারী কর্তৃক উক্ত বিষয়ে ভুল স্বীকার করায় বিষয়টিতে অধ্যক্ষ এককভাবে দায়ী নন। তবে এ ধরনের বিষয় তদারকিতে সংশ্লিষ্টদের আরো যত্নবান হওয়া আবশ্যক ছিল।

মতামতঃ অভিযোগ প্রমাণিত। তবে এর জন্য অধ্যক্ষ এককভাবে দায়ী নন এবং ব্যয়ের ক্ষেত্রে গভর্নিং বডির অনুমোদন রয়েছে।

অভিযোগ নং-০৯ঃ ঢাকা বোর্ডের অনুমতি ব্যতীত এইচ,এস.সিতে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি করানো এবং ফরম পূরণের পুর্বে তাদেরকে উক্ত বিষয় পরিবর্তন করে নতুন বিষয় নিতে বাধা করা ।

তথ্যের উৎসঃ

১। অধ্যক্ষের বক্তব্য।
২। সরবরাহকৃত রেকর্ডপত্র।

প্রাপ্ত তথ্য ও পর্যালোচনাঃ অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন এর লিখিত মতামতঃ " অত্র প্রতিষ্ঠানে ঢাকা বোর্ডের ভর্তি নীতিমালা অনুযায়ী শিক্ষার্থী ভর্তি করে পাঠদান করা হয়েছিল এবং শিক্ষার্থীগণ নির্ধারিত বিষয়ে পড়াশুনা করে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেছে। এই বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ঢাকা কিংবা শিক্ষার্থী কিংবা অভিভাবক কিংবা শিক্ষক কারো নিকট থেকে আমি কোনরূপ অভিযোগ পায়নি''।

তদন্তকালে এ অভিযোগের বিষয়ে কোন সাক্ষী বা কোন রেকর্ড পাওয়া যায়নি।

মতামতঃ কোন রেকর্ড না থাকায় অভিযোগ প্রমাণিত নয়।

অভিযোগ নং-১০ঃ উপাধ্যক্ষ সাহেবকে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে না দেওয়া ।

তথ্যের উৎসঃ

১। অধ্যক্ষের বক্তব্য।
২। উপাধ্যক্ষের বক্তব্য।
৩। সরবরাহকৃত রেকর্ডপত্র।

প্রাপ্ত তথ্য ও পর্যালোচনাঃ অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন এর লিখিত মতামতঃ " প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রম উপাধ্যক্ষ জড়িত । প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীর নোটিশ বই, শিক্ষক নোটিশ বই, শিক্ষক পরিষদের কার্যক্রম, ক্লাস রুটিন, পরীক্ষা কার্যক্রম, সহশিক্ষা কার্যক্রম এবং প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয় বিবরণীসহ সকল কার্যক্রম পরীক্ষা করলে তার দায়িত্ব পালনের প্রমাণ পাওয়া যাবে । নিয়মিত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি ব্যতিক্রমধর্মী দায়িত্বও পালন করেন। তার প্রমাণ স্বরূপ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মারক নং-০৭ (ট-৩৪০) জাতীঃবিঃ/কঃপঃ/২০৩৮৮, তারিখ ১০/০৬/২০১৫। এছাড়া তাঁর নের্তত্বে ২৫/০৬/২০১২ ইং এ সকল শিক্ষক সমন্বয়ে সভা করে কলেজের স্বাভাবিক কার্যক্রমে ব্যত্যয় করানোর কাজে লিপ্ত ছিলেন। " জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উক্ত পত্র থেকে দেখা যায় উপাধ্যক্ষ জনাব মোঃ আমিনুল হক অধ্যক্ষের অগোচরে সাবেক সভাপতি জনাব জাহাঙ্গীর আলম বাবলার যে স্নাতক সনদ প্রেরণ করেছিলেন তা ভূয়া প্রমাণিত হয়। সে জন্য তাঁর ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ ছিল।"

উপাধ্যক্ষ জনাব মোঃ আমিনুল হক এ অভিযোগের বিষয়ে লিখিতভাবে জানান, "জনাব ময়েজ উদ্দিন অত্র কলেজে অধ্যক্ষ পদে যোগদানের পূর্বে আমি অত্র প্রতিষ্ঠানে একাডেমিক ও প্রশাসনিক বিভিন্ন কর্মকান্ডে সক্রিয় ছিলাম। তিনি যোগদানের কিছু দিন পর শিক্ষক হাজিরা খাতা আমার কক্ষ থেকে তাঁর কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়। উল্লেখ্য যে, আমি উপাধ্যক্ষ হিসেবে অত্র কলেজে যোগদানের পূর্বে শিক্ষকগণের হাজিরা খাতা শিক্ষকগণের কমনরুমে থাকত। স্টাফ কাউন্সিলে রাখা হতো। একাডেমিক কাজে গতি আনার লক্ষ্যে শিক্ষা উপকমিটির ৩০/০৫/১২ তারিখের ৫নং আলোচ্যসূচির সুপারিশ অনুযায়ী উপাধ্যক্ষের কক্ষে রাখা হয়। উল্লেখ্য যে, শিক্ষা উপ-কমিটি জিবি কর্তৃক গঠিত এবং উক্ত সভায় জিবি'র সভাপতি উপস্থিত ছিলেন। জনাব ময়েজ উদ্দিন অধ্যক্ষ পদে যোগদানের কিছু দিন পর জিবি বা শিক্ষা উপ-কমিটির পুনঃ সিদ্ধান্ত ব্যতীত তিনি নিজেই তাঁর কক্ষে শিক্ষক হাজিরা খাতা নিয়ে যান এবং

মৌখিকভাবে বলে দেন উপাধ্যক্ষ এর সাথে যোগাযোগের কোনো প্রয়োজন নেই। এতে সঠিকভাবে ক্লাশ পরিচালনা আমার জন্য সমস্যা দেখা দেয় ।

শিক্ষা উপ-কমিটির সভার সুপারিশমত উপাধ্যক্ষকে সকল শিক্ষক ও কর্মচারীর বাৎসরিক গোপন রিপোর্ট (এ সি আর) তৈরীর দায়িত্ব প্রদান করা হয়। অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন যোগদানের পর থেকে তিনি এ ধরণের কোনো সুযোগ রাখেননি।

৩। একাডেমিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ক্লাশ রুটিন উপাধ্যক্ষ এর তত্ত্বাবধানে প্রণীত হয়। জনাব ময়েজ উদ্দিন নিজের স্বাক্ষরে বিভিন্ন সময়ে ক্লাশ রুটিন করেছেন । বর্তমানে কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক, ডিগ্রী (পাস) ও অনার্স কোর্সের কোনো ক্লাশ রুটিন নেই।

৪। কলেজের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীগণ পূর্বে আমার অনুমতিসহ নৈমিত্তিকসহ অন্যান্য ছুটি ভোগ করতেন। বর্তমানে আমার জন্য বরাদ্দকৃত এম.এল.এস.এস ছুটিতে গেলেও আমার অনুমতি প্রয়োজন হয় না।

৫। জনাব ময়েজ উদ্দিন যোগদানের পর থেকে গভর্নিং বডি কর্তৃক গঠিত শিক্ষা উপ-কমিটিকে অকার্যকর করে রেখেছেন। এতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে অত্র প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীদের উপর। ফলশ্রুতিতে ২০১৫ সালে অত্র কলেজের ফলাফলে বিপর্যয় নেমে আসে।

৬। কলেজের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন পরীক্ষা উপ-কমিটি উপাধ্যক্ষ এর পরামর্শক্রমে গঠন করার কথা থাকলেও এ বিষয়ে উপাধ্যক্ষ এর কোনো মতামত নেওয়া হয় না অনেক ক্ষেত্রে।

৭। নৈমিত্তিক ছুটি ব্যতীত জন্য কোনো ছুটিতে শিক্ষকগণ ভোগ করলে উপাধ্যক্ষ জানতে পারে না। এমনকি শিক্ষকগণ কোনো প্রশিক্ষণে গেলেও উপাধ্যক্ষকে জানানো হয়নি।

৮। অর্থ ব্যয় সম্পর্কিত কাজে অর্থ কমিটির সদস্য হিসেবে উপাধ্যক্ষ এর পুর্বানুমতি প্রয়োজন হয়। বর্তমানে আমার কোনো অনুমতি না নিয়ে অর্থ ব্যয় হচ্ছে।

৯। বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয়, ডিজি অফিস , মন্ত্রণালয় থেকে কোনো চিঠি আসলে উপাধ্যক্ষকে অবগত করা হয় না। যেমন অদ্যকার অডিট কমিটির অডিট সম্পর্কে গতকাল শুক্রবার আমাকে জানানো হয়েছে।

অধ্যক্ষ এবং উপাধ্যক্ষ এর বক্তব্য পর্যালোচনা করলে তাঁদের মধ্যে তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে ক্ষমতা ও পারস্পরিক দ্বন্দ্বের বিষয়টি ফুটে উঠে। পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং নিজেদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন না করে একে অপরের দোষ খোজাই যেন কাজ। তাঁদেরকে কলেজ এর স্বার্থ বড় করে দেখা আবশ্যক এবং ছোট খাটো বিষয় আলাপ আলোচনার মাধ্যমে, সমঝোতার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা উচিৎ। উপাধ্যক্ষ জনাব আমিনুল হক বলেছেন তাঁর এম,এল,এস,এস নৈমিত্তিক ছুটিতে গেলেও তিনি জানেন না। আবাব বলেছেন নৈমিত্তিক ছুটি ব্যতীত অন্য কোন ছুটিতে গেলে তিনি জানেন না। কলেজের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব গভর্নিং বডির। গভর্নিং বডির সিদ্ধান্তসমূহ অধ্যক্ষ বাস্তবায়ন করবেন। কলেজের যে কোন অনিয়ম ও অপচয়ের জন্য অধ্যক্ষকেই দায়িত্ব নিতে হবে। উপাধ্যক্ষের সার্বিক সহযোগিতার মাধ্যমে অধ্যক্ষ দায়িত্ব পালন করবেন। অত্র কলেজে সংশ্লিষ্ট কমিটি ও উপাধ্যক্ষকে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। যা একটি ভাল দৃষ্টান্ত। তবে কেনা কাটাসহ কিছু কিছু ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ পরিলক্ষিত হয়েছে। একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। অধ্যক্ষ কর্তৃক একক ক্ষমতা প্রয়োগের দৃষ্টান্ত ও প্রবণতা উপরে বর্ণিত অভিযোগসমূহে পরিলক্ষিত হয়েছে। তবে উপাধ্যক্ষকে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে না দেওয়ার অভিযোগটি সঠিক নয়। কারণ উপাধ্যক্ষ কলেজের অনেক কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত রয়েছেন।

মতামতঃ পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও সহনশীলতার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। উপাধ্যক্ষকে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে না দেওয়ার অভিযোগ প্রমাণিত নয়।

অভিযোগ নং-১১ঃ শিক্ষক প্রতিনিধি শিক্ষক কর্মচারীর সামনে অকথ্য ভাষায় গালি গালাজ দেয়া ।

তথ্যের উৎসঃ

১। অধ্যক্ষের বক্তব্য।
২। সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের বক্তব্য।
৩। সরবরাহকৃত রেকর্ডপত্র।

প্রাপ্ত তথ্য ও পর্যালোচনাঃ অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন এর লিখিত মতামতঃ " বিষয়তিতে আমার বক্তব্য হল একজন শিক্ষক প্রতিনিধি অধ্যক্ষের প্রাপ্যতা নির্ধারণের বিষয় অন্যান্য শিক্ষকদের মাঝে বলাবলি করে দলীয়ভাবে বিশৃংখলা সৃষ্টির কাজে জড়িত ছিলেন। যা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯২ এর ২৪ (চ) ও ২৬(৩) ধারা এবং আইনের তফসীলের ২ নং সংবিধি অনুযায়ী প্রণীত রেগুলেশন ১৬(ছ) ধারা অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য বিধায় এই বিষয়ে তাঁকে সতর্ক করা হয়েছিল মাত্র। এর বাহিরের বক্তব্য আমার জানা নেই। তাছাড়া উক্ত শিক্ষক প্রতিনিধি (জনাব মালিহা পারভীন) এর নৈতিকতাবোধ প্রশ্ন সাপেক্ষ। তিনি ২০০৬ সালে অত্র প্রতিষ্ঠান গভর্নিং বডি থেকে এম. ফিল ডিগ্রী গ্রহণ করার জন্য ২(দুই) বছরের শিক্ষা ছুটি নিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল কোর্সে ভর্তি হন। বিধি অনুযায়ী সম্পূর্ণ আর্থিক (এম.ফিল) সুবিধা প্রতিষ্ঠান থেকে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করেও এম.ফিল ডিগ্রী সম্পন্ন করতে পারেননি। এ বিষয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল কোর্স পরিচালকের নিকট থেকে বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে। এছাড়া অত্র কলেজ গভর্নিং বডিতে তাঁর এহেন আচরণ বিষয়ে জবাব চাইলে আজ পর্যন্ত তার কোন উত্তর পাওয়া যায়নি।

এছাড়া শিক্ষক প্রতিনিধি জনাব মোঃ আব্দুস ছালাম বিজ্ঞান বিভাগের রসায়ন বিষয়ের শিক্ষক। তিনি ব্যক্তিগতভাবে রুম ভাড়া করে প্রাইভেট পড়ানো এবং কোচিং ব্যবসায়িক সিন্ডিকেট কার্যক্রমের সাথে জড়িত। তাঁর কার্যালয় মিরপুর সরকারি স্কুল সংলগ্ন জি বক, ১২/১৪ নং বাড়ি, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের পাশে এবং সনি হলের পিছনে নিজ আবাসস্থলে। এজন্য তিনি প্রতিষ্ঠানে খুব কম সময় ব্যয় করেন। বিষয়টি নিয়ন্ত্রণে আমাকে বেগ পেতে হয়। তাছাড়া অত্র প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিজ্ঞান শাখার শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫ থেকে ১৫ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ । ফলাফলও ভাল নয়। এ বিষয়ে আমি যোগদানের পর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এর স্মারক নং-২৮৭/ক/স্বী/৯১২/১৫৯০,তারিখ ০৮/০২/২০১৫ এর স্বীকৃতি পত্রের শর্ত ৬ অনুযায়ী শিক্ষার্থী ভর্তি বৃদ্ধির বিষয়ে আমি অত্র অফিস স্মারক নং-হশাআমক-২০১৫-২১৪/২, তারিখ ০৮/০৩/২০১৫ইং এ বিজ্ঞান বিভাগের সকল শিক্ষককে পত্র প্রেরণ করেছিলাম। ২০১১ সালে ১৪ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ০৪ জন শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে আর বাকী ১০ জন শিক্ষার্থী রসায়ন বিষয়ে ফেল করেছে। সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনার প্রেক্ষিতে শিক্ষক পরিষদের সভায় তিনি সংক্ষুব্ধ হয়ে আমার সাথে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় করেন। বর্তমানে ২০১৪-২০১৫ শিক্ষা বর্ষে বিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৫ জন ও ২০১৫-২০১৬ শিক্ষা বর্ষে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩৫ জন।"

এ বিষয়ে শিক্ষক প্রতিনিধি জনাব মালিহা পারভীন লিখিতভাবে জানান, "আমি একজন শিক্ষক প্রতিনিধি। হ্যাঁ, স্যার আমাকে গালিগালাজ করেছেন অফিস কক্ষের ভিতরে শিক্ষক-কর্মচারী, অভিভাবকগণের সামনে অকথ্য ভাষায় চিৎকার ও গালিগালাজ করেন। উনি নোংরামি শব্দ বলেছেন এবং অনেক শব্দ ব্যবহার করেছেন যা লেখার মত নয়। আগে প্রিন্সিপাল হন তবে প্রিন্সিপালের সাথে কথা বলতে আসেন। আমি প্রিন্সিপালের যোগ্যতা নিয়ে এই কলেজে এসেছি। আমি যা বলব তাই হবে। অফিস প্রধানকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন কোন পরীক্ষা বিল পাশ হবে না। যাদের সামনে এ ঘটনাটি ঘটেছিল তাদের কয়েকজনের স্বাক্ষরসহ কিছু কথা তখন লিখেছিলাম। অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার বিল বন্টন এতদিন যেভাবে হয়ে আসছিল সেভাবে না করে উনি বেশীর ভাগ নিবেন বলেন। আমি শুধু প্রতিবেশী কয়েকটি কলেজ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে বন্টনের অনুরোধ করেছিলাম। আমাদের কলেজের শিক্ষক শাহীনুর রশিদ এর সাথে অফিস কক্ষে এ কথাটি বলছিলাম। উনি পেছন থেকে এসে আমাকে সাহিন স্যারের সাথে কথা বলতে দেখে এ ধরনের গালিগালাজ করেন।

এ বিষয়ে লিখিত কোন অভিযোগ করিনি। শিক্ষক প্রতিনিধি আব্দুস সালামকেও উচ্চস্বরে বিশেষ করে কথা কাটাকাটি করেছেন। বেশিরভাগ শিক্ষককে করেছিলেন।"

শিক্ষক প্রতিনিধি জনাব মোঃ আবদুস ছালাম লিখিতভাবে জানান, " আমাদের কলেজের মার্কেটিং বিভাগের বিভাগীয় প্রধান এবং শিক্ষক প্রতিনিধি মালিহা পারভীনকে একদিন অফিস কক্ষের সামনে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও চিৎকার করতে দেখেছি। যা আমরা দীর্ঘদিন চাকুরী জীবনে কখনোই দেখিনি। এটা আমাদের সবারই অপমান।

২। আমি একজন শিক্ষক প্রতিনিধি কলেজের ক্রয় কমিটির সদস্য । দীর্ঘদিন যাবৎ সম্মানের সাথে কলেজের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে সততার সাথে দায়িত্ব পালন করছি। কিন্তু ১৮/০৩/২০১৫ইং তারিখে মাননীয় উপাধ্যক্ষের নির্দেশে এবং অফিস প্রধানের অনুরোধে তাকে সাথে নিয়ে কিছু মালামাল (মনোহারি) ক্রয় করি যার মূল্য প্রায় ৩,১৯৭/- টাকা । কিন্তু ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের সামনে অপমান সূচক কথা ও চিৎকার, চেচামেচির কারণে মালামাল পুনরায় দোকানে ফেরত দিতে বাধ্য হই। কিন্তু বর্তমানে কেনা কাটার ক্ষেত্রে আমাকে ডাকা হয় না। ”

অধ্যক্ষ কর্তৃক জনাব মালিহা পারভীন এর সহিত উচ্চস্বরে রাগারাগি করার অভিযোগ সত্য প্রতীয়মান হয়েছে। অধ্যক্ষ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের যে আচরণ বিধির কথা উল্লেখ করেছেন তা সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। অধ্যক্ষ উক্ত ২জন শিক্ষক এর বিষয়ে যে সকল অভিযোগের কথা বলেছেন সেটি ভিন্ন বিষয় এবং সে বিষয়ে চাকুরি বিধি অনুযায়ী গভর্নিং বডির মাধ্যমে ব্যবস্থা নেয়া যায়। তবে এক্ষেত্রে উচ্চস্বরে রাগারাগি করার কোনো সুযোগ নেই।

মতামতঃ উচ্চস্বরে রাগারাগির বিষয়টি প্রমাণিত।

অভিযোগ নং-১২ঃ ইসলামী শিক্ষা বিভাগের সিনিয়র শিক্ষক ড. এম. এ মুকিম সাহেবকে কর্মচারীদের সামনে অকথ্য ভাষায় গালি গালাজ এবং প্রত্যেক শিক্ষকদের সাথে দুর্ব্যবহার করা ।

তথ্যের উৎসঃ ১। অধ্যক্ষের বক্তব্য।
২। সংশ্লিষ্ট শিক্ষক এর বক্তব্য।
৩। সরবরাহকৃত রেকর্ডপত্র।

প্রাপ্ত তথ্য ও পর্যালোচনাঃ অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন এর লিখিত মতামতঃ “ এই বিষয়ে সংশিষ্ট শিক্ষক গত ১৫/০৬/২০১৫ইং এর সভাপতি মহোদয় বরাবর অধ্যক্ষের মাধ্যমে লিখিত আবেদন জমা করে বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করেছেন। যাতে এ বিষয়ে সে কোথাও কোনরূপ অভিযোগ করেননি বলে উল্লেখ করেছেন।”

এ বিষয়ে প্রভাষক ইসলামী শিক্ষা ড. এম. এ মুকিম লিখিতভাবে জানান, “ অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ হয়নি। তবে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়েছে। এ বিষয়ে আমি কোথায়ও কোন অভিযোগ করিনি। উক্ত বিষয়ে অধ্যক্ষ মহোদয় পরবর্তিতে আমাকে সমস্যার সমাধান করেছেন।

উক্ত বক্তব্য পর্যালোচনা করে দেখা যায়, বর্তমানে বিষয়টি মীমাংসিত ।

মতামতঃ অভিযোগ প্রমাণিত নয়।

অভিযোগ নং-১৩ঃ অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে বেশী দিন চাকুরী করতে না পারা, বর্তমানে তিনটি কলেজে যাওয়ার জন্য দরখাস্ত করেছে।

তথ্যের উৎসঃ
১। অধ্যক্ষের বক্তব্য।
২। সরবরাহকৃত রেকর্ডপত্র।

প্রাপ্ত তথ্য ও পর্যালোচনাঃ অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন এর লিখিত মতামতঃ "অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে বেশিদিন চাকুরী করতে না পারার বিষয়ে আমি কর্মরত কলেজগুলোর ছাড়পত্রের তথ্য অনুযায়ী বলব অভিযোগ সঠিক নয়। তাছাড়াএ বর্তমানে আমার যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা বিবেচনায় নিরিখে বর্তমান কলেজ থেকে আরো বড় কলেজে যাওয়ার জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির শর্ত অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে আবেদন করেছিলাম।"

অধ্যক্ষ কর্তৃক প্রদর্শিত তথ্য হতে দেখা যায়, অধ্যক্ষ জনাব মোঃ ময়েজ উদ্দিন ০১/০১/৯৫ হতে ০৭/৯/১২ পর্যন্ত ৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করেছেন। প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন এবং উচ্চতর পদে চাকুরী নেওয়ার বিষয়টি দোষের কিছু নয়। আরো বড়

কলেজের যাওয়ার জন্য আবেদনের বিষয়টি তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। বড় কলেজে যাওয়ার আবেদন করা কোনো অনৈতিক বিষয় নয়।

মতামতঃ কোন প্রতিষ্ঠানে বেশি দিন চাকুরী করতে না পারার অভিযোগ প্রমাণিত হয়। বড় কলেজে যাওয়ার আবেদন কোনো অনৈতিক বিষয় নয়।

অভিযোগ নং-১৪ঃ প্রতি শুক্রবারের উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাশ থাকে কিন্তু দায়িত্ব পালন না করা ।

তথ্যের উৎসঃ

১। অধ্যক্ষের বক্তব্য।
২। সরবরাহকৃত রেকর্ডপত্র।

প্রাপ্ত তথ্য ও পর্যালোচনাঃ অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন এর লিখিত মতামতঃ "উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার কোন ক্লাস নেই। তবে মনিটরিং করার দায়িত্ব রয়েছে।যা আমি মাঝে মাঝে পর্যবেক্ষণ করি। তাছাড়া উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আমার এই কাজের কোনরূপ আপত্তি উত্থাপন করেননি।"

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়টি অন্য কর্তৃপক্ষের । এ ব্যাপারে অনিয়ম ঘটলে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। যা এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়।

মতামতঃ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব পালনের বিষয়টি অত্র কলেজের দায়িত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়।

অভিযোগ নং-১৫ঃ ব্যবহারিক পরীক্ষায় অতিরিক্ত নাম্বার দেয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করে টাকা নেয়া হয়েছে ও অন্যান্য বিষয়।

তথ্যের উৎসঃ

১। অধ্যক্ষের বক্তব্য।
২। সংশ্লিষ্ট শিক্ষক বক্তব্য।
৩। সরবরাহকৃত রেকর্ডপত্র।

প্রাপ্ত তথ্য ও পর্যালোচনাঃ অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন এর লিখিত মতামতঃ "ব্যবহারিক পরীক্ষায় সংশ্লিষ্ট শিক্ষক এর দায়িত্ব। ২০১৪ সালে কম্পিউটার শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়ার পর আমি গভর্নিং বডির সভাপতি মহোদয়কে অবহিত করলে তিনি শিক্ষার্থীদের সাথে আলাপ করে তা মীমাংসা করেন। তাছাড়া ২০১৫ সালের বি, এম শাখায় এইচ,এস.সি পরীক্ষার অভিযোগ পাওয়ার পর দায়িত্ব অবহেলার জন্য কক্ষ প্রত্যবেক্ষকগণকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে সংশ্লিষ্ট কলেজের অধ্যক্ষ বরাবর পত্র প্রেরণ করেছিলাম। এছাড়া সংশ্লিষ্ট কলেজ অধ্যক্ষ ও তাঁদের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে সভা করে তদন্ত উপ-কমিটি গঠন করি। উক্ত তদন্ত উপ-কমিটির প্রতিবেদনে এ বিষয়ে উত্থাপিত অভিযোগ সত্য নয় বলে আমাকে জানানো হয়েছিল। তাছাড়া ১৬/০৬/২০১৫ইং তারিখে মনোবিজ্ঞান বিষয়ের ব্যবহারিক পরীক্ষায় অতিরিক্ত টাকা গ্রহণ সংক্রান্ত লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পর তা আমি সাথে সাথে অধ্যক্ষ বি.সি.আই.সি কলেজ, মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬ কে অত্র অফিস স্মারক নং-হশাআমক-২০১৫-২০৫৭, তারিখ -১৬/০৬/২০১৫ইং এ প্রয়োজনীয় বাবস্থা গ্রহণের জন্য পত্র প্রেরণ করেছিলাম। এই বিষয়ে আমার আর কোন তথ্য জানা নেই। এছাড়া প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় লেনদেন ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে সম্পন্ন করার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি নির্দেশনা দিয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছিলাম। তাই নগদ লেনদেন সম্পর্কিত বিষয়টি আমি অবগত নই। এছাড়া পরীক্ষা চলাকালীন সময় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা থেকে একাধিকবার তদারকি করেছিলেন। তাদের পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট কোন বিষয় লিখিত বা মৌখিক ভাবে অভিযোগ আমাদেরকে অবহিত করেননি।

উপরোক্ত অভিযোগসমূহ ২৩/০৫/২০১৫ইং তারিখে গভর্নিং বডির কার্যবিবরণী বইতে গভর্নিং বডির আলোচ্যসূচির বিজ্ঞপ্তি ও সভার আলোচনার সিদ্ধান্তের বাহিরে লিখিত হয়েছিল। গত ১১/০৭/২০১৫ইং তারিখে সাবেক সভাপতি (দায়িত্ব পালন কার্যকাল ২৭-১১-২০১৪ হতে ০৯-০৬-২০১৫ পর্যন্ত) আমাকে ডেকে রেজুলেশন বই নিজের দায়িত্বে নিয়ে তাতে আলোচনা বর্হিভূত

কার্যবিবরণী লিখিয়ে ছিলেন। যা অদ্য ২৯/০৮/২০১৫ইং তারিখে তদন্তের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সম্মুখে গভর্নিং বডির দাতা সদস্য কর্তৃক রেজুলেশন বই উপস্থাপন করলে তা আমি অবগত হই। পরতবর্তীতে গভর্নিং বডির দাতা সদস্য কার্যবিবরণী বই তদন্ত কর্মকর্তাদের সম্মুখে তার নিজ দায়িত্বে নিয়ে যান। যা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি অনুযায়ী গভর্নিং বডির দায়িত্ব কর্তব্যের পরিপন্থি। এছাড়া এ রিষয়ে আমি পুর্বেই কার্যবিবরণী বইয়ের লিখিত পৃষ্ঠাগুলো নোটারি পাবলিকের মাধ্যমে সত্যায়িত করে সনদ গ্রহণ করেছিলাম। বর্তমানে গত ১০/০৬/২০১৫ইং থেকে মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব মোঃ আসলামুল হক, ঢাকা-১৪ অত্র প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডির দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন।"

সার্বিক বক্তব্যে অধ্যক্ষ জনাব ময়েজ উদ্দিন উল্লেখ করেন, " উপরোক্ত বিষয়গুলো আমার জ্ঞাতসারে আমার কর্মকান্ডে অনৈতিকভাবে সম্পাদিত হয়নি। যেহেতু বিষয়টি মাননীয় সংসদ সদস্য জনবা মোঃ আসলামুল হক এর মাধ্যমে জানতে পারলাম। তাই সত্যতা যাচাই করার লক্ষ্যে সুষ্ঠু তদন্তের প্রয়োজন অনুভব করছি। তারপরও আমার অজ্ঞাতসারে যদি কোন অভিযোগে ত্রুটি প্রমাণিত হয় তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে গ্রহণ পূর্বক উথাপিত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দানে আপনার মর্জি কামনা করছি।"

প্রভাষক কম্পিউটার জনাব জুবাইদা গুলশান আরা এই অভিযোগটিকে সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিহিত করেন। তিনি কখনো কোন শিক্ষার্থীদের নিকট হতে ব্যবহারিক ক্লাসের নম্বরের জন্য কোনো টাকা পয়সা নেন না বলে জানান।

এই বিষয়ে তদন্তকালে কোন শিক্ষার্থী বা অভিবাকের নিকট হতে কোন সাক্ষী বা অভিযোগ পাওয়া যায়নি। প্রতিষ্ঠানের কোন শিক্ষক-কর্মচারী এ অভিযোগের সত্যতার বিষয়ে কোন তথ্য প্রদান করেন নাই। অভিযোগের সপক্ষে কোন সাক্ষী বা প্রামান্য তথ্য না থাকায় অভিযোগ প্রমাণ করা যায়নি।

মতামতঃ প্রামাণ্য তথ্য না পাওয়ায় অভিযোগ প্রমাণ করা যায়নি।

২১/১২/১৫
(মোঃ ফরিদ উদ্দিন)
অডিট অফিসার
পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর
শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

২১/১২/১৫
(মোঃ আব্দুস সালাম)
শিক্ষা পরিদর্শক
পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর
শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-শিম/শাঃ৫/প্রতিবেদন-০২/২০১২/১৩৫, তারিখ ঃ ১৭/০৪/২০১২ মোতাবেক প্রতিবেদন প্রপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে নিম্নবর্ণিত ছকে ব্রডশীট জবাব দাখিল করতে হবে। যথাযথ কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ জেলা শিক্ষা অফিসার (নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও দাখিল স্তরের ক্ষেত্রে)/সভাপতি, গভর্ণিং বডি (কলেজ, আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসার ক্ষেত্রে) এর মাধ্যমে মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা এর বরাবরে ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করতে হবে।

ব্রডশীট জবাব

১। প্রতিষ্ঠনের নাম ও ঠিকানা ঃ

....।

২। পরিদর্শনের তারিখ ঃ

....।

ক্রমিক নং	পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের আপত্তিসমূহ	প্রতিষ্ঠান প্রধানের জবাব	জেলা শিক্ষা অফিসার/সভাপতির মন্তব্য	মহাপরিচালকের মন্তব্য	মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত
১	২	৩	৪	৫	৬